স্যামুয়েল বেকেট

ওয়েটিং ফর গডো

অনুবাদ
কবীর চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যামুয়েল বেকেট

ওয়েটিং ফর গডো

স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডো প্রায় সবার পরিচিত, জনপ্রিয়তার দিক থেকে এ নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার। আধুনিক নাট্যাঙ্গনের যেকোনো অনুষ্ঠানসূচিতে এর স্থান প্রায় সুনিশ্চিত। ওয়েটিং ফর গডো প্রথম মঞ্চস্থ হয় প্যারিসের থিয়েটার ডি ব্যাবিলনে ১৯৫৩ সালের ৫ জানুয়ারি। বেকেট নাটকটি প্রথমে ফরাসি ভাষায় রচনা করেন। ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্যারিসে ১৯৫২ সালে। পরে তিনি তাঁর ইংরেজি অনুবাদ করেন। ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় নিউ ইয়র্কে, ১৯৫৪ সালে। তারপর থেকে বহু জায়গায় ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে ওয়েটিং ফর গডো অভিনীত হয়েছে, হয়ে চলেছে। অন্তত বাইশটি দেশে এটি পরিবেশিত হয়েছে। বিশটিরও বেশি ভাষায় নাটকটি অনূদিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পঞ্চাশের দশক থেকেই এই ব্যতিক্রমী নাট্যকার সারা বিশ্বে সাড়া জাগাতে আরম্ভ করেন, যদিও তিরিশের দশক থেকেই তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বের উপলব্ধি এবং চেতনাকে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এক স্বল্প-চেনা শৈল্পিক ভঙ্গিতে পাঠক-দর্শক চিত্তে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে প্রায় দু-দশক ধরে তিনি বিশ্ব নবনাট্য অঙ্গনের অবিসংবাদিত প্রথম পুরুষ বলে প্রমাণিত হয়ে আসছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

উপন্যাস

ফ্রেন্ডস বুক কর্নার
১৬ রাফিন প্লাজা (২য় তলা)
৩/বি মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

ISBN- 984-70020-0244-8
9 847002 002448
www.friendsbook.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটিং ফর গডো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটিং ফর গডো

স্যামুয়েল বেকেট

অনুবাদ

কবীর চৌধুরী

ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটিং ফর গডো

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৬

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

সতর্কতা
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এই বই সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ হুবহু কিংবা পরিবর্তন করে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে ফটোকপি, মুদ্রণ কিংবা প্রচার করা নিষিদ্ধ

প্রকাশক
ফ্রেন্ডস বুক কর্নার
১৬ রাফিন প্লাজা ৩য় তলা
৩/বি মিরপুর রোড, (বলাকা সিনেমা হল সংলগ্ন)
ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৯৬৬৪৮৭১

বর্ণ বিন্যাস : ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

প্রচ্ছদ : ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

মূল্য : ৭৫.০০
বোর্ড বাঁধাই ১০০.০০

মুদ্রণ : মিম প্রিন্টার্স

ISBN: 984-70020-0244-8

Waiting for Godot by Samuel Beckett. Translated by Kabir Chowdhury. Published by Friends' Book Corner, 16 Rafin Plaza (2nd Floor), 3/B Mirpur Road, Oppsite New Market, Dhaka-1205, Bangladesh. Price: Tk. 75.00, Hard Bround: 100.00

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটক *ওয়েটিং ফর গডো*। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন খ্যাতিমান লেখক ও অনুবাদক জনাব কবীর চৌধুরী। রূপকাশ্রয়ী, প্রতীকধর্মী এ নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মানবমনের হতাশা, বেদনা, জীবনের অনিশ্চয়তা, সীমাহীন স্থবিরতা চিত্রিত হয়েছে অল্প কটি চরিত্রের মাধ্যমে। বিষয়টি অনুবাদক কবীর চৌধুরী দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সচেতনভাবে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন। মূল নাটকের সুরটি ধরার জন্য তিনি মূলত আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে।

নাটকটি ইতঃপূর্বে ১৯৮১ সালে মুক্তধারা থেকে *গডোর প্রতীক্ষায়* নামে প্রকাশিত হয়। আমরা ওই পাঠটিকেই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। তবে *গডোর প্রতীক্ষায়* নামটির বদলে নাটকের মূল নাম *ওয়েটিং ফর গডো* ব্যবহৃত হয়েছে।

নাটকটির মূল পাঠের বানান, বর্তমান সংস্করণে আধুনিক রীতি অনুসারে পরিমার্জিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা মূলত বাংলা একাডেমী ঢাকার *প্রমিত বাংলা-বানানের নিয়ম* ও *বাংলা-বানান অভিধান* অনুসরণ করেছি।

বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক কবীর চৌধুরী-কৃত অনুবাদ *ওয়েটিং ফর গডো* নাটক অনুরাগী বাঙালি পাঠক ও শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক বিবেচিত হবে।

ডিসেম্বর ২০০৬ প্রকাশক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদের কথা

আধুনিক নবনাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী স্যামুয়েল বেকেটের সবচাইতে বিখ্যাত নাটক *ওয়েটিং ফর গডো* বাংলায় অনুবাদ করতে আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহিত করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের খ্যাতিমান নিরীক্ষাধর্মী নাট্য প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরী। অনুবাদ করতে শুরু করে কাজের দুরূহতায় গোড়ায় ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করলেও অনুবাদ শেষ করার পর ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তৃপ্তি লাভ করি। এরপর ঘরোয়া এক বৈঠকে অনুবাদটি পড়া হল। টেলিভিশনের আতিকুল হক চৌধুরী ছাড়াও দেশের বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার, নাগরিক এবং নাট্যচক্রের বেশ কয়েকজন সদস্য সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলন। অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও তাঁদের সোৎসাহে অনুবাদটি গ্রহণ করায় আমি তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা ভাবি। সমকালীন বাংলাদেশের প্রকাশনা অঙ্গনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মুক্তধারার নির্বাহী পরিচালক শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ভূমিকা হিসেবে গ্রন্থের সঙ্গে যা যুক্ত হল আমি তা "প্রসঙ্গ নাটক" নামক আমার একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য রচনা করেছিলাম। নাগরিক নাট্যগোষ্ঠীর আলী যাকের ও আতাউর রহমান উভয়ই ওই রচনাটি বর্তমান অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকারূপে এখানে সংযোজন করার পরামর্শ দেন। সুপরামর্শ বিবেচনায়, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাই করা হল।

ঢাকা

১লা বৈশাখ ১৩৮৮

অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো, (গডোর প্রতীক্ষায়)* নাটকটি স্পষ্টতই রূপকাশ্রয়ী, প্রতীকধর্মী। কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে এর ঘটনাবলি সংঘটিত হয় না, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের মনের হতাশা, শূন্যতাবোধ, অন্তহীন ক্লান্তি এবং একটা মিথ্যা আশা-স্বপ্ন-কল্পনার প্রতীক্ষার প্রেক্ষাপটে তার আবেদন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বললাম বটে এর ঘটনাবলির কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ছোট্ট নাটকটিতে কিছুই ঘটে না। এইখানেই তার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, চরিত্রের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন ও বিকাশ, ঘটনার আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে বিস্ময়ের উদ্ভাসন, উদাত্ত সংলাপ—সচরাচর এগুলোই সফল নাটকের অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকে এর কোনোটিই উপস্থিত নয়। বস্তুতপক্ষে এর তেমন কোনো বিষয়বস্তুই নেই। শূন্যতা, নিষ্ফল প্রতীক্ষা, কথা নিয়ে খেলা, কোনো রকমে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া, সীমাহীন ক্লান্তি, ছেলেমানুষী কৌতকক্রীড়া—এইসব নিয়েই এই নাটক গড়ে উঠেছে। নাটক যখন শুরু হয় তখন এস্ট্রাগন এবং ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা করছে। নাটক যখন শেষ হয় তখনো তারা প্রতীক্ষারত। এই দুই অঙ্কের নাটকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান শুধু একদিনের। অর্থাৎ পরপর দু-দিনের কাহিনী পরিবেশিত কিন্তু সময় যেন থেমে গেছে, সংশ্লিষ্ট চরিত্রাবলি কিছুই নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারছে না, একই জায়গাকেও চিনতে পারছে না। এই অনিশ্চয়তা, এই বিস্মৃতি, স্থান ও কালের এই একাকার বিলুপ্তি মানুষের অস্তিত্বকে অর্থহীন করে তুলতে চায়। কিন্তু এস্ট্রাগন এবং ভ্লাডিমির নানা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, ভাঁড়ামির মধ্য দিয়ে, শব্দের সকৌতুক দীপ্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, সর্বোপরি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে এই শূন্যতার ভেতরে অনিবার্য প্রতীক্ষার কাল কাটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য অন্য কোনো উপায় নেই সে কথাও তারা জানে। আত্মহত্যা করাও সম্ভব নয়, অবশ্য যথার্থই আত্মহত্যার আন্তরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃঢ় ইচ্ছা তাদের আছে কি না তাও সন্দেহের বিষয়। যদি এই নাটকের বিষয়বস্তু বলে কোনো কিছুকে চিহ্নিত করতে হয় তা হচ্ছে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে অন্তহীন প্রতীক্ষা। এবং হয়ত আমরা সবাই প্রতীক্ষা করে থাকি, প্রতীক্ষা করে থেকেছি, হয়ত গাছের পাশে নয়, কোনো ঘনিয়ে আসা সন্ধেবেলায় নয়, হয়ত কোনো মেঠো পথের ধারে নয়, কিন্তু প্রতীক্ষা করেছি, প্রতীক্ষা করে থাকি, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে, অন্য কোনো সময়ে। আমাদের সবারই রয়েছে কোনো না কোনো গডো।

এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং শৈল্পিক দিক হচ্ছে এর গঠনগত সুষমা, এর কাঠামোর ভারসাম্য। তার পরিচয় ভাষার ব্যবহারে, সংলাপের বিন্যাসে, নাটকের অঙ্ক বিভাজনে। সবখানেই চোখে যা পড়ে তা হচ্ছে স্বল্পতা, হ্রস্বতা, ক্ষয়ে যাওয়া, থেমে যাওয়া। এই প্রধান ভাবধারাটি সুপরিকল্পিত দৃঢ় সংহত শিল্পরূপ ধরে প্রবাহিত হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত সেই অন্তহীন অসহনীয় ব্যর্থ প্রতীক্ষা, আর কিছু কোথাও নেই বিশ্ব চরাচরে। দৃঢ় সংহত কাঠামোতে ভারসাম্যের নিদর্শন হিসেবে একটা অংশ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই :

এস্ট্রাগন কিন্তু যেহেতু আমরা নীরব থাকতে অসমর্থ, অতএব ইতোমধ্যে একটু শান্তভাবে আলাপ করার চেষ্টা করা যাক।

ভ্লাডিমির ঠিক বলেছ, আমরা অফুরন্ত।

এস্ট্রাগন যেন চিন্তা করতে না হয় সেজন্য।

ভ্লাডিমির সে অজুহাত আমাদের আছে।

এস্ট্রাগন যেন আমাদের শুনতে না হয় সেজন্য।

ভ্লাডিমির যুক্তি আছে আমাদের।

এস্ট্রাগন সমস্ত মৃত কণ্ঠস্বরগুলো।

ভ্লাডিমির পাখার মতো শব্দ করে তারা।

এস্ট্রাগন পাতার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির বালির মতো।

এস্ট্রাগন পাতার মতো।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির শনশন করে।

ভ্লাডিমির গুনগুন করে।

এস্ট্রাগন শনশন করে।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির কী বলে ওরা?

এস্ট্রাগন তাদের জীবনের কথা।

ভ্লাডিমির বেঁচে থেকে তাদের তৃপ্তি হয়নি।

এস্ট্রাগন তা নিয়ে তাদের কথা বলতে হবে।

ভ্লাডিমির মরে গিয়ে তাদের তৃপ্তি হয়নি।

এস্ট্রাগন তা যথেষ্ট নয়।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির পালকের মতো শব্দ করে তারা।

এস্ট্রাগন পাতার মতো।

ভ্লাডিমির ছাইয়ের মতো।

এস্ট্রাগন পাতার মতো।

[দীর্ঘ নীরবতা]

ভ্লাডিমির কিছু বলো!

এস্ট্রাগন চেষ্টা করছি।

[দীর্ঘ নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির [যন্ত্রণাক্লিষ্ট] একটা যা কিছু বলো!

এস্ট্রাগন এখন কী করি আমরা?

ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা।

এস্ট্রাগন ওহ !

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির এ অসহ্য!

এস্ট্রাগন আর ভ্লাডিমিরের সংলাপ বেশ কয়েকবার ঠিক একইভাবে এই জায়গায় এসে খানিকক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়। উদ্ধৃতাংশে বেকেটের ভাষা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ বোধ ও সচেতনতার পরিচয় স্পষ্ট। উন্নত গদ্যের ব্যালান্সের সঙ্গে কবিতার ইঙ্গিতময়তা ও রহস্যঘন আবহকে তিনি একাত্ম করেছেন এইসব অংশে। শব্দেরও যেন ঘাটতি পড়ে যায় কোনো একপর্যায়ে। চারবার, এই ছোট্ট একটুখানি পর্বের মধ্যেই, এস্ট্রাগন একই বাক্যাংশের আশ্রয় নেয়— 'পাতার মতো।' দ্বিতীয়বার 'পাতার মতো' উচ্চারণ করার পর স্বল্প নীরবতা নেমে আসে, চতুর্থবার কথাটি উচ্চারিত হবার পর নেমে আসে দীর্ঘ নীরবতা।

সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। জীবনের ভার দুর্বহ। তাই সময় কাটাবার জন্য অনেক কিছু উদ্ভাবন করতে হয়— পরস্পরের কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে ওরা, পরস্পরকে প্রশ্ন করতে চায়, গালাগাল করে, সৌজন্য ও ভদ্রতার অভিনয় করে, শিশুদের মতো নিজেদেরকে ভিন্ন চরিত্র কল্পনা করে অভিনয় করে। কিন্তু তবু একসময় আর কিছুই করার থাকে না। তখন শুধু গডোর জন্য অপেক্ষা করে থাকা।

সিমেট্রির দৃষ্টান্ত হিসেবে হিউ কেনার অঙ্ক দুটির মধ্যে যে সমান্তরাল ঘটনা সংস্থাপন রয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দু-অঙ্কেই বালকের আবির্ভাবের পূর্বে পোজো-লাকির সাক্ষাৎ পাই, আমরা। দুটি ক্ষেত্রেই বালক জানায় যে গডো আজ আসছেন না, কিন্তু আগামীকাল অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবেন। সিমেট্রি নাটকটির সর্বত্র যেমন বহিরঙ্গে তেমনি অন্তরসত্তায়— মঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে গাছ। মানবজাতিও যেন দুটি ভাগে বিভক্ত, প্রথমে ডিডি এবং গোগো, তারপর চারজনের বিভাজন, ডিডি গোগো এবং পোজো-লাকি। এই যে সুষমা তা বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েও উপস্থাপিত। প্রথম অঙ্কে আমরা লাকির কাছ থেকে দীর্ঘ বক্তৃতা শুনি, নাটকের দীর্ঘতম একক ভাষণ। দ্বিতীয় অঙ্কে লাকি মূক, একটি বাক্যও তার মুখনিঃসৃত হয় না।

সিমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতঃপূর্বে একটি সংলাপের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করেছি। তবু আরেকটি জায়গা থেকে একটুখানি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কত সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপিত সেটা সহজেই পাঠকবর্গের চোখে ধরা পড়বে।

ভ্লাডিমির আমাদের ব্যায়ামগুলো করতে পারি আমরা।

এস্ট্রাগন আমাদের মুভমেন্টগুলো।

ভ্লাডিমির আমাদের এলিভেশনগুলো

এস্ট্রাগন আমাদের রিলাক্সেশনগুলো।

ভ্লাডিমির আমাদের এলঙ্গেশনগুলো

এস্ট্রাগন আমাদের রিলাক্সেশনগুলো।

ভ্লাডিমির গরম করে তোলার জন্য

এস্ট্রাগন ঠাণ্ডা করে দেবার জন্যে।

ভ্লাডিমির কেয়া বাত! চালাও।

এই সূক্ষ্ম ব্যালান্স *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকের অন্যতম শিল্পগুণ।

সিমেট্রির দ্বিতীয় অঙ্কেই অধিকতর স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হবার একটু পরেই ভ্লাডিমির এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে বলছে :

ভ্লাডিমির বলো আমি সুখী হয়েছি।

এস্ট্রাগন আমি সুখী হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির আমিও।

এস্ট্রাগন আমিও।

ভ্লাডিমির আমরা সুখী।

এস্ট্রাগন আমরা সুখী। [নীরবতা] আমরা তো সুখী, এবার কী করব?

ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা করব। [এস্ট্রাগন কঁকিয়ে ওঠে। নীরবতা]

এই সিমেট্রির শৈল্পিক ইফেক্ট অনস্বীকার্য। অত্যন্ত সচেতনভাবে বেকেট এখানে ভাষাশৈলীকে ব্যবহার করেছেন। এই ভাষাও কাব্যিক, কিন্তু *হ্যামলেট*, *ম্যাকবেথ* কি *ওথেলোর* কাব্যসুর থেকে এটা পৃথক। জীবনের শূন্যতা এবং সে শূন্যতার সামনে কখনো মানুষের অধৈর্য বিপর্যস্ত মানসিকতা বেকেট নাটকটিতে অত্যন্ত তীব্র আবেগের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। লাকি বোবা হয়ে গেছে [মাত্র একদিন আগে প্রথম অঙ্কে যে লাকিকে আমরা ভীষণভাবে কথা বলতে দেখেছি] ভ্লাডিমির এটা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে পোজোকে :

ভ্লাডিমির বোবা! কখন থেকে?

এস্ট্রাগন [হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে] তোমার এই অভিশপ্ত সময়ের কথা বলে আর কত যন্ত্রণা দেবে তুমি আমাকে! অসহ্য! কখন! কখন! একদিন, তাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়, যেকোনো দিনের মতো একদিন, একদিন সে বোবা হয়ে গেছে, একদিন আমি অন্ধ হয়ে গেছি, একদিন আমরা বধির হয়ে যাব, একদিন আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম, একদিন আমরা মরব, সেই একই দিন একই ক্ষণ, তাই কি যথেষ্ট নয় তোমার জন্য? [অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে] কবরের উপরে তারা জন্ম দেয়, মুহূর্তের জন্য আলো ঝলমল করে, তারপর আবার রাত্রি।

এই সংলাপ অবশ্যই নাটকটির একটি অর্থকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তা হচ্ছে জীবনের অর্থহীনতা। সব প্রতীক্ষাই নিরর্থক, সব যাত্রাই নিষ্ফল। এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। লাকি বোবা হয়ে গেছে। পোজো অন্ধ। ভ্লাডিমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারছে না তার যে অভিজ্ঞতা তা কি স্বপ্নজগতের না বাস্তবের। এস্ট্রাগন তাকে ওর জুতো খুলতে সাহায্য করার অনুরোধ জানায়, কিন্তু ভ্লাডিমিরের কানে সে অনুরোধ পৌঁছায় না। সে ভাবছে :

ভ্লাডিমির অন্যরা যখন কষ্ট পাচ্ছিল আমি কি তখন ঘুমাচ্ছিলাম? আমি কি এখনও ঘুমন্ত? কাল যখন আমি জেগে উঠব, কিংবা ভাবব, জেগে উঠেছি, তখন আজকের কথা কি বলব যে, বন্ধুবর এস্ট্রাগনের সঙ্গে এইখানে, রাত নেমে না আসা পর্যন্ত, আমি গডোর জন্য অপেক্ষা করেছিলাম? যে, পোজো তার বাহককে নিয়ে, এই পথে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে? হয়ত। কিন্তু ওইসবের মধ্যে কতটুকু সত্য থাকবে? [এস্ট্রাগন জুতো খোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আবার তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে। ভ্লাডিমির তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে] ও কিছুই জানবে না। কীরকম পিটুনি খেয়েছে সেই কথা বলবে আমাকে, আর আমি তাকে গাজর দেব। [একটু থামে] কবরের উপরে, আর কঠিন জন্ম। গর্তের মধ্যে, ধীরেসুস্থে, গোরখোদক ছুরি ধরে। সময় আছে আমাদের বুড়ো হবার। সারা আকাশ আমাদের ক্রন্দনে পূর্ণ। [কান পেতে শোনে] কিন্তু সময় সবকিছুকে অসাড় করে দেয়। [আবার এস্ট্রাগনের দিকে তাকায়] আমার দিকেও একজন কেউ তাকাচ্ছে, আমার সম্পর্কেও একজন কেউ বলছে, ও ঘুমুচ্ছে, ও কিছুই জানে না, ঘুমাক ও। [একটু থামে] আর আমি পারি না!

নাটক ক্লাইম্যাক্সের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু এ ক্লাইম্যাক্স ভিন্নধর্মী, অগতানুগতিক। এস্ট্রাগন জুতো খোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভ্লাডিমির তাকে লক্ষ করে। আমরা প্রেক্ষাগৃহে বসে ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করি, এবং আর কেউ কোনো অদৃশ্য আসন থেকে আমাদের সবাইকে লক্ষ করছেন। হিউ কেনার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "Like music, Beckett's language is shaped into phrases, orchestrated, cunningly repeated."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিপুণ পুনরাবৃত্তির বহু দৃষ্টান্ত আছে নাটকটিতে। ভ্লাডিমির একটু আগে উদ্ধৃত তার স্বগতোক্তিতে পোজোর চিত্রকল্পই ব্যবহার করে "কবরের উপরে, আর কঠিন জন্ম।" তার এই স্বগতোক্তির শেষেই আবার বালকের আবির্ভাব ঘটে, জানা যায় যে গডো আজ বিকেলে আসবেন না, কিন্তু কাল আসবেন। এই তথ্যটিও অবশ্য ভ্লাডিমিরকে প্রশ্ন করে বার করতে হয়। বালকটি এক শব্দে ছাড়া বিস্তৃততর কোনো উত্তর দেয় না। মি. গডোর দাড়ি সাদা না কালো সে প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "আমার মনে হয় সাদা, স্যার।" শুধু একবার সে নিজে থেকে একটি প্রশ্ন করে— "মিস্টার গডোকে কী বলব স্যার?" উত্তর পায়:

ভ্লাডিমির তাঁকে বোলো...[ইতস্তত করে] তাঁকে বোলো যে তুমি আমার সাক্ষাৎ পেয়েছ আর... [ইতস্তত করে] ... আর তুমি আমার সাক্ষাৎ পেয়েছ। [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। ভ্লাডিমির দাঁড়ায়, বালকটি দাঁড়ায়। হঠাৎ ভীষণ তীব্র কণ্ঠে।] তুমি ঠিক জানো যে তুমি আমাকে দেখেছ, কাল আবার এসে বলবে না যে তুমি আমাকে কোনো দিন দেখনি!

এরপর আবার নাটকটিতে একটি অর্ধ-কমিক, প্রায় গ্রোটেস্ক সুর নিয়ে আসেন নাট্যকার। কমিক সুর অবশ্য প্রায়ই আছে, গোড়া থেকেই। আর তাও একটা ট্রাডিশন অনুসরণ করে, সার্কাসের ক্লাউনের, লরেল হার্ডি কিংবা চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়ের স্মারক যা। যেমন, বুট জুতো নিয়ে টানাটানি, মাথার টুপি খুলে তার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখা এবং নাটকের শেষ কয়েক মিনিটের এই দৃশ্যে কোমর থেকে প্যান্ট হড়হড় করে পড়ে যাওয়া। এবং দৃশ্যটি তীব্রতা অর্জন করে তার পটভূমি থেকে। দৃশ্যটি কৌতুককর, অথচ প্রয়াসটা কিন্তু আত্মহত্যার, যেখানে কৌতুকের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। তাদের আত্মহত্যার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দড়িটা ছিঁড়ে যায়। ওরা ঠিক করে, এস্ট্রাগন আর ভ্লাডিমির, কাল আসার সময় একটা ভালো দড়ি নিয়ে আসবে। এবং তখন গলায় ফাঁস দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লা ...যদি গডো না আসেন।

এ আর যদি আসেন?

ভ্লা তা হলে আমরা রক্ষা পাব।

গোটা নাটকের সুর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে কালও গডো আসবেন না। অনন্তকাল ধরে হয়ত গডোর প্রতীক্ষায় থাকবে তারা। এস্ট্রাগন তার প্যান্ট তোলে। যাবার জন্য প্রস্তুত হয় ওরা দুজন। নাটকের শেষ সংলাপ শুনি আমরা

ভ্লা কী? চলব এখন?

এ হ্যাঁ, চলো যাই।

[কেউ নড়ে না]

তারপর পর্দা পড়ে। বলছে চলো যাই, কিন্তু কেউ নড়ে না। এই 'কেউ নড়ে না'-র প্রতীকী তাৎপর্য অবশ্যই লক্ষণীয়।

Francis Doherty তাঁর Samuel Beckett গ্রন্থে (Hutchionson & Co. Ltd. London, 1971) *Waiting For Godot, Endgame, Krapp's Last Tape* প্রভৃতি নাটকের আলোচনায় একে Theatre of Suffering আখ্যা দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে এক স্তরে *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকের চরিত্রাবলি কমিক, কিন্তু তাদের হাসিঠাট্টা ও কৌতুকের প্রকৃতি বড় করুণ ও ভয়াবহ। তারা এখন বাস করছে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির বাইরে। তাদের একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান খাবার নিয়ে, জুতো নিয়ে, সময় কাটানো নিয়ে, একটি দিন পার হয়ে পরের দিনে গিয়ে পৌঁছানো নিয়ে, এবং প্রতীক্ষা করা নিয়ে, একটা কিছুর জন্য যা তাদের সমস্ত জীবনকে পাল্টে দেবে। আমরা অনেকেই মাঝে মাঝে বলি বটে যে সবকিছু অর্থহীন— "Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothig"– কিন্তু এই অর্থহীনতা যে কী ভয়ংকর তার যথার্থ উপলব্ধি আমাদের নেই, *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকের চরিত্র ডিডি গোগোরও নেই। তাই তারা প্রতীক্ষা করে থাকে, 'চলো যাই' বলেও নড়ে না কেউ। ডোহার্টির ভাষায়, "They are

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

unaccommodated men. Space and time find them, though space is empty, save for a mound and a tree; and time is no longer the measure of motion but an arbitrary imposition through which men crawl to a death they can never know"

সমগ্র নাটকটির মধ্যে একটা তর্কাতীত নির্দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করা কিন্তু ভুল হবে বলে আমার মনে হয়। জীবনের অনিশ্চয়তার মতোই লেখক যেন ইচ্ছা করেই অনেক জিনিসকে অস্পষ্ট ধূসর করে রেখেছেন। যেমন, এর খ্রিষ্টীয় আবহ ও মিথের কথা ধরা যাক। যিশুখ্রিষ্টের অস্তিত্ব নাটকের দু-এক জায়গায় পটভূমিতে রয়েছে— দুই তস্করের কাহিনী এবং ত্রাণ লাভ করা অথবা অভিশপ্ত হবার ইতিবৃত্তে তা ধৃত। যিশুখ্রিষ্টের জীবন ছিল পরোপকারের আত্মত্যাগের দুঃখভোগের কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেন অপরাধীরূপে, ক্রিমিনাল হিসেবে। আমাদের নাটকের প্রধান চরিত্র দুটির কাছে যিশুখ্রিষ্টের দুঃখভোগের একটা প্রচণ্ড আবেদন আছে, কিন্তু তার কষ্ট ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ

Vladimir : But where he was it was warm, it was dry!

Estragon Yes. And they crucified quick.

তা ছাড়া স্যালভেশন আর ড্যামনেশনের মধ্যেকার সীমারেখাও মনে হয় অতি সূক্ষ্ম, অনিশ্চিত এবং নিয়তিনির্ভর। দুই তস্করের কাহিনীকে যেভাবে নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আশাবাদ আরো জীর্ণ হয়ে পড়ে। যিশুখ্রিষ্টের জীবনের শেষ সময়ের কথা বলতে গিয়ে চারজন সংবাদদাতার মধ্যে মাত্র দুজন এই চোরদের কথা বলেন, তার মধ্যে আবার তাদের একজনের বক্তব্যই সবাই বিশ্বাস করে। ইঙ্গিতটা হচ্ছে এই যে সকল রকম প্রতিকূল সম্ভাবনা সত্ত্বেও মানুষ যেখানে একটুমাত্র আশার আলো দেখতে পায় সেখানেই ছুটে যায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে।

গড়োর প্রতীক্ষায় নাটকটির অর্থ নানাভাবে করা যেতে পারে। এর একাধিক মাত্রা ও স্তর আছে। এক স্তরে একে ঈশ্বরের মৃত্যুতে বর্তমান যুগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণা ও হতাশার রূপায়ণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের জন্য, বিশ্বের জন্য, ঈশ্বরের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু বেকেট নাটকটিকে অত সহজ রূপক আকারে পরিকল্পনা করেননি। Godot স্পষ্টতই God থেকে উৎসারিত, তার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু সম্পর্কের প্রকৃতিটা ধোঁয়াটে, কুয়াশাচ্ছন্ন। ধরে নিলাম যে ঈশ্বরের সত্যিই প্রয়োজন আছে, আমাদের জীবনের তাগিদেই, কিন্তু কেমন সেই ঈশ্বর? খবর পাই যে তিনি আছেন, যদিও আসি-আসি করেও আসেন না আমাদের সামনে। এস্ট্রাগন এবং ভ্লাডিমির মি. গডো সম্পর্কে যতটুকু খবর সংগ্রহ করে, তাতে বোঝা যায় যে তিনি বেশ ভারিক্কি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাদের কাছে সময় করে আসার পূর্বে তার নিজের কাজকর্ম সিজিল-মিছিল করতে হবে, তার ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে তাকে আলাপ করতে হবে ইত্যাদি। একটি ছোট্ট বালক এসে এসব খবরাখবর সরবরাহ করে, জানায় যে, মি. গডো আগামীকাল আসবেন। তিনি খবরটা দিতে বলেছেন এক মি. এলবার্টকে। কে এই মি. এলবার্ট? এটা কি ভ্লাডিমিরেরই নামের অংশ, না অন্য কারো নাম? বালকটির কাছ থেকে মি. গডোর মেজাজ ও চেহারা সম্পর্কেও কিছু জানা যায়। লম্বা, সাদা দাড়ি, রুক্ষ মেজাজ, মেষপালক ছোকরাকে ধরে পিটুনি দেন তিনি। চেহারাটা ওল্ড টেস্টামেন্টের জেহোভার মতো। কিন্তু বালকটি কি সত্যি কথা বলছে, না তার প্রশ্নকারী যা শুনতে চায় তাই বানিয়ে বলছে ওদের খুশি করার জন্য? সে যে একটু ভয় পেয়েছে এবং সব সময় সত্যি কথা বলে না তার পরিচয় আমরা নাটকের মধ্যেই পাই। তাই কোনো দৃঢ় ইতিবাচক সুস্পষ্ট পথনির্দেশ *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকে নেই। একসময় যে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বলে মনে হয় পরে তারই বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। বুর্জোয়া পোজোর কথা ধরা যাক। লাকিকে গলায় শেকল বেঁধে মালপত্রের বোঝা পিঠে চাপিয়ে সে প্রবেশ করে। মনে হয় আমরা এখানে বর্বরতা ও শোষণের ছবি দেখছি। আত্মসন্তুষ্ট, আয়েশি, বাক্যবাগীশ পোজো পাইপ টানে, গলায় স্প্রে ঢালে, সোনার ঘড়িতে সময় দেখে। লাকি নামটি ব্যঙ্গাত্মক। সে-ই একসময় শিক্ষক ছিল পোজোর। তার কাছ থেকেই পোজো সব শিখেছে, কিন্তু এখন তার মন ফাঁকা, সম্পূর্ণ শূন্য, সে জড়, অথর্ব, নিঃশেষিত। এই অবক্ষয়ের ছবি নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আরো দ্রুততার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থাপিত। পোজোর হাত থেকে সব যেন খসে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সে অন্ধ। প্রথম অঙ্কে বলেছিল যে লাকিকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে বিক্রি করার জন্য, কিন্তু এখন আর তার কোনো উল্লেখ নেই। লাকির গলার শেকলটাও ছোটো হয়েছে, তাকে আর আগের মতো চাবুকের আঘাতে পোজো তাড়িয়ে বেড়ায় না, বরং সে-ই পোজোকে পথ দেখিয়ে সামনে নিয়ে যায়। আগে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ছবি মনের মধ্যে গেঁথে উঠেছিল সেটাকে আর এখন ঠিক ধরে রাখতে পারি না আমরা। নিষ্ঠুর প্রভু আর নিপীড়িত দাসের পরিবর্তে একটা পারস্পরিক নির্ভরতার ছবি আমরা দেখি, যে নির্ভরতার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বা পটভূমি আবিষ্কারে আমরা ব্যর্থ হই। এটা কতকটা এস্ট্রাগন-ভ্লাডিমিরের সম্পর্কের মতোই। তাদের ক্ষেত্রে একজনের মুখ থেকে গন্ধ বেরোয়, আরেকজনের পা থেকে। একজন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও আবেগপ্রবণ, সঙ্গীর জন্য চিন্তাগ্রস্ত, তার প্রতি সহানুভূতিশীল, একটু পুরুষের ভাব তার মধ্যে। আরেকজন কবিত্ব করে, খুঁতখুঁত করে, হঠাৎ চটে যায়। একটু মেয়েলি ভাব তার মধ্যে। একটা দাম্পত্য সম্পর্কের প্যারোডির আভাস সুস্পষ্ট। কিন্তু কোনো মহৎ আবেগ নেই, কোনো সর্বগ্রাসী গাঢ় অনুভূতি নেই। মানুষ শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এরাই আজকের দিনের নায়ক। বেকেট যেন সেটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছেন। তারা শুধুই প্রতীক্ষারত, এক মি. গডোর জন্য, যিনি খবর পাঠান যে আসবেন কিন্তু আসেন না। নায়কদ্বয় বলে, 'চলো, যাই', কিন্তু যায় না।

স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* এবং *এন্ডগেম* প্রায় সবার পরিচিত, জনপ্রিয়তার দিক থেকে এ দুটি নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার, আধুনিক নাট্যাঙ্গনের যেকোনো অনুষ্ঠানসূচিতে এদের স্থান প্রায় সুনিশ্চিত। *গডোর প্রতীক্ষায়* প্রথম পরিবেশিত হয় প্যারিসের থিয়েটার ডি ব্যাবিলনে ১৯৫৩ সালের ৫ জানুয়ারি। নাটকটি প্রথমে বেকেট রচনা করেন ফরাসি ভাষায়, ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্যারিসে ১৯৫২ সালে। পরে তিনি তার ইংরেজি অনুবাদ করেন। ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় নিউইয়র্কে, ১৯৫৪ সালে। তারপর থেকে বহু জায়গায় ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে *গডোর প্রতীক্ষায়*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনীত হয়েছে, হয়ে চলেছে। অন্তত বাইশটি দেশে নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে, বিশটিরও বেশি ভাষায় নাটকটি অনূদিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পঞ্চাশের দশক থেকেই এই ব্যতিক্রমী নাট্যকার সারা বিশ্বে সাড়া জাগাতে আরম্ভ করেন, যদিও তিরিশের দশক থেকেই তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

রচনার সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে বেকেট অসাধারণ বা খুব উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বা ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও তাঁর পুঁজিকে তেমন বড় বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ উপলব্ধি এবং চেতনাকে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এক স্বল্প-চেনা শৈল্পিক ভঙ্গিতে পাঠক-দর্শক চিত্তে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে প্রায় দু-দশক ধরে তিনি বিশ্ব নবনাট্য অঙ্গনের অবিসংবাদিত প্রথম পুরুষ বলে প্রমাণিত হয়ে আসছেন, ১৯৬৯ সালে পুরস্কৃত হয়েছেন সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দ্বারা।

স্যামুয়েল বেকেটের জন্ম ১৯০৬ সালে, ডাবলিনের কাছে ফক্সরক নামক একটি স্থানে। জাতিগত দিক থেকে তিনি আইরিশ, ভাষাগত দিক থেকে দ্বিভাষিক। ১৯২৮ সালে প্যারিসে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন কিছুকাল। তখন আলাপ হয় জেমস জয়েসের সঙ্গে, আরেকজন দেশত্যাগী আইরিশ, আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম দিকপাল। বেকেটের সাহিত্যকর্মে ও চিন্তাধারায় জয়েস এবং প্রুস্টের প্রভাব রয়েছে, এবং তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ১৯৩৭ সালে বেকেট স্থায়ীভাবে প্যারিসে বসবাস করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে তাঁর একাধিক গল্প এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, লন্ডন এবং প্যারিস উভয় শহর থেকে। ১৯৫৩ সালে *ওয়েটিং ফর গডো* পরিবেশিত হবার পূর্ববর্তীকালের বেকেটের রচনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল *মার্ফি* (উপন্যাস ১৯৩৮), *ওয়াট* (উপন্যাস, শুরু করেন ১৯৪২ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, প্যারিস থেকে অনধিকৃত ফ্রান্সের এক জায়গায় পালিয়ে গিয়ে), *মলয়* (উপন্যাস, রচনা করেন ১৯৮৭-এ, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায় ১৯৫১ সালে এবং ইংরেজিতে ১৯৫৫ সালে), *ম্যালোনি মারা যাচ্ছে* (উপন্যাস, রচনা করেন ১৯৪৭-৪৮এ, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৯৫১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে এবং *নাম করা যায় না* (উপন্যাস, রচনাকাল ১৯৪৯-৫০)। এইসব গ্রন্থের অনেকগুলিই বেকেট কর্তৃক দু-ভাষায় রচিত। কোনোটি আগে ইংরেজিতে লিখেছেন, পরে নিজেই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে প্রথম রচনা করেছেন ফরাসি ভাষায়, পরে নিজেই ইংরেজিতে তার অনুবাদ করেছেন। যেমন *মার্ফি*র মূল রচনা ইংরেজিতে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি বেকেট ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি প্রধানত ফরাসি ভাষায় মূল রচনাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। *গডোর প্রতীক্ষায়* বেকেটকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়, যদিও এই নাটকটিতে যা আমরা পাই তার নির্ভুল ইঙ্গিত বেকেটের পূর্ববর্তী প্রায় সব কটি গ্রন্থে উপস্থিত। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ এই তিন বছর বেকেট কোনো উপন্যাস রচনা করেননি, কিন্তু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হচ্ছে *এন্ডগেম*। তা ছাড়াও রয়েছে *All that fall, Krapp's Last Tape* এবং *Embers*. এরপর ১৯৬০ সালে আবার তিনি একটি উপন্যাস রচনা করেন, তার নাম *How It Is*. ভাষা এবং আঙ্গিক নিয়ে বেকেট গোড়া থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর বিষয়বস্তু এবং জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সহধর্মিতা রক্ষা করে তিনি সর্বদা তাঁর রচনাশৈলীকে গড়তে প্রয়াসী হয়েছেন। *The unnamable* কিংবা *নাম করা যায় নাতে* তিনি প্যারাগ্রাফ বর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে, পূর্ণ যতিচিহ্নও প্রায় বাদ দিয়েছিলেন। এবার *How It Is*-এ প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ রাখলেন, কিন্তু নির্মমভাবে বর্জন করলেন সর্বপ্রকার যতিচিহ্ন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত মন্তব্য করার অবকাশ এখানে নেই। আপাতত আবার তাঁর নাটকের আলোচনায় ফিরে যাই। ষাট ও সত্তরের দশকেও বেকেট বিশ্ববাসীকে বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ নাটক উপহার দিয়েছেন মঞ্চের জন্য, রেডিওর জন্য, টেলিভিশনের জন্য, চলচ্চিত্রের জন্য। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় *Happy days, Gascando, Play, Film, Eh Joe* এবং *Not I*-র।

বেকেটের নাটক কীরকম ব্যাপক আন্তর্জাতিক দর্শক-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত এই ভূমিকার পূর্ববর্তী একটি অংশে দেয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত তথ্যাবলি এ বিষয়ে আরো আলোকপাত করবে। যেমন *এন্ডগেম* প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৫৭ সালে লন্ডনের রয়াল কোর্ট থিয়েটারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসি ভাষায়। *হ্যাপি ডেজ* নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় নিউইয়র্কের চেরি লেন থিয়েটারে, ১৯৬১ সালে। আর *প্লে*-র প্রথম প্রদর্শনী জার্মান ভাষায়, পশ্চিম জার্মানির উলমে, ১৯৬৩ সালে। বাস্টার কিটন অভিনীত *ফিল্ম* চলচ্চিত্রায়িত হয় ১৯৬৪ সালে, এবং পরের বছরই পুরস্কৃত হয় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯৬২ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত *Cascando*-র ইংরেজি রূপান্তর বিবিসি থেকে প্রচারিত হয় ১৯৬৪ সালে। এই জাতীয় পরিসংখ্যান আরো দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। বেকেটের সাহিত্যকর্মের মূল সূত্র, সাধারণভাবে বিবেচনা করলে, নৈরাশ্যমণ্ডিত। জীবনের ধূসরতা, বিবর্ণতা, নিরানন্দ গতানুগতিকতা, অর্থহীন পৌনঃপুনিকতা, দুঃসহ ভার এবং জটিল দুর্বোধ্যতা তার মৌল উপজীব্য। কিন্তু তবু কেন এই সাহিত্যকর্মের এ রকম বিপুল জনপ্রিয়তা? এর সহজ উত্তর দেয়া কঠিন। *গডোর প্রতীক্ষায়* নাটকের কথা ধরা যাক। এর গঠনকৌশল, কাঠামোগত ভারসাম্য, ভিন্নধর্মী কবিত্বময় সংলাপ, এক কথায় এর আঙ্গিকগত দিকের একটা তৃপ্তিদায়ক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের জীবনের ক্লান্তিকর ব্যর্থ প্রতীক্ষা, নিরানন্দ গতানুগতিক পৌনঃপুনিক উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ হতাশা এবং বিভ্রান্তি সত্ত্বেও এর মধ্যে এক ধরনের বীরত্বের আভাসও আছে। নিরানন্দ দুর্বহ জীবনের ভার কেমন করে বহন করব আমরা, কীভাবে পাড়ি দেব এই দীর্ঘ পথ যেখানে শুধু নিরন্তর একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে? উত্তরটা খুব কঠিন বা বীরোচিত বা মহৎ নয়, খুব অনুপ্রেরণাদায়কও নয়। আমরা এই ভার বহন করব, এই পথ পাড়ি দেব অভ্যাসের জোরে, ক্লান্তি এবং যন্ত্রণা সত্ত্বেও চালিয়ে যাব জীবন, কথা বলব, নানা ক্রীড়ার উদ্ভাবন করব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের মতো, কান দেব না নৈঃশব্দের হা হা রবে, মেনে নেব এই জীবনকে যা উদ্ভট, অসম্ভব, মৃদুতম আশার রশ্মিবর্জিত। "আমরা সেন্ট নই, কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখেছি। ক-জন মানুষ এই গর্বটুকুইবা করতে পারে?"

বেকেট নিজের বা সাধারণভাবে শিল্পকর্মের প্রকৃতি ও চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো রকম উক্তি করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন। এদিক থেকে তিনি আয়োনেস্কোর বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। তবে তাঁর বিরল উক্তিসমূহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে একটি বিশেষ অর্থবহ ও তাৎপর্যময়। আধুনিক চিত্রশিল্পীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নতুন এক আর্টফর্মের কথা বলেছেন যার প্রতি তাঁর পক্ষপাত রয়েছে :

The expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express. (Quoted by arnold P. Hinchliffe in The Absurd, London, Methuen & Co Ltd. 1969. P. 67) প্রকাশ করার এই যে অবলিগেশন তাই জীবনের অর্থহীনতাকেও এক ধরনের অর্থময়তা দান করে। বেকেট তাঁর নাটকে নিহিলিজমকে তুলে ধরেন না, বরং মানুষ যে নিহিলিস্ট হতে অপারগ সেই সত্যকে রূপায়ন করেছেন। তা ছাড়া শুধু অর্থ অনুসন্ধান নয়, তার নাটকের টোন বা সুরটিও উপলব্ধি করা চাই। সকল ব্যর্থতা বেদনা সত্ত্বেও বেকেটের ক্লাউনদের সঙ্গে আমরা এক ধরনের একাত্মতা অনুভব করি। এই উষ্ণ অনুভূতি অনেকের জন্য জীবনের অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে একটা ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়।

কবীর চৌধুরী

১লা বৈশাখ, ১৩৮৮
ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

এস্ট্রাগন
ভ্লাডিমির
লাকি
পোজো
একটি বালক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

মেঠো পথ, একটা বটগাছ
বিকেলবেলা

[নিচু ঢিবির উপর বসে এস্ট্রাগন তার বুট জুতো খুলতে চেষ্টা করছে। দু-হাত দিয়ে টানে। হাঁপায়। ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার প্রচেষ্টা চালায়। এর পুনরাবৃত্তি। ভ্লাডিমিরের প্রবেশ।]

এস্ট্রাগন : [আবার হাল ছেড়ে দিয়ে] নাঃ, কিচ্ছু করা যাবে না।

ভ্লাডিমির [দু-পা ফাঁক করে ছোটো কাঠ-কাঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আসে] আমিও সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে শুরু করেছি। সারা জীবন আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। বলেছি, ভ্লাডিমির, একটু বুঝে দেখো, তুমি এখনো সবকিছু চেষ্টা করে দেখোনি। আর, আবার আমি সংগ্রাম শুরু করেছি। [গম্ভীর মুখ, সংগ্রামের কথা ভাবে। তারপর এস্ট্রাগনের দিকে তাকিয়ে] তাহলে আবার ফিরে এলে!

এস্ট্রাগন : তাই?

ভ্লাডিমির : তুমি ফিরে এসেছ, আমি খুশি সেজন্য। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি একেবারেই চলে গেলে।

এস্ট্রাগন : আমিও।

ভ্লাডিমির অবশেষে আবার দুজন একসঙ্গে। ব্যাপারটা সেলিব্রেট করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? [একটু চিন্তা করে] উঠে দাঁড়াও, কোলাকুলি করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন [বিরক্তিভরে] এখন না, এখন না।

ভ্লাডিমির [আহত হয়েছে। ঠাণ্ডা গলায়] মহারাজ কোথায় রাত কাটিয়েছেন সে কথা জিজ্ঞেস করা যাবে কি?

এস্ট্রাগন : একটা খাদে।

ভ্লাডিমির [সপ্রশংস] খাদে! কোথায়?

এস্ট্রাগন [কোনো ভঙ্গি না করে] ওই দিকে।

ভ্লাডিমির : আর ওরা তোমাকে পিটুনি দেয়নি?

এস্ট্রাগন : পিটুনি? অবশ্যই ওরা আমাকে পিটুনি দিয়েছে।

ভ্লাডিমির সেই চিরকেলে পুরোনো দলই?

এস্ট্রাগন অ্যাঁ, তা আমি জানি না।

ভ্লাডিমির যখন ও কথা ভাবি আমি...এই এতগুলো বছর...শুধু আমার জন্যে...নইলে কোথায় থাকতে তুমি?... [দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে]

এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা হাড়গোড়ের পুঁটুলি ছাড়া তোমার আর কোনো অস্তিত্ব থাকত না, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এস্ট্রাগন তাতে কী হল?

ভ্লাডিমির [বিরস কণ্ঠে] একজন মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব [একটু চুপ করে থেকে। তারপর প্রফুল্ল চিত্তে] আবার অন্যদিকে, আমি বলি কি, এখন আশা ত্যাগ করার কী মানে হয়? লক্ষ কোটি বছর আগে, নব্বুই দশকে, সে কথা আমাদের ভাবা উচিত ছিল।

এস্ট্রাগন আঃ, তোমার বকুনি থামিয়ে আমাকে এই হতচ্ছাড়া জিনিসটা খুলতে একটু সাহায্য করো তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির আইফেল টাওয়ারের উপর থেকে হাত ধরাধরি করে, একেবারে পয়লা ক-জনার মধ্যে! হ্যাঁ, সেসব দিনে দেখার মতো ছিলাম আমরা। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন আমাদের উপরে উঠতেই দেবে না। [এস্ট্রাগন জুতো নিয়ে হ্যাঁচকা-হেঁচকি করতে থাকে] তুমি করছটা কী?

এস্ট্রাগন আমার বুট খুলছি। কেন, তোমার কখনো এ রকম হয়নি?

ভ্লাডিমির : বুট রোজ খুলতে হয়, তোমাকে এ কথা বলতে বলতে আমি হয়রান হয়ে গেছি। আমরা কথা শোন না কেন তুমি?

এস্ট্রাগন [করুণ কণ্ঠে] একটু সাহায্য করো!

ভ্লাডিমির ব্যথা করছে?

এস্ট্রাগন ব্যথা করছে? উনি জানতে চাইছেন ব্যথা করছে!

ভ্লাডিমির [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] তুমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ কষ্ট পায় না? তোমার অবস্থা আমার মতো হলে তুমি কী বলতে সেটা শুনতে সাধ হয় আমার।

এস্ট্রাগন ব্যথা করে?

ভ্লাডিমির ব্যথা করে! উনি জানতে চান ব্যথা করে!

এস্ট্রাগন [আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] যাই হোক, বোতামগুলো লাগাতে পারো তুমি।

ভ্লাডিমির [নিচু হয়ে] সেটা ঠিক। [প্যান্টের বোতাম লাগায়] জীবনের ছোটোখাটো জিনিসগুলো কখনো অবহেলা করতে নেই।

এস্ট্রাগন কীসের আশা করছ তুমি? সব সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করে থাকো।

ভ্লাডিমির [মনে মনে যেন ভাবছে] শেষ মুহূর্ত...[ভাবতে থাকে] আশা ক্রমাগত স্থগিত থাকতে থাকতে অসুস্থ রোগজীর্ণ করে ফেলে, কে যেন বলেছে না কথাটা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন তুমি আমাকে একটু সাহায্য করছ না কেন?

ভ্লাডিমির মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওটা আসছে শেষ পর্যন্ত। তখন সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। [মাথা থেকে টুপি নামায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার ভেতরটা দেখে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখে, ঝাড়ে, তারপর আবার মাথায় চাপায়] কীভাবে বলব? আশ্বস্ত হয়েছি, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে [শব্দ খুঁজে বেড়ায়]...প্রচণ্ড শঙ্কিতও। [খুব জোর দিয়ে] শ—ঙ্কিত। [টুপি খোলে আবার, ভেতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়] আশ্চর্য! [টুপির উপর দিকে চাপড় মারে, যেন ভেতরের কোনো আলগা বস্তু, ওখানে যার থাকার কথা নয়, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে। তার আবার ভেতরটা নিচু হয়ে খুঁটিয়ে দেখে, মাথায় দেয় আবার] কিচ্ছু করার নেই। [এস্ট্রাগন একটা প্রাণান্তকর প্রয়াসের পর জুতোটা খুলে ফেলতে সক্ষম হয়। জুতোর ভেতরটা দেখে, হাত দিয়ে ভেতরটা হাতড়ে দেখে, উল্টো করে ধরে, ঝাঁকায়, মাটিতে কিছু পড়ল কি না লক্ষ করে, ভেতরটা আবার হাত দিয়ে দেখে, সামনের দিকে অন্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকে] কী হল?

এস্ট্রাগন কিচ্ছু না।

ভ্লাডিমির দেখাও।

এস্ট্রাগন : দেখাবার কিচ্ছু নেই।

ভ্লাডিমির চেষ্টা করো। আবার পরে নাও ওটা।

এস্ট্রাগন : [নিজের পা পরীক্ষা করতে করতে] একটু হাওয়া লাগিয়ে নিই আগে।

ভ্লাডিমির নিজের পায়ের দোষ জুতোর ঘাড়ে চাপাচ্ছ, তোমার সবকিছুজুড়েই মানুষের মতো ব্যাপার। [আবার নিজের টুপি খুলে ভেতরটা দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, হাত দিয়ে ভেতরটা হাতড়ে হাতড়ে দেখে, উপরের দিকে চাপড় দেয়, ফুঁ দিয়ে ফোলায়, আবার মাথায় চড়ায়] ভীষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। [নিস্তব্ধতা। ভ্লাডিমির গভীর চিন্তামগ্ন, এস্ট্রাগন পায়ের বুড়ো আঙুল টানছে] একটা চোর রক্ষা পেয়েছিল। [একটু থেমে থাকে] যুক্তিসঙ্গত, শতকরার হিসেবে। [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ] গোগো।

এস্ট্রাগন কী?

ভ্লাডিমির আমরা যদি অনুতাপ করি?

এস্ট্রাগন : কীসের জন্য অনুতাপ?

ভ্লাডিমির ও... [চিন্তা করে] বিশদ বর্ণনায় যেতে হবে না আমাদের।

এস্ট্রাগন আমরা যে জন্মগ্রহণ করেছি সেই জন্য?

[হঠাৎ ভ্লাডিমির উল্লসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে তা গিলে ফেলে, নিজের গোপন অঙ্গ চেপে ধরে, মুখচোখ কুঁচকে যায়]

ভ্লাডিমির : আর জোরে হাসতে পর্যন্ত কারু সাহস হয় না।

এস্ট্রাগন সাংঘাতিক কৃচ্ছ্রসাধনা।

ভ্লাডিমির শুধু মুচকি হাসো। [হঠাৎ সে নিঃশব্দ আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে ওঠে, হাসতে থাকে, তারপর ওই রকম হঠাৎ করেই থেমে যায়] নাঃ, দুটো এক জিনিস নয়। কিচ্ছু করার নেই। [একটু চুপ করে থাকে] গোগো।

এস্ট্রাগন : [বিরক্ত কণ্ঠে] কী হল?

ভ্লাডিমির তুমি কখনো বাইবেল পড়েছ?

এস্ট্রাগন বাইবেল?... [চিন্তা করে] উল্টে-পাল্টে দেখেছি নিশ্চয়ই।

ভ্লাডিমির : গসপেলের কথা মনে আছে তোমার?

এস্ট্রাগন পুণ্যভূমির মানচিত্রের কথা আমার মনে আছে। রঙিন মানচিত্র ছিল ওগুলো। ভারি সুন্দর। ডেড সি ছিল হাল্কা নীল। চেহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেই আমার তেষ্টা পেয়ে যেত। আমার মনে আছে, আমি বলতাম ওইখানে যাব আমরা, আমাদের মধুচন্দ্রিমার জন্য আমরা ওইখানে যাব। সাঁতার কাটব। সুখী হব।

ভ্লাডিমির তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল।

এস্ট্রাগন ছিলাম। [নিজের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের প্রতি ইঙ্গিত করে] সুস্পষ্ট না ব্যাপারটা?

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির কী বলছিলাম... তোমার পা কেমন আছে?

এস্ট্রাগন ফুলে উঠেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ভ্লাডিমির ওহ হ্যাঁ, চোর দুটো। গল্পটা মনে আছে তোমার?

এস্ট্রাগন না।

ভ্লাডিমির বলব?

এস্ট্রাগন না।

ভ্লাডিমির সময়টা কেটে যেত। [একটু চুপ করে থাকে] দুজন চোর, আমাদের ত্রাণকর্তার সঙ্গে ওই একই সময়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়। একজন—

এস্ট্রাগন আমাদের কী?

ভ্লাডিমির আমাদের ত্রাণকর্তার। দুজন চোর। একজনের ত্রাণলাভ করার কথা, অন্যজনের— [ত্রাণলাভের বিপরীত শব্দটি খোঁজে]— অভিশপ্ত হবার।

এস্ট্রাগন কীসের থেকে ত্রাণ পাবার কথা?

ভ্লাডিমির নরক।

এস্ট্রাগন : আমি যাই।

[নড়ে না]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : তবু... [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ] কেন—আশা করি তোমাকে বোর করছি না আমি—তবু কেন চারজন ইভানজেলিস্টের মধ্যে মাত্র একজন একটি চোরের ত্রাণ পাবার কথা উল্লেখ করছেন? ওরা চারজনই ওখানে ছিলেন, অন্তত কাছেপিঠেই ছিলেন— আর মাত্র একজন একটি চোরের ত্রাণ পাবার কথা বলছেন। [চুপ করে থাকে] এই গোগো, আসো, বলটা ফেরত পাঠাতে পারো না, অন্তত এক-আধবার?

এস্ট্রাগন : [উৎসাহের আতিশয্য দেখিয়ে] সত্যি, ব্যাপারটা সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।

ভ্লাডিমির : চারজনের মধ্যে একজন। বাকি তিনজনের মধ্যে দুজন চোরের কোনো উল্লেখই করেন না, আর তৃতীয়জন বলেন যে ওরা উভয়েই তাঁকে গালাগাল করেছে।

এস্ট্রাগন : কাকে?

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন : কী বলছ এসব? কাকে গালাগাল করেছে?

ভ্লাডিমির ত্রাণকর্তাকে।

এস্ট্রাগন : কেন?

ভ্লাডিমির : কারণ, তিনি ওদের রক্ষা করেননি।

এস্ট্রাগন : নরক থেকে?

ভ্লাডিমির বন্ধু! মরণের হাত থেকে।

এস্ট্রাগন : আমার মনে হয় তুমি নরকের কথা বলেছিলে।

ভ্লাডিমির : মরণের হাত থেকে, মরণের হাত থেকে।

এস্ট্রাগন : তাতে হলটা কী?

ভ্লাডিমির : তাহলে ও দুজন নিশ্চয়ই পতিত, অভিশপ্ত হল।

এস্ট্রাগন : কেন হবে না বল?

ভ্লাডিমির কিন্তু চারজনের এক জন বলছেন যে ওদের দুজনের একজন ত্রাণ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : বাঃ, ওরা সবাই একমত নয় এ ব্যাপারে, ব্যস, এই তো বিষয়টা।

ভ্লাডিমির : কিন্তু ওরা চারজনই তো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর মাত্র একজন একটি চোরের ত্রাণলাভ করার কথা বলছেন। অন্যদেরকে বিশ্বাস না করে তাঁকেই বিশ্বাস করা কেন?

এস্ট্রাগন : কে তাঁকে বিশ্বাস করছে?

ভ্লাডিমির : সব্বাই। ওরা এই কাহিনীটাই শুধু জানে।

এস্ট্রাগন : মানুষ নির্বোধ হারামজাদা বানর। [অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়, খোঁড়াতে খোঁড়াতে একদম বাঁ-দিকে চলে যায়, থামে, হাত দিয়ে দু-চোখে আড়াল করে সুদূরে তাকিয়ে থাকে, ঘুরে দাঁড়ায়, একদম ডান পাশে চলে যায়, দূরে স্থির চোখে তাকায়। ভ্লাডিমির তাকিয়ে ওকে দেখে, তারপর এগিয়ে গিয়ে ওর বুটটা হাতে তুলে নেয়, ভেতরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে তাকায়, ত্রস্ত ভঙ্গিতে হাত থেকে ফেলে দেয়]

ভ্লাডিমির অ্যাহ্! [থুক করে থু থু ফেলে। এস্ট্রাগন মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দর্শকমণ্ডলীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়]

এস্ট্রাগন চমৎকার জায়গা। [ঘুরে দাঁড়ায়, সামনে এগিয়ে আসে, দর্শকমণ্ডলীর দিকে মুখ করে থামে] উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। [ভ্লাডিমিরের দিকে ফিরে দাঁড়ায়] চলো, যাওয়া যাক।

ভ্লাডিমির সম্ভব নয়।

এস্ট্রাগন : কেন নয়?

ভ্লাডিমির : আমরা গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।

এস্ট্রাগন : [হতাশ ভঙ্গিতে] ওহ্! [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ] তুমি সুনিশ্চিত যে এইখানেই?

ভ্লাডিমির কী?

এস্ট্রাগন যে এইখানেই আমাদের অপেক্ষা করার কথা?

ভ্লাডিমির : বলেছিলেন গাছটার কাছে। [তারা গাছটির দিকে তাকায়]

আর কোনো গাছ দেখতে পাচ্ছ তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন কী গাছ এটা?

ভ্লাডিমির : জানি না। উইলো।

এস্ট্রাগন : পাতা কোথায়?

ভ্লাডিমির : নিশ্চয়ই মরা গাছ।

এস্ট্রাগন : আর কান্না নয়।

ভ্লাডিমির : কিংবা এখন মরশুম না।

এস্ট্রাগন : আমার কাছে তো বরং একটা ঝোপের মতো মনে হচ্ছে।

ভ্লাডিমির : লতাগুল্ম।

এস্ট্রাগন : ঝোপ।

ভ্লাডিমির : ল—। কী বলতে চাও তুমি? আমরা ভুল জায়গায় এসেছি?

এস্ট্রাগন : ওর এখানে থাকা উচিত ছিল।

ভ্লাডিমির : উনি তো নিশ্চিত বলেননি যে আসবেনই।

এস্ট্রাগন : যদি না আসেন?

ভ্লাডিমির : তাহলে আমরা আবার কাল আসব।

এস্ট্রাগন : এবং তারপর পরশু।

ভ্লাডিমির : সম্ভবত।

এস্ট্রাগন : এবং অতঃপর তাই চলতে থাকবে।

ভ্লাডিমির : কথাটা হচ্ছে—

এস্ট্রাগন : যতক্ষণ তিনি না আসেন।

ভ্লাডিমির : তুমি নিষ্ঠুর।

এস্ট্রাগন : গতকাল আমরা এখানে এসেছিলাম।

ভ্লাডিমির : উঁহু, এইখানে তুমি ভুল করলে।

এস্ট্রাগন : কাল কী করেছি আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : কাল কী করেছি আমরা?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ।

ভ্লাডিমির : কোনো– [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] তুমি সঙ্গে থাকলে কোনো কিছুই আর স্থির নিশ্চিত থাকে না।

এস্ট্রাগন : আমার ধারণায় আমরা এখানেই ছিলাম।

ভ্লাডিমির : [চারদিকে চোখ বুলিয়ে] তুমি জায়গাটা চিনতে পারছ?

এস্ট্রাগন : সে কথা বলিনি।

ভ্লাডিমির : তাহলে?

এস্ট্রাগন : তাতে কিছু যায় আসে না।

ভ্লাডিমির : তবু...ওই গাছটা...[প্রেক্ষাগৃহের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে]...ওই জলা...

এস্ট্রাগন : তুমি ঠিক জানো যে আজ বিকেলেই ছিল?

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন : আমাদের অপেক্ষা করার কথা?

ভ্লাডিমির : বলেছিলেন শনিবার। [একটু চুপ করে থাকে] তাই তো মনে হচ্ছে আমার।

এস্ট্রাগন : মনে হচ্ছে!

ভ্লাডিমির : নিশ্চয়ই কোথাও টুকে রেখেছিলাম আমি।
[অগোছালভাবে পকেট হাতড়ায়, সেখানে হাজারো জঞ্জাল ঠাসা]

এস্ট্রাগন : [অত্যন্ত কুটিল ভঙ্গিতে] কিন্তু কোন শনিবার? আর শনিবারের কথাই কি বলেছিলেন? নাকি রবিবার? [চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ] কিম্বা সোমবার? [নীরবতা] কিম্বা শুক্রবার?

ভ্লাডিমির : [পাগলের মতো চারদিকে তাকায়, যেন দৃশ্যপটে কোথাও তারিখটা আঁকা আছে] তা সম্ভব নয়!

এস্ট্রাগন : কিম্বা বৃহস্পতিবার?

ভ্লাডিমির : কী করব আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : যদি কাল এসে থাকেন উনি, আর আমাদের এখানে না পেয়ে থাকেন, তবে ঠিক জেনো আজ আর উনি আসছেন না।

ভ্লাডিমির : কিন্তু তুমি যে বললে আমরা কালও এখানে এসেছিলাম?

এস্ট্রাগন : আমার ভুল হতে পারে। [চুপ করে থাকে] একটু চুপ করে থাকি আমরা, কেমন? কিছু মনে কোরো না।

ভ্লাডিমির : [দুর্বল গলায়] ঠিক আছে।

[এস্ট্রাগন টিবির উপর বসে পড়ে। ভ্লাডিমির উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে থাকে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দূরে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে দেখে। এস্ট্রাগন ঘুমিয়ে পড়ে। ভ্লাডিমির এস্ট্রাগনের সামনে এসে দাঁড়ায়]

গো!... গো!... গো!

[এস্ট্রাগন চমকে জেগে ওঠে]

এস্ট্রাগন : [পরিস্থিতির ভয়াবহতায় প্রত্যাবর্তন করে] ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি! [হতাশ সুরে] কেন তুমি আমাকে কখনো ঘুমুতে দাও না?

ভ্লাডিমির : আমার বড় একা একা লাগছিল।

এস্ট্রাগন : একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।

ভ্লাডিমির : বলো না আমাকে!

এস্ট্রাগন : দেখলাম যে—

ভ্লাডিমির : ব—লো না!

এস্ট্রাগন : [বিশ্বচরাচরের প্রতি ইঙ্গিত করে] এইটেই তোমার জন্যে যথেষ্ট? [নীরবতা] উঁহু, এ কাজটা তোমার ভালো হয়নি, ডিডি। তোমাকে না বললে আমার একান্ত ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্নের কাহিনী আমি আর কাকে শোনাব?

ভ্লাডিমির : একান্ত ব্যক্তিগতই থাকুক সেসব। তুমি জান আমি সহ্য করতে পারি না।

এস্ট্রাগন : [নীরস কণ্ঠে] মাঝে মাঝে আমি ভাবি আমাদের বোধহয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : বেশি দূর তুমি যাবে না।

এস্ট্রাগন : সে খুব খারাপ হবে, খুব খারাপ। [একটু চুপ করে থাকে] তাই না, ডিডি? সত্যিই খুব খারাপ হবে না? [নীরবতা] যখন তুমি পথের সৌন্দর্যের কথা ভাব। [নীরবতা] আর পথচারীদের সহৃদয়তার কথা। [থামে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে] তাই না, ডিডি?

ভ্লাডিমির : শান্ত হও। কা—ম ইউরসেলফ।

এস্ট্রাগন : [চরম উপভোগ করার ভঙ্গিতে] শান্ত হও...শান্ত হও। ইংরেজরা বলে ক্য—ম। [একটু চুপ করে থাকে] পতিতালয়ের সেই ইংরেজের গল্পটা তুমি জানো?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ।

এস্ট্রাগন : বলো আমাকে।

ভ্লাডিমির : আঃ থামো তো।

এস্ট্রাগন : এক ইংরেজ একটু মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের পর পতিতালয়ে গেছে। দালাল তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কী রকম চায়, সোনালি চুল, কালো চুল, না লাল চুল। বলো এরপর থেকে।

ভ্লাডিমির : চুপ করো।

[ভ্লাডিমিরের দ্রুত প্রস্থান। এস্ট্রাগন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করে। একেবারে মঞ্চের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

কোনো দর্শক যেভাবে মুষ্টিযোদ্ধাকে উৎসাহ দেয় এস্ট্রাগন সেই রকম অঙ্গভঙ্গি করে। ভ্লাডিমিরের প্রবেশ। এস্ট্রাগনের গা ঘেঁষে চলে যায়, মাথা নিচু করে মঞ্চ পার হয়। এস্ট্রাগন তার দিকে একটি পদক্ষেপ নেয়, থামে]

এস্ট্রাগন : [কোমল কণ্ঠে] আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে? [নীরবতা] কিছু একটা বলার ছিল তোমার? [নীরবতা। আরেক পা এগিয়ে যায়।] ডিডি—

ভ্লাডিমির : [মুখ না ফিরিয়ে] তোমাকে আমার কিছু বলার নেই।

এস্ট্রাগন : [এগিয়ে আসে] রাগ করছ? [নীরবতা। আরো এগিয়ে আসে] মাফ করো আমাকে। [নীরবতা] আরো এগিয়ে আসে। [এস্ট্রাগন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমিরের কাঁধে হাত রাখে। ডিডি। [নীরবতা] হাত বাড়াও। [ভ্লাডিমির একটু ঘুরে দাঁড়ায়] আলিঙ্গন করো আমাকে! [ভ্লাডিমিরের শরীর কঠিন হয়ে ওঠে] গোয়ার্তুমি কোরো না! [ভ্লাডিমির নরম হয়। কোলাকুলি করে ওরা দুজন। এস্ট্রাগন ছিটকে সরে আসে] ইস্, কী রশুনের গন্ধ তোমার গায়ে!

ভ্লাডিমির কিডনির জন্য খেতে হয়। [নীরবতা। এস্ট্রাগন খুব মন দিয়ে গাছটা দেখে] এবার কী করব আমরা?

এস্ট্রাগন : অপেক্ষা করব।

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকার সময়টুকুতে।

এস্ট্রাগন : গলায় ফাঁস দিলে কেমন হয়?

ভ্লাডিমির : হুম। তাহলে 'ইরেকশান' হবে।

এস্ট্রাগন : [ভয়ানক উত্তেজিত] 'ইরেকশান'!

ভ্লাডিমির : এবং তার পরবর্তী পর্যায়। যেখানে পড়ে সেখানে ম্যানড্রেকের চারা গজায়। সেই জন্যেই ওগুলো তুলতে গেলে ও রকম চেঁচায়। জানতে না তুমি?

এস্ট্রাগন : এসো, এক্ষুনি ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ি।

ভ্লাডিমির : গাছের ডাল থেকে? [ওরা দুজন গাছটার দিকে এগিয়ে যায়] এটার উপর ভরসা করতে পারছি না আমি।

এস্ট্রাগন : চেষ্টা তো করে দেখতে পারি।

ভ্লাডিমির : ঠিক আছে, দেখো।

এস্ট্রাগন : আগে তুমি।

ভ্লাডিমির : না, না, আগে তুমি।

এস্ট্রাগন : আমি কেন?

ভ্লাডিমির : তুমি আমার চাইতে হাল্কা।

এস্ট্রাগন : এই জন্যেই শুধু!

ভ্লাডিমির : বুঝতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : একটু বুদ্ধি খরচ করো না কেন?

[illegible]-র বুদ্ধি খরচ করো।

ভ্লাডিমির [অবশেষে] যে তিমিরে সেই তিমিরে।

এস্ট্রাগন : ব্যাপারটা এই রকম। [ভাবে] ডালটা...ডালটা...[রেগে উঠে] একটু মাথা খাটাও, বুঝলে?

ভ্লাডিমির : তুমিই আমার একমাত্র আশা।

এস্ট্রাগন : [অনেক কষ্টে] গোগো হাল্কা– ডাল ভাঙবে না– গোগো শেষ। ডিডি ভারি– ডাল ভেঙে পড়বে– ডি ডি একা নিঃসঙ্গ। অথচ–

ভ্লাডিমির : এটা তো ভেবে দেখিনি।

এস্ট্রাগন : ওটা তোমার ভার সইলে সব ভার সইবে।

ভ্লাডিমির : কিন্তু আমার ওজন কি তোমার চাইতে বেশি?

এস্ট্রাগন : তাই তো তুমি বলে থাকো। আমি জানি না। তবে সমান সমান সম্ভাবনা আছে। কিম্বা প্রায়।

ভ্লাডিমির তাহলে? কী করব আমরা?

এস্ট্রাগন : কিছুই করে কাজ নেই। সেটাই অধিকতর নিরাপদ।

ভ্লাডিমির আমরা বরং অপেক্ষা করি। দেখি উনি কী বলেন?

এস্ট্রাগন কে?

ভ্লাডিমির গডো।

এস্ট্রাগন : উত্তম প্রস্তাব।

ভ্লাডিমির আমাদের অবস্থা কী সেটা সঠিক না জানা পর্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক।

এস্ট্রাগন : পক্ষান্তরে, লোহা জুড়িয়ে যাবার আগে হাতুড়ি পেটালেই বোধহয় ভালো হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির উনি কী দিতে চান সেটা শুনতে আমার বড় কৌতূহল। তারপর হয় আমরা গ্রহণ করব, নয়ত প্রত্যাখ্যান করব।

এস্ট্রাগন তাঁকে ঠিক কী জন্য আমরা ডেকেছি বলো তো?

ভ্লাডিমির : তুমি সেখানে ছিলে না?

এস্ট্রাগন শুনিনি কিছু নিশ্চয়ই।

ভ্লাডিমির ওহ্... তেমন সুনির্দিষ্ট কিছু নয়।

এস্ট্রাগন : এক ধরনের প্রার্থনা।

ভ্লাডিমির : ঠিক।

এস্ট্রাগন : একটা অস্পষ্ট অনুনয়।

ভ্লাডিমির যথার্থ।

এস্ট্রাগন এবং উত্তরে কী বললেন তিনি?

ভ্লাডিমির তিনি দেখবেন।

এস্ট্রাগন কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

ভ্লাডিমির তাঁকে ভেবে দেখতে হবে।

এস্ট্রাগন : নিজের বাড়ির প্রশান্ত পরিবেশে।

ভ্লাডিমির তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

এস্ট্রাগন বন্ধুদের সঙ্গে।

ভ্লাডিমির এজেন্টদের সঙ্গে।

এস্ট্রাগন পত্রালাপীদের সঙ্গে

ভ্লাডিমির তাঁকে তাঁর হিসাবপত্তর দেখতে হবে।

এস্ট্রাগন : ব্যাংক অ্যাকাউন্টও।

ভ্লাডিমির : সিদ্ধান্ত নেবার আগে।

এস্ট্রাগন এটা তো স্বাভাবিক নিয়ম।

ভ্লাডিমির তাই, না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমার তো তাই মনে হয়।

ভ্লাডিমির : আমারও।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : [চিন্তিত] আর আমরা?

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন : বললাম, আমরা?

ভ্লাডিমির : বুঝতে পারছি না।

এস্ট্রাগন : আমরা কোথায় যাব?

ভ্লাডিমির : যাব?

এস্ট্রাগন : ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে বলো।

ভ্লাডিমির যাব? হামাগুড়ি দিতে দিতে।

এস্ট্রাগন : অবস্থা অত শোচনীয়?

ভ্লাডিমির : হুজুর তাঁর স্বাধিকার প্রয়োগ করতে চান?

এস্ট্রাগন : আমাদের আর কোনো অধিকার নেই?

[ভ্লাডিমিরের উচ্চহাস্য, আগের মতোই চেপে ফেলা, মুচকি হাসিটুকু ছাড়া]

ভ্লাডিমির : বারণ না থাকলে তুমি আমাকে হো হো করে হাসিয়ে ফেলতে।

এস্ট্রাগন : সে অধিকার আমরা হারিয়েছি?

ভ্লাডিমির : [সুস্পষ্ট উচ্চারণে] আমরা তা বর্জন করেছি।

[নীরবতা। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শিথিলভাবে দু হাত ঝুলছে, মাথা নিচু, হাঁটু ভেঙে আসতে চাইছে]

এস্ট্রাগন : [দুর্বলভাবে] আমরা বাঁধা নই? [থামে] আমরা—

ভ্লাডিমির : শোনো!

[দুজনেই কান পেতে শোনে, হাস্যকরভাবে ঋজু, অনড়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

ভ্লাডিমির শ্‌স্‌!

[মন দিয়ে শোনে তারা। এস্ট্রাগন ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ভ্লাডিমিরের বাহু আঁকড়ে ধরে। ভ্লাডিমির টলটলায়মান। দুজনে জড়াজড়ি করে ধরে উদগ্রীব হয়ে শোনে]

আমিও না।

[স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। আশ্বস্ত হয়ে তারা সহজ হয়, পরস্পরের কাছ থেকে সরে আসে]

এস্ট্রাগন : তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

ভ্লাডিমির : আমি ভেবেছিলাম বোধহয় উনি।

এস্ট্রাগন : কে?

ভ্লাডিমির গডো।

এস্ট্রাগন : হুঁ! বাঁশঝাড়ে বাতাস।

ভ্লাডিমির : আমি স্পষ্ট চিৎকার শুনলাম যেন।

এস্ট্রাগন : তিনি চেঁচাবেন কী জন্য?

ভ্লাডিমির : তাঁর ঘোড়ার উদ্দেশে।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : [প্রায় হিংস্রভাবে] আমার খিদে পেয়েছে।

ভ্লাডিমির : গাজর নেবে একটা?

এস্ট্রাগন : আর কিছু নেই?

ভ্লাডিমির : কয়েকটা ওলকপি থাকতে পারে আমার কাছে।

এস্ট্রাগন : একটা গাজর দাও।

[ভ্লাডিমির পকেট হাতড়ে একটা ওলকপি বের করে এস্ট্রাগনকে দেয়। এস্ট্রাগন কামড় দেয় তাতে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে]

এ তো ওলকপি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির ওহ্, মাফ করো! আমি শপথ করে বলতে পারি আমার মনে হয়েছিল ওটা গাজর। [আবার পকেট হাতড়ায়, ওলকপি ছাড়া কিছুই পায় না] সবই দেখছি ওলকপি। [আবার পকেট হতাড়ায়] দাঁড়াও, এই যে পেয়েছি। [একটা গাজর বার করে এস্ট্রাগনকে দেয়] এই নাও। [এস্ট্রাগন জামার হাতায় মুছে নিয়ে খেতে শুরু করে] ওলকপিটা দাও। [এস্ট্রাগন ওলকপিটা ভ্লাডিমিরকে দেয়, সে পকেটে রাখে] অনেকক্ষণ ধরে খাও, ওটাই শেষ।

এস্ট্রাগন : [চিবুতে চিবুতে] তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম।

ভ্লাডিমির হুঁ।

এস্ট্রাগন : তুমি উত্তর দিয়েছিলে কি?

ভ্লাডিমির গাজরটা কেমন?

এস্ট্রাগন : একটা গাজর।

ভ্লাডিমির : খুব ভালো, খুব ভালো। [থামে] কী জানতে চেয়েছিলে?

এস্ট্রাগন : ভুলে গেছি। [চিবোয়] ওই জন্যেই ভারি বিরক্তি ধরে।

[সপ্রশংস দৃষ্টিতে গাজরের দিকে তাকায়, বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে সেটা দোলায়] এই গাজরটার কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। [শেষ প্রান্তটুকু চিন্তামগ্নভাবে চুষতে থাকে] ওহ্ হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে।

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন [মুখভর্তি। নির্বোধ শূন্যতায়] আমরা বাঁধা নই।

ভ্লাডিমির কী বলছ একটা কথাও বুঝতে পারছি না।

এস্ট্রাগন [চিবোয়, গিলে ফেলে] আমরা বাঁধা কি না তোমাকে আমি সে কথা জিজ্ঞেস করছি।

ভ্লাডিমির : বাঁধা?

এস্ট্রাগন বাঁ–ধা।

ভ্লাডিমির বাঁধা বলতে কী বোঝাতে চাইছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : বাঁধা পড়া।

ভ্লাডিমির : কার সঙ্গে বাঁধা পড়া? কার দ্বারা বাঁধা পড়া?

এস্ট্রাগন : তোমার ওই লোকের সঙ্গে।

ভ্লাডিমির কার সঙ্গে বাঁধা পড়া? কার দ্বারা বাঁধা পড়া? ধারণা— তোমরা! [থামে] আপাতত।

এস্ট্রাগন : তাঁর নাম তো গডো?

ভ্লাডিমির : তাই তো মনে হয় আমার।

এস্ট্রাগন : বাঃ! [গাজরের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা পাতা ধরে চোখের সামনে ঘোরায়] আশ্চর্য, যত খাই তত বেশি খারাপ লাগতে থাকে।

ভ্লাডিমির আমার ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো।

এস্ট্রাগন : অর্থাৎ?

ভ্লাডিমির : যত খাই তত সেই ওঁচা জিনিসটায় অভ্যস্ত হয়ে যাই।

এস্ট্রাগন : [অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে] সেটা কি ঠিক উল্টো হল?

ভ্লাডিমির : স্বভাবের প্রশ্ন।

এস্ট্রাগন : চরিত্রের।

ভ্লাডিমির : কিচ্ছু করার নেই এ ব্যাপারে।

এস্ট্রাগন লড়াই করে লাভ নেই।

ভ্লাডিমির : যে যা তাই।

এস্ট্রাগন : আকুলিবিকুলি করে লাভ নেই।

ভ্লাডিমির চরম সারবস্তুটুকু বদলায় না।

এস্ট্রাগন কিচ্ছু করবার নেই। [গাজরের অবশিষ্টাংশ ভ্লাডিমিরের দিকে এগিয়ে দেয়] তুমি শেষ করতে চাও?

[একটা ভয়ংকর চিৎকার, কাছেই। এস্ট্রাগনের হাত থেকে গাজর পড়ে যায়। দুজনেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে উইংসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ছুটে যায়। এস্ট্রাগন মাঝ পথে থেমে পড়ে, দৌড়ে ফিরে আসে, গাজরটা তুলে নেয়, পকেটে গোঁজে, তার জন্য অপেক্ষমাণ ভ্লাডিমিরের কাছে ছুটে যায়, আবার থামে, দৌড়ে ফিরে যায়, বুটটা হাতে তুলে নেয়, ভ্লাডিমিরের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আবার দৌড়ে তার কাছে যায়। দুজনে জড়াজড়ি করে কাঁধ নিচু হয়ে বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে ভয়ে সিঁটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

পোজো এবং লাকির প্রবেশ। লাকির গলায় দড়ি, পোজো সে দড়ি ধরে তাড়িয়ে আনছে। দড়িটা বেশ লম্বা, তাই লাকিকে প্রথম দেখা যায়। লাকি যখন মঞ্চের মাঝামাঝি তখন পোজো দৃশ্যমান হয়। লাকির পিঠে একটা ভারী থলি, একটা ফোল্ডিং টুল, হাতে পিকনিক বাস্কেট এবং একটা ওভারকোট। পোজোর হাতে চাবুক]

পোজো [নেপথ্যে] চল্।

[চাবুকের শব্দ। পোজোকে দেখা যায়। তারা মঞ্চ অতিক্রম করে যেতে থাকে। লাকি ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনের সামনে দিয়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। পোজো ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দড়ি টানটান হয়ে ওঠে। পোজো শক্ত করে হিংস্র টান দেয়]

পেছনে!

[সমস্ত মালপত্র নিয়ে লাকির পতনের শব্দ শোনা যায়। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন তার দিকে তাকায়, তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তাদের, আবার ভয়ও পায়। ভ্লাডিমির এক পা এগিয়ে যায় লাকির দিকে, এস্ট্রাগন ওর জামার হাতা ধরে তাকে টেনে রাখে]

ভ্লাডিমির আঃ, আমাকে যেতে দাও!

এস্ট্রাগন : যেখানে আছো সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

ভ্লাডিমির সাবধান! ভীষণ পাজি ওটা। [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন পোজোর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়] অচেনা লোকের ক্ষেত্রে।

এস্ট্রাগন : [নিচু গলায়] উনি নাকি?

ভ্লাডিমির কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : [নামটা স্মরণ করতে চেষ্টা করে] ওই যে–

ভ্লাডিমির গডো?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ।

পোজো : আমার নাম– পোজো।

ভ্লাডিমির : [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] না, না।

এস্ট্রাগন : উনি বললেন গডো।

ভ্লাডিমির : কক্ষনো না।

এস্ট্রাগন : [ভীতু গলায়] স্যার, আপনি মি. গডো নন?

পোজো : [ভয়ংকর গলায়] আমি পোজো! [নীরবতা] পোজো! [নীরবতা] নাম শুনে কিছুই বুঝতে পারলে না তোমরা? [নীরবতা] আমি বলছি ওই নাম শুনে কিছুই বুঝতে পারলে না তোমরা?

[ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়]

এস্ট্রাগন : [যেন মনে মনে খুঁজছে সেই রকম ভান করে] বোজো... বোজো...

ভ্লাডিমির : [ঐ] পোজো... পোজো...

পোজো : পপ্‌পোজ্‌জো!

এস্ট্রাগন : ওহ্! পোজো...আচ্ছা...পোজো...

ভ্লাডিমির : পোজো না বোজো, অ্যাঁ, কী?

এস্ট্রাগন : পোজো...না...উঁহুঁ...না, আমি তো মনে করতে...

[পোজো মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসে]

ভ্লাডিমির [আপসের ভঙ্গিতে] এক পরিবারের সঙ্গে অবশ্য আমার একসময় জানাশোনা ছিল। ওদের নাম ছিল পোজো। বউটা খুব জবরদস্ত ছিল।

এস্ট্রাগন : [তাড়াতাড়ি করে] আমরা এ অঞ্চলের লোক নই, স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো [দাঁড়িয়ে পড়ে] কিন্তু মানুষ বটে তো তোমরা। [চোখে চশমা আঁটে] যতদূর দেখতে পাচ্ছি। [চশমা খুলে ফেলে] আমার মতো একই জাতের। [হঠাৎ প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে] পোজোর সঙ্গে একই জাতের! ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে সৃষ্ট!

ভ্লাডিমির মানে, বুঝলেন কি না—

পোজো [কঠিন কণ্ঠে] গডোটা কে?

এস্ট্রাগন : গডো?

পোজো কে সে?

ভ্লাডিমির ওহ্, উনি...উনি একজন চেনা মানুষ আরকি।

এস্ট্রাগন না, না, ওঁকে আমরা চিনিই না।

ভ্লাডিমির : তা ঠিক...ওঁকে তেমন ভালো করে আমরা চিনি না...তবু...

এস্ট্রাগন : আমার কথা বলতে পারি, ওঁকে দেখলেও আমি চিনতে পারব না।

পোজো : তোমরা আমাকে গডো বলে ভুল করেছিলে।

এস্ট্রাগন : [ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে] মানে... বুঝতেই পারছেন...সন্ধ্যার অন্ধকার...ক্লান্তি আর অবসাদ...অপেক্ষা করে করে...স্বীকার করছি...এক মুহূর্তের জন্য...

পোজো অপেক্ষা করে করে? তাহলে ওঁর জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে?

ভ্লাডিমির মানে, অর্থাৎ...

পোজো এইখানে? আমার জমিতে?

ভ্লাডিমির আমাদের কোনো বদ মতলব ছিল না।

এস্ট্রাগন ভালো ভেবেই আমরা এ কাজ করেছি।

পোজো পথের স্বাধীনতা সবার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির আমরাও সেই দৃষ্টিকোন থেকেই দেখেছি ব্যাপারটা।

পোজো ন্যক্কারজনক। কিন্তু তোমরা কাজটা করে ফেলেছ।

এস্ট্রাগন : আমাদের কিছু করার উপায় নেই।

পোজো : [উদার ভঙ্গিতে] এ কথা আর উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই। [দড়ি ধরে টান মারে] ওঠ, শুয়ার! [থামে] পড়লে পরই ঘুমুবে ব্যাটা। [দড়িতে টান লাগায়] ওঠ্। [লাকির উঠে দাঁড়াবার, মালপত্র তুলবার শব্দ। পোজো আবার দড়িতে টান মারে] এই, হট্। [লাকি পিছু হেঁটে প্রবেশ করে] থাম! [লাকি থামে] ঘোর। [লাকি ঘুরে দাঁড়ায়। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে অমায়িকভাবে] ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। [তাদের সন্দিগ্ধ মুখভঙ্গি দেখে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আন্তরিকভাবে খুশি। [আবার দড়িতে টান মারে] আরেকটু কাছে! [লাকি এগিয়ে আসে] থাম! [লাকি থামে] হ্যাঁ, নিঃসঙ্গ একাকী ভ্রমণ করার সময় সত্যি পথ বড় দীর্ঘ মনে হয়। কারণ... [ঘড়ি দেখে] ...হ্যাঁ...[হিসেব করে] হ্যাঁ, ছ-ঘণ্টা, একটানা ছ-ঘণ্টা, আর একটি প্রাণীরও সাক্ষাৎ পাইনি পথে। [লাকিকে উদ্দেশ করে] কোট! [লাকি ব্যাগটা নামায়, এগিয়ে আসে, কোট দেয়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়, ব্যাগটা তুলে নেয়] দাঁড়া! [পোজো চাবুক বাড়িয়ে ধরে। লাকি এগিয়ে আসে, দু হাত জোড়া থাকায় চাবুকটা মুখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যায়। পোজো কোট পরতে শুরু করে, থামে] কোট। [লাকি ব্যাগ, বাস্কেট এবং টুল নামিয়ে রাখে, এগিয়ে আসে, পোজোকে কোট পরতে সাহায্য করে, নিজের জায়গায় ফিরে যায়, তারপর ব্যাগ, বাস্কেট এবং টুল তুলে নেয়] আজ বিকেলে বেশ শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। [পোজো কোটের বোতাম লাগানো শেষ করে, নিচু হয়, নিজেকে দেখে নেয় ভালো করে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়] চাবুক! [লাকি এগিয়ে আসে, ঝুঁকে দাঁড়ায়, পোজো ওর মুখ থেকে চাবুক ছিনিয়ে নেয়, লাকি নিজের জায়গায় ফিরে যায়] হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, সমগোত্রীয়দের ছাড়া খুব বেশিক্ষণ আমি চলতে পারি না। [চশমা চোখে এঁটে সমগোত্রীয় দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে] যদি সেই সমগোত্রীয়রা প্রচুর ত্রুটিপূর্ণ হয় তবুও। [চশমা খুলে ফেলে] টুল! [লাকি ব্যাগ এবং বাস্কেট নামিয়ে রাখে, এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে, টুলটা খোলে, সাজিয়ে দেয়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়, ব্যাগ এবং বাস্কেট তুলে নেয়] আরো কাছে! [লাকি ব্যাগ এবং বাস্কেট নামিয়ে রাখে, এগিয়ে আসে, টুলটা সরায়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়, ব্যাগ এবং বাস্কেট তুলে নেয়। পোজো টুলে বসে, লাকির বুকে চাবুকের বাঁটটা বসায়, ঠেলে দেয়] পিছনে! [লাকি এক পা পিছনে হটে যায়] আরো! [লাকি আরেক পা পিছনে সরে] থাম। [লাকি থামে। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনকে উদ্দেশ করে] সেই জন্যই, আপনাদের অনুমতি হলে, সামনে আবার এগিয়ে যাবার পূর্বে আপনাদের সঙ্গে একটু কালক্ষেপ করতে চাই আমি। বাস্কেট! [লাকি এগিয়ে আসে, বাস্কেট দেয়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়] খোলা বাতাসে মরে-যাওয়া খিদে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। [ঝুড়ি খুলে এক টুকরো মুরগির গোশ্ত আর এক বোতল মদ বার করে] বাস্কেট! [লাকি এগিয়ে আসে, বাস্কেট তুলে নেয়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়] আরো! [লাকি আরেক পা পিছু হটে] কী গন্ধ ব্যাটার গায়ে! হ্যাপি ডেজ!

[বোতল থেকে মদ পান করে, বোতলটা নামিয়ে রাখে এবং খেতে শুরু করে। নীরবতা। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন প্রথমে সন্তর্পণে, তারপর বেশ সাহসের সঙ্গে, লাকির চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁটিয়ে দেখে। পোজো গাপুসগুপুস করে মুরগিটা শেষ করে, পরম যত্নে হাড্ডি চুষে সাফ করে ছুঁড়ে ফেলে। লাকির শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে, ব্যাগ আর বাস্কেট মাটি স্পর্শ করে, চমকে উঠে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর ভেঙে পড়তে শুরু করে। দাঁড়িয়ে ঘুমানো মানুষের ছন্দ]

এস্ট্রাগন : কী হয়েছে ওর?

ভ্লাডিমির : ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

এস্ট্রাগন : মালপত্রগুলো নামিয়ে রাখছে না কেন?

ভ্লাডিমির : আমি কেমন করে বলব? [দুজনই কাছে এগিয়ে যায়] সাবধান!

এস্ট্রাগন : একটা কিছু বলো ওকে।

ভ্লাডিমির : দেখো!

এস্ট্রাগন : কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির [অঙ্গুলি নির্দেশ করে] ওর ঘাড়!

এস্ট্রাগন : [লক্ষ করে] আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

ভ্লাডিমির : এইখানে।

এস্ট্রাগন : ওহ!

ভ্লাডিমির ঘা হয়ে গেছে!

এস্ট্রাগন : দড়ির জন্যে।

ভ্লাডিমির : ঘর্ষণের জন্যে।

এস্ট্রাগন : অনিবার্য এটা।

ভ্লাডিমির : গিঁটের জন্যে।

এস্ট্রাগন : ঘর্ষণের জ্বালার জন্যে।

ভ্লাডিমির : [অনিচ্ছুকভাবে] খারাপ নয় দেখতে।

এস্ট্রাগন : [কাঁধ ঝেঁকে, মুখ বাঁকিয়ে] তাই মনে হয় তোমার?

ভ্লাডিমির : একটু মেয়েলি।

এস্ট্রাগন : কী রকম লালা ঝরছে দেখো।

ভ্লাডিমির : অনিবার্য এটা।

এস্ট্রাগন : কী রকম থুতু উঠছে দেখো।

ভ্লাডিমির : হাবা বোধহয়।

এস্ট্রাগন : গলগণ্ডওয়ালা বেকুব একটা।

ভ্লাডিমির : [আরো কাছে গিয়ে দেখে] গলগণ্ডের মতোই মনে হচ্ছে।

এস্ট্রাগন : [ঐ] নিশ্চিত নয়।

ভ্লাডিমির : হাঁফাচ্ছে।

এস্ট্রাগন : অনিবার্য এটা।

ভ্লাডিমির : আর চোখ দুটো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : চোখের কী হল?

ভ্লাডিমির কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে যেন।

এস্ট্রাগন : শেষ দশা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

ভ্লাডিমির নিশ্চিত নয়। [থামে] একটা কথা জিজ্ঞেস করো ওকে।

এস্ট্রাগন : ভালো হবে কি জিনিসটা?

ভ্লাডিমির : আমাদের কী রিস্ক?

এস্ট্রাগন : [ভীরু গলায়] মিস্টার...

ভ্লাডিমির : আরো জোরে।

এস্ট্রাগন : [আরেকটু জোরে] মিস্টার...

ভ্লাডিমির : আরো জোরে।

এস্ট্রাগন : [আরেকটু জোরে] মিস্টার...

পোজো ওকে বিরক্ত কোরো না! [ওরা পোজোর দিকে ফিরে তাকায়। এতক্ষণে ওর খাওয়া শেষ হয়েছে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সে মুখ মুছছে] দেখতে পাও না ও বিশ্রাম করতে চায়? বাস্কেট! [দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপ ধরাতে শুরু করে। এস্ট্রাগন মাটিতে ছড়ানো মুরগির হাড়গুলি দেখে লোভী চোখে তাকিয়ে থাকে। লাকিকে না নড়তে দেখে পোজো ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দেশলাইর কাঠি ছুঁড়ে দিয়ে দড়িতে হ্যাঁচকা টান দেয়] বাস্কেট! [লাকি চমকে ওঠে, প্রায় পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে, চেতন ফিরে পায়, এগিয়ে আসে, বাস্কেট বোতল তুলে রাখে, নিজের জায়গায় ফিরে যায়। এস্ট্রাগন হাড়গোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। পোজো আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে পাইপ ধরায়] ওর কাছ থেকে কী আশা করতে পারো? ওটা ওর কাজ নয়। [পাইপ টানে, পা ছড়িয়ে দেয়] আহ্! এবার আরাম লাগছে।

এস্ট্রাগন : [ভীরু গলায়] প্লিজ স্যার...

পোজো কী, অ্যাঁ, বলো, বলো।

এস্ট্রাগন ইয়ে...আপনার খানা...মানে...এই এগুলো...ইয়ে, এই হাড্ডিগুলি তো আর আপনার দরকার নেই হুজুর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির [অপমানিত, অপ্রস্তুত] তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

পোজো না, না, জিজ্ঞেস করে ভালো করেছে। হাড্ডিগুলি কি আমার দরকার? [চাবুকের প্রান্ত দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে সেগুলি] না, ব্যক্তিগতভাবে আমার এসবের দরকার নেই। [এস্ট্রাগন হাড্ডিগুলির দিকে এক পা অগ্রসর হয়] তবে— [এস্ট্রাগন দাঁড়িয়ে পড়ে]... তবে নিয়ম অনুযায়ী এগুলি বাহকের পাবার কথা। কাজেই ওকে জিজ্ঞেস করা দরকার। [এস্ট্রাগন লাকির দিকে ফেরে, ইতস্তত করে] করো, করো, ভয় পেয়ো না, ওকে জিজ্ঞেস করো, ও-ই জবাব দেবে। [এস্ট্রাগন লাকির দিকে এগিয়ে যায়, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়]

এস্ট্রাগন : মিস্টার...এক্সকিউজ মি, মিস্টার...

পোজো তোর সঙ্গে কথা বলছে, শুয়ার! উত্তর দে! [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] আবার চেষ্টা করো।

এস্ট্রাগন : এক্সকিউজ মি, মিস্টার, এই হাড্ডিগুলি আপনার দরকার নেই, অ্যাঁ?

[লাকি বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এস্ট্রাগনের দিকে তাকিয়ে থাকে]

পোজো [প্রচণ্ড উল্লসিত] মিস্টার! লাকি মাথা নিচু করে] জবাব দে! তোর দরকার আছে, না নেই? [লাকি নীরব। এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] নাও, ওগুলো তোমার। [এস্ট্রাগন ছোঁ মেরে হাড় তুলে নেয়, চুষতে শুরু করে] ভালো মনে হচ্ছে না আমার। আমি আগে কখনো ওকে হাড় প্রত্যাখ্যান করতে দেখিনি কোনো দিন। [চিন্তাকুল মুখে লাকির দিকে তাকায়] অসুখবিসুখ বাধিয়ে একটা কীর্তি না করে বসে! [পাইপ টানতে থাকে]

ভ্লাডিমির [ফেটে পড়ে] জঘন্য!

[নীরবতা হতভম্ব হয়ে এস্ট্রাগন হাড় চোষা বন্ধ করে একবার পোজোর দিকে একবার ভ্লাডিমিরের দিকে তাকায়। পোজো বাহ্যত শান্ত। ভ্লাডিমির বিব্রত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো [ভ্লাডিমিরের প্রতি] তুমি কি বিশেষ কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছ?

ভ্লাডিমির : [তোতলাচ্ছে, কিন্তু প্রত্যয়ী সুরে] একজন মানুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার... [লাকির দিকে ইঙ্গিত করে] এই রকম...আমার মনে হয়... মানুষের মতো প্রাণী... না...এ কলঙ্কজনক!

এস্ট্রাগন [সেও কম যেতে চায় না] ন্যক্কারজনক!

[আবার চুষতে শুরু করে]

পোজো বেশি কঠোর হচ্ছে কিন্তু। [ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করে] খুব দুর্বিনীত মনে না হলে জিজ্ঞেস করতে পারি কি তোমার বয়স কত? [নীরবতা] ষাট? সত্তর? [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] তুমি কী বলো, কত হবে ওর বয়স?

এস্ট্রাগন : এগারো।

পোজো আমারই বেয়াদবি। [চাবুকের গায়ে পাইপ ঠুকে নিভিয়ে দেয়, উঠে পড়ে] চলতে হয় এবার। আপনাদের সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ। [চিন্তা করে] অবশ্য যাবার আগে আরেকটু ধূমপান করতে পারি। কী বলেন? [ওরা কেউ কিছু বলে না] আমি এমনিতে খুব কম ধূমপান করি, খুব কম, একসঙ্গে দুটো পাইপ খাবার অভ্যেস আমার নেই, ও রকম করলে [বুকে হাত রাখে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে] আমার বুক ধড়ফড় করে। [নীরবতা] নিকোটিনের জন্য অমন হয়। হাজার সাবধান হলেও কিছু ভেতরে না টেনে উপায় নেই [নিশ্বাস ফেলে] জানেনই তো ব্যাপারটা। [নীরবতা] কিন্তু একবার উঠে পড়ার পর আমি আবার সহজ স্বাভাবিকভাবে বসি কেমন করে? ইয়ে, মানে, কী বলব...[ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করে] মাপ করুন, কী বললেন? [নীরবতা] ওহ্, কিছু বলেননি বোধহয়? [নীরবতা] ঠিক আছে, ঠিক আছে। উঁ... [চিন্তা করে]

এস্ট্রাগন : আহ্! [তৃপ্তির ভঙ্গি। পকেটের মধ্যে হাড়গুলি রেখে দেয়]

ভ্লাডিমির চলো, যাওয়া যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : এত শিগগির?

পোজো : এক মিনিট। [দড়ি ধরে টানে] টুল! [চাবুক দিয়ে ইঙ্গিত করে। লাকি টুল এনে দেয়] আরো! ঠিক! [বসে। লাকি নিজের জায়গায় ফিরে যায়] বাঃ, চমৎকার! [পাইপে তামাক ভরে]

ভ্লাডিমির : [তীব্র কণ্ঠে] চলে, যাওয়া যাক।

পোজো : আশা করি আমি আপনাদের বিতাড়িত করছি না। আরেকটু অপেক্ষা করুন না? কখনো অনুতাপ করতে হবে না সে জন্য।

এস্ট্রাগন : [দাক্ষিণ্যের গন্ধ পেয়ে] আমাদের কোনো তাড়া নেই।

পোজো : [পাইপ জ্বালিয়ে] দ্বিতীয়টা কখনোই অত তৃপ্তিদায়ক হয় না। [মুখ থেকে পাইপ নামায়, গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে]...মানে, প্রথমটার মতো। [আবার পাইপ মুখে দেয়] তবু সুখ দেয় তো বটেই।

ভ্লাডিমির : আমি চললাম।

পোজো : উনি আমার উপস্থিতি সহ্য করতে পারছেন না। আমি হয়ত বিশেষভাবে মানবিক নই, কিন্তু কে তোয়াক্কা করে তার? [ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করে] হঠকারিতা করে কিছু করার আগে ভালো করে ভেবে দেখো। ধরো, এখন রওনা হলে তুমি, এখন যখন বেলা আছে, কারণ এখনো যে বেলা আছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। [ওরা সবাই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়] সে ক্ষেত্রে কী ঘটবে– [মুখ থেকে পাইপ নামায়, পরীক্ষা করে] – নিভে গেছে [পাইপ ধরায় আবার] – সে ক্ষেত্রে – [পাইপে টান দেয়, ধোঁয়া ছাড়ে] – সেক্ষেত্রে – [পাইপ টানে] – সে ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কী হবে– ওই যে গোডোর সঙ্গে...নাকি গোডো...গোডিন...থাক গে, কার কথা বলছি বেশ বুঝতে পারছ, যার হাতে তোমাদের গোটা ভাগ্য নির্ভর করছে...[থামে একটু] অন্তত নিকটতম ভবিষ্যতের জন্য, তার কী হবে?

ভ্লাডিমির : আপনাকে কে বলেছে এসব কথা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো আরে, আবার কথা বলছে আমার সঙ্গে। আর কিছুক্ষণ এ রকম চললে আমাদের মধ্যে রীতিমতো বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে।

এস্ট্রাগন : ও মালপত্রগুলো নামিয়ে রাখে না কেন?

পোজো : তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমিও খুব খুশি হব। যত বেশি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয় তত খুশি হই আমি। নিকৃষ্টতম প্রাণীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের শ্রেষ্ঠতর বিদ্যাবুদ্ধির, বিত্ত এবং অন্যান্য সৌভাগ্যের পরিচয় তখন আরেকটু স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা যায়। এমনকি তোমরা...[পরপর দুজনকেই খুব ভালো করে লক্ষ করে, যেন স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে দুজনের কথাই বলছে]... কে জানে, এমনকি তোমরা দুজনও হয়ত আমার সঞ্চয়কে খানিকটা সমৃদ্ধ করে তুলবে।

এস্ট্রাগন : ও মালপত্রগুলো নামিয়ে রাখে না কেন?

পোজো : তাহলে খুব অবাক হতাম আমি।

ভ্লাডিমির : একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে তোমাকে।

পোজো : [উল্লসিত] প্রশ্ন! কে? কী? একটু আগে আমাকে হুজুর হুজুর করছিলে, ভয়ে কাঁপছিলে। আর এখন প্রশ্ন করছ। এর ফল কখনো ভালো হতে পারে না!

ভ্লাডিমির : [এস্ট্রাগনের প্রতি] মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে।

এস্ট্রাগন : [লাকির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে] কী?

ভ্লাডিমির : এবার জিজ্ঞেস করতে পারো। বেশ সজাগ আছে এখন।

এস্ট্রাগন : কী জিজ্ঞেস করব?

ভ্লাডিমির কেন মালপত্রগুলি নামিয়ে রাখে না।

এস্ট্রাগন : কী জানি।

ভ্লাডিমির : জিজ্ঞেস করো। পারো না জিজ্ঞেস করতে?

পোজো [চিন্তাকুল মুখে মন দিয়ে এই কথোপকথন শুনছে, পাছে প্রশ্নটা হারিয়ে যায় তা ভেবে শঙ্কিত] মালপত্রগুলি ও কেন নামিয়ে রাখে না তা জানতে চাও, তাই না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ।

পোজো : [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] তুমি ঠিক জানো যে তুমি এর সঙ্গে একমত?

এস্ট্রাগন : শুশুকের মতো হাঁপাচ্ছে।

পোজো : উত্তর হল এই। [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] কিন্তু একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, দোহাই তোমার, আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছ তুমি।

ভ্লাডিমির : এই!

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : কথা বলবেন উনি।

[এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চল হয়ে তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে]

পোজো উত্তম। সবাই প্রস্তুত? সবাই কি আমার দিকে তাকিয়ে আছে? [লাকির দিকে দেখে, দড়িতে টান দেয়। লাকি মাথা তোলে] আমার দিকে তাকাবি, শুয়ার! [লাকি ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়] উত্তম। [পকেটে পাইপ রাখে, একটা ছোট্ট ভেপোরাইজার বার করে গলায় স্প্রে করে, পকেটে রেখে দেয় ভেপোরাইজার, গলা পরিষ্কার করে খাঁকারি দেয়, থুতু ফেলে, আবার ভেপোরাইজার বার করে, আবার গলায় স্প্রে করে, ভেপোরাইজার পকেটে রেখে দেয়] আমি রেডি। সবাই শুনছে? সবাই প্রস্তুত? [এক এক করে সবার দিকে তাকায়, দড়িতে টান দেয়] শুয়ার! [লাকি মাথা উঁচু করে] ফাঁকার মধ্যে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। উত্তম। হুঁ। দেখি এবার।

[চিন্তা করে]

এস্ট্রাগন আমি চললাম।

পোজো সঠিক কী যেন তোমরা জানতে চেয়েছিলে?

ভ্লাডিমির বা রে, উনি–

পোজো [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] বাধা দিও না।

[একটু থেমে থাকে। অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই যদি একসঙ্গে কথা বলি তাহলে কিছু হবে না। [থামে একটু] কী বলছিলাম আমি? [থামে। গলা একটু তুলে] কী বলছিলাম আমি?

[ভ্লাডিমির পিঠে ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে চলা লোকের ভাবভঙ্গি অনুকরণ করে। পোজো বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে]

এস্ট্রাগন : মালপত্র। [লাকির দিকে ইঙ্গিত করে] কেন? সব সময়ই ধরে থাকে। [নুয়ে পড়ে, হাঁপায়] কখনো নামায় না। [হাত খোলে, স্বস্তির ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়] কেন?

পোজো : ও! আগে কেন ও কথা বলেনি? কেন ও নিজেকে একটু আরাম দেয় না? ব্যাপারটা খোলাসা করে নেবার চেষ্টা করা যাক। ওর কি সে অধিকার নেই? অবশ্যই আছে। অতএব বুঝতে হবে যে সেটা তার পছন্দ নয়। যুক্তিপূর্ণ, অ্যাঁ? কিন্তু সেটা তার পছন্দ নয়? [থামে একটু] ভদ্রমহোদয়গণ, কারণ হল এই।

ভ্লাডিমির : [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] ভালো করে খেয়াল করো এটা।

পোজো ও আমাকে ইমপ্রেস করতে চায় যেন ওকে আমি বহাল রাখি।

এস্ট্রাগন কী?

পোজো : হয়ত ঠিকমতো বলতে পারিনি আমি। আমাকে ও খুশি রাখতে চায় যেন ওকে বিদায় দেবার কথা আমি ভুলে যাই। না, এটাও ঠিক হল না।

ভ্লাডিমির আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো ও আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু পারবে না।

ভ্লাডিমির আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো ওর ধারণা আমি যখন দেখব যে ও কত ভালোভাবে মালপত্র টানছে তখন হয়ত ওই কাজের জন্যই ওকে রেখে দিতে চাইব।

এস্ট্রাগন যথেষ্ট হয়ে গেছে আপনার পক্ষে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো সত্যি বলতে কি ও মাল টানে একটা শুয়োরের মতো। ওর কাজ নয় এটা।

ভ্লাডিমির : আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো ওর ধারণা আমি যখন দেখব ও কী রকম ক্লান্তিহীন তখন আমি আমার সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করব। ওইটেই ওর ধূর্ত পরিকল্পনা। আমার যেন ক্রীতদাসের ঘাটতি পড়েছে! [তিনজনই লাকির দিকে তাকায়] ব্যাটা জুপিটার পুত্র অ্যাটলাস! [নীরবতা হ্যাঁ, এই আমার মত। আর কিছু? [ভেপোরাইজার]

ভ্লাডিমির আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো লক্ষ করো, তার জায়গায় আমি হতে পারতাম, আমার জায়গায় সে। ভাগ্য যদি ভিন্ন রকম ইচ্ছা না করত। যার ভাগ্যে যা।

ভ্লাডিমির : আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো কী বললে?

ভ্লাডিমির : আপনি ওকে বিদায় দিতে চান?

পোজো : অবশ্যই চাই। কিন্তু ওটাকে তাড়িয়ে দেবার আগে, যা আমি করতে পারতাম, অর্থাৎ ওকে পাছায় লাথি মেরে বার করে দেবার আগে, আমি আমার হৃদয়ের ঔদার্যের বশবর্তী হয়ে ওকে মেলায় নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে ভালো দাম পাব বলে আমার আশা আছে। সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে এইসব প্রাণীদের তাড়িয়ে দেয়া যায় না। সর্বোত্তম ব্যবস্থা হত এদের মেরে ফেলা।
[লাকি কাঁদে]

এস্ট্রাগন ও কাঁদছে।

পোজো বুড়ো কুত্তারও এর চাইতে বেশি মর্যাদাবোধ আছে। [এস্ট্রাগনের দিকে রুমাল বাড়িয়ে দেয়] অত সহানুভূতি যখন ওর জন্য, নাও, সান্ত্বনা দাও ওকে। নাও, নাও। [এস্ট্রাগন রুমাল নেয়] ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের পানি মুছিয়ে দাও, একটু কম পরিত্যক্ত মনে হবে ওর। [এস্ট্রাগন ইতস্তত করে]

ভ্লাডিমির এই যে, আমাকে দাও, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। [এস্ট্রাগন রুমাল দিতে অসম্মতি জানায়। ছেলেমানুষী অঙ্গভঙ্গি]

পোজো চটপট করো, থামবার আগেই। [এস্ট্রাগন লাকির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার চোখ মুছে দেবার উপক্রম করে। লাকি তার পায়ে সজোরে লাথি মারে। এস্ট্রাগন রুমাল ফেলে দেয়, পিছু হটে আসে, যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে স্টেজময় টলমল করে ঘুরতে থাকে]

[লাকি ব্যাগ এবং বাস্কেট নামায়, রুমাল তুলে নেয়, পোজোকে দেয়, নিজের জায়গায় ফিরে যায়, ব্যাগ এবং বাস্কেট তুলে নেয়]

এস্ট্রাগন : শুয়ার কাঁহাকা। [প্যান্টের পা তুলে ধরে] খোঁড়া করে দিয়েছে আমাকে ব্যাটা!

পোজো আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ও অচেনা কাউকে পছন্দ করে না।

ভ্লাদিমির [এস্ট্রাগনকে উদ্দেশ করে] দেখাও।
[এস্ট্রাগন নিজের পা দেখায়। পোজোকে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] রক্ত পড়ছে!

পোজো সেটা ভালো লক্ষণ।

এস্ট্রাগন : [এক পায়ে দাঁড়িয়ে] আর কোনো দিন হাঁটতে পারব না আমি।

ভ্লাডিমির [কোমলভাবে] আমি তোমাকে কাঁধে নিয়ে চলব। [একটু থেমে] যদি প্রয়োজন হয়।

পোজো : কান্না থামিয়েছে ও। [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] তুমিই যেন ও স্থান গ্রহণ করেছ। [কবিতার মতো উচ্ছ্বসিত সুরে] এই বিশ্বের অশ্রুরাশি একটা অচঞ্চল নির্ধারিত পরিমাণের। একজন কেউ কাঁদতে শুরু করলে অন্য কোথাও আর কারো কান্না থেমে যায়। হাসির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। [হেসে ওঠে] কাজেই আমাদের যুগ সম্পর্কে নিন্দাবাদ করে কাজ নেই, পূর্ববর্তী যুগসমূহের চাইতে এটা বেশি নিরাপদ নয়। [একটু থেমে] এর সম্পর্কে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই কাজ নেই। [একটু থেমে, খুব বিচার করে] এটা অবশ্য সত্য যে জনসংখ্যা বেড়েছে।

ভ্লাডিমির : চেষ্টা করে একটু হাঁটো। [এস্ট্রাগন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা হাঁটে, লাকির সামনে দাঁড়ায়, ওর মুখে থুতু দেয়, তারপর ঢিবির উপর গিয়ে বসে পড়ে]

পোজো এইসব সুন্দর জিনিস কে আমাকে শিখিয়েছে অনুমান করতে পারো? [চুপ করে থাকে। লাকির দিকে ইঙ্গিত করে] আমার লাকি!

ভ্লাডিমির [আকাশের দিকে তাকিয়ে] রাত কি নামবে না কখনো?

পোজো ও না হলে আমার সব চিন্তাভাবনা, আমার সব অনুভূতি সাধারণ জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। [থামে একটুক্ষণ। অস্বাভাবিক তীব্রতার সঙ্গে] সৌন্দর্য, কমনীয়তা, মহৎ সত্য—আমি ভাবতাম ওসব আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই ক্লুক করেছিলাম আমি।

ভ্লাডিমির [আকাশ পর্যবেক্ষণের মধ্য থেকে চমকে উঠে] ক্লুক?

পোজো সে প্রায় ষাট বছর আগের কথা...[ঘড়ি দেখে]...হ্যাঁ, প্রায় ষাট বছর...[সগর্বে টান টান করে শরীরকে] আমাকে দেখে তা বোঝা যায় না, না? ওর তুলনায় আমি তো একজন যুবকের মতো দেখতে, না? [থামে একটুক্ষণ] হ্যাঁট! [লাকি বাস্কেট নামিয়ে রাখে, টুপি খুলে ফেলে। ওর লম্বা সাদা চুল মুখ ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে। বগলের নিচে টুপি রেখে বাস্কেট তুলে নেয়] এইবার দেখো। [পোজো নিজের টুপি খুলে ফেলে। চকচকে টাক মাথা। টুপি পরে নেয় আবার] দেখলে?

ভ্লাডিমির : আর ওকে এখন তাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি? এই রকম পুরনো বিশ্বস্ত ভৃত্য।

এস্ট্রাগন : শুয়ার!

[পোজো উত্তরোত্তর চঞ্চল হয়ে ওঠে]

ভ্লাডিমির ওর সব সারটুকু চুষে নিয়ে আপনি এখন ওকে একটা...একটা কলার খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন? সত্যি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো [অস্ফুট বেদনাহত চিৎকার করে দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ আমি সহ্য করতে পারছি না...আর আমি...ও যে রকম করতে থাকে... তোমাদের কোনো ধারণা নেই...ভয়ংকর তা...ওকে যেতেই হবে...[হাত ছুঁড়তে থাকে]...আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি...[পড়ে যায়, হাতে মাথা গুঁজে রাখে] আর...আর আমি সহ্য করতে পারছি না...

[নীরবতা। সবাই পোজোর দিকে তাকায়]

ভ্লাডিমির : সহ্য করতে পারছে না।

এস্ট্রাগন : আর।

ভ্লাডিমির : পাগল হয়ে যাচ্ছে।

এস্ট্রাগন : ভয়ংকর।

ভ্লাডিমির : [লাকিকে উদ্দেশ করে] কী সাহস তোর! জঘন্য কাণ্ড! এত ভালো মনিব! তাকে এ রকম কষ্ট দিচ্ছিস! এত বছর পরে! সত্যি!

পোজো : [ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে] এত দয়ামায়া ছিল ওর... কত সাহায্য করত আমাকে, আনন্দ দিত...মাই গুড এঞ্জেল...আর এখন আমাকে মেরে ফেলছে।

এস্ট্রাগন : [ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করে] ওকে বদলাতে চায় নাকি?

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন : ওর জায়গায় আর কাউকে চায় নাকি?

ভ্লাডিমির : মনে হয় না।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : জানি না।

এস্ট্রাগন : জিজ্ঞেস করো।

পোজো : [অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে] ভদ্রমহোদয়গণ, আমার হঠাৎ কী হল আমি বলতে পারব না। মাফ করুন আমাকে। যা কিছু আমি বলেছি সব ভুলে যান। [ক্রমেই নিজের পূর্ব রূপ ফিরে পেতে থাকে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বলেছি তা সঠিক আমার মনে পড়ছে না, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, তার মধ্যে এক বিন্দুও সত্যি নেই। [বুক চিতিয়ে, বুক ঠুকে] আমাকে দেখে মনে হয় যে এই লোককে কষ্ট দেয়া যায়? সত্যি করে বলুন। [পকেট হাতড়ায়] পাইপটা কী করলাম?

ভ্লাডিমির চমৎকার বিকেল কাটছে আমাদের।

এস্ট্রাগন : অবিস্মরণীয়।

ভ্লাডিমির : এবং এখনো শেষ হয়নি।

এস্ট্রাগন : স্পষ্টতই।

ভ্লাডিমির : সবে শুরু হচ্ছে।

এস্ট্রাগন : জঘন্য।

ভ্লাডিমির পুতুলনাচের চাইতেও খারাপ।

এস্ট্রাগন : সার্কাস।

ভ্লাডিমির : গানের জলসা।

এস্ট্রাগন : সার্কাস।

পোজো : পাইপটা কোথায় রাখলুম।

এস্ট্রাগন : চিড়িয়া বটে! ওর ডাডিন হারিয়ে ফেলেছে।
[শব্দ করে হাসে]

ভ্লাডিমির : আসছি আমি।
[উইংসের দিকে দ্রুতপদে যায়]

এস্ট্রাগন : বারান্দার শেষ প্রান্তে, বাঁ ধারে।

ভ্লাডিমির : আমার জায়গাটা রেখো।
[ভ্লাডিমিরের প্রস্থান]

পোজো আমার ক্যাপ অ্যান্ড পিটারসনটা হারিয়ে ফেলেছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন [ভীষণ আমোদ পায়] উঃ, মরে যাব আমি!

পোজো : [মুখ তুলে] আপনি কোনোক্রমেই আমার পাইপটা কি... [ভ্লাডিমিরকে না দেখতে পেয়ে] ওহ্! চলে গেছে! বিদায় সম্ভাষণ না করেই! কেমন করে পারল? অপেক্ষা করতে পারত!

এস্ট্রাগন ফেটে যেত।

পোজো : ওহ্। [থামে একটুক্ষণ] ওহ্, তাহলে অবশ্য...

এস্ট্রাগন এখানে আসো।

পোজো কেন?

এস্ট্রাগন : এলে দেখবে।

পোজো তুমি চাও যে আমি উঠি?

এস্ট্রাগন কুইক! [পোজো উঠে দাঁড়ায়, এস্ট্রাগনের কাছে যায়]। এস্ট্রাগন ওদিকে আঙুল দেখিয়ে] দেখো!

পোজো [চোখে চশমা পরে নিয়েছে] ওহ্, কী কাণ্ড!

এস্ট্রাগন : সব শেষ।

[ভ্লাডিমিরের প্রবেশ, গম্ভীর মুখ। লাকিকে ঠেলে পথ থেকে সরিয়ে দেয়, লাথি মেরে টুল ফেলে দেয়, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে।]

পোজো বেশ নাখোশ ও।

এস্ট্রাগন : [ভ্লাডিমিরকে উদ্দেশ করে] সাংঘাতিক একটা মজা মিস করেছ তুমি। পিটি। [ভ্লাডিমির দাঁড়ায়, টুলটা সোজা করে রাখে, পায়চারি করে, অপেক্ষাকৃত শান্ত]

পোজো : শান্ত হয়ে আসছে। [চারপাশে তাকিয়ে] বস্তুতপক্ষে সবই শান্ত হয়ে আসছে। মস্ত এক প্রশান্তি নেমে আসছে। [হাত তুলে] শোনো! প্যান ঘুমুচ্ছে।

ভ্লাডিমির : রাত্রি কি নামবে না কখনো?

[ওরা তিনজনই আকাশের দিকে তাকায়]

পোজো : তার আগে তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না, না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : মানে...

পোজো : আরে, সেটা তো খুব স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, যদি কোনো গোডিনের সঙ্গে...গোডের সঙ্গে...গোডের সঙ্গে...আর, বুঝতেই পারছ কার কথা বলছি, আমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত, তবে হাল ছেড়ে দেবার আগে আঁধার রাত না হওয়া পর্যন্ত আমি অবশ্যই অপেক্ষা করতাম। [টুলের দিকে তাকায়] খুব বসতে ইচ্ছে করছে আমার, কিন্তু কাজটা কীভাবে করা যায় বুঝতে পারছি না।

এস্ট্রাগন : আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কি?

পোজো : আমাকে যদি বলো।

এস্ট্রাগন : কী?

পোজো : আমাকে যদি বসতে বলো তুমি।

ভ্লাডিমির : তাতে সাহায্য হবে?

পোজো : মনে হয়।

এস্ট্রাগন : বেশ। জনাব, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

পোজো : না, না, তা কী করে হয়! [থামে একটু। জনান্তিকে] আবার বলো।

এস্ট্রাগন : আহা, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, বসুন, নইলে নিউমোনিয়া হবে যে।

পোজো : সত্যি তাই মনে করেন আপনি?

এস্ট্রাগন : কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

পোজো : আপনার কথা অবশ্যই ঠিক। [বসে] বাঃ, আবার করলাম! [থামে] ধন্যবাদ, বন্ধুবর। [নিজের ঘড়ি দেখে] কিন্তু আর নয়, আমার কর্মসূচি রক্ষা করতে হলে এবার আমাকে যেতে হবেই।

ভ্লাডিমির : সময় থেমে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো [ঘড়ি কানের কাছে তুলে চেপে ধরে] সে কথা কখনো বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার, কখনো না। [আবার ঘড়ি পকেটে রেখে দেয়] আর যা খুশি আপনার করবেন, কিন্তু কক্ষনো এটা নয়।

এস্ট্রাগন : [পোজোর উদ্দেশে] আজ ওর কাছে সবই মনে হচ্ছে তমসাচ্ছন্ন।

পোজো : শুধু আকাশটাকে বাদ দিয়ে। [রসিকতায় খুশি হয়ে হেসে ওঠে] কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, আপনারা এ অঞ্চলের লোক নন, আমাদের গোধূলি সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। বলব তার কথা? [নীরবতা। এস্ট্রাগন আবার তার বুট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, ভ্লাডিমির তার টুপি নিয়ে] না, আপনাদের অনুরোধ না রক্ষা করে পারব না আমি। [ভেপোরাইজার] হ্যাঁ, দয়া করে একটু মন দিন এদিকে। [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন তাদের কাজে ব্যস্ত, লাকি প্রায় নিদ্রামগ্ন। পোজো দুর্বলভাবে চাবুক চালায় বাতাসে] কী হল এই চাবুকের? [উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে চাবুক হাঁকড়ায়, শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। লাকি লাফ দিয়ে জেগে ওঠে। ভ্লাডিমিরের টুপি, এস্ট্রাগনের বুট, লাকির টুপি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। পোজো চাবুক ফেলে দেয় মাটিতে] শেষ হয়ে গেছে এই চাবুকটা । [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনের দিকে তাকায়] কী বলছিলাম আমি?

ভ্লাডিমির : চলো যাই।

এস্ট্রাগন : কিন্তু দয়া করে একটু বসুন, বিনীত অনুরোধ করছি আমি, নয়ত মারা পড়বেন আপনি।

পোজো : খুব সত্যি কথা। [বসে। এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] আপনার নাম কী?

এস্ট্রাগন : আদম।

পোজো : [শুনতে পায়নি] ওহ্, হ্যাঁ! রাত্রি। [মাথা তোলে] কিন্তু দয়া করে আরেকটু মনোযোগী হও, নইলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। [আকাশের দিকে তাকায়] দেখো। [লাকি ছাড়া সবাই আকাশের দিকে তাকায়, লাকি ঘুমে ঢলে পড়ে। পোজো দড়িতে টান দেয়] এই শুয়ার, আকাশের দিকে তাকাবি? লাকি [আকাশের দিকে তাকায়] উত্তম, যথেষ্ট হয়েছে। [সবাই আকাশের দিকে তাকানো বন্ধ করে] এমন কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসাধারণত্ব রয়েছে এর মধ্যে? একটা আকাশ। দিনের এই সময়ে আর যেকোনো আকাশের মতোই হাল্কা, দ্যুতিময়। [থামে] এই দ্রাঘিমায়। [থামে] আবহাওয়া যখন ভালো থাকে। [কাব্যিক] এক ঘণ্টা আগে [ঘড়ির দিকে তাকায়, গদ্যময়] মোটামুটি [কাব্যিক] ক্লান্তিহীনভাবে লাল এবং সাদা আলোর ঝরনা বইয়ে দেবার পর যখন তার দীপ্তি শেষ হতে শুরু করে, হাল্কা বিবর্ণ হতে থাকে [দু হাত দিয়ে স্তরে স্তরে কমে যাবার ভঙ্গি] হাল্কা, আরেকটু হাল্কা, আরেকটু, যতক্ষণ পর্যন্ত না [নাটকীয় বিরতি, দু হাত প্রসারিত করার ভঙ্গি] ফ্যুশ্‌স! খতম! শেষ হয়ে যায়। কিন্তু [উপদেশদানের ভঙ্গিতে হাত তুলে] কিন্তু এই কোমলতা আর প্রশান্তি র পর্দার আড়ালে রাত্রি এগিয়ে আসছে হিংস্রভাবে [উত্তেজিত কণ্ঠে] এবং ফেটে পড়বে আমাদের উপর [আঙুল মটকে]...ফট্....এমনি করে [তার অনুপ্রেরণা উবে যায়] যখন আমরা তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। [নীরবতা। বিরস কণ্ঠে] কুত্তার বাচ্চা এই দুনিয়ায় এইটাই নিয়ম।

[দীর্ঘ নীরবতা]

এস্ট্রাগন : যতক্ষণ জানা থাকে।

ভ্লাডিমির : ততক্ষণ একজন কোনো রকম কাটিয়ে দিতে পারে।

এস্ট্রাগন : সামনে কী তা জানা আছে।

ভ্লাডিমির : আর দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এস্ট্রাগন : শুধু প্রতীক্ষা।

ভ্লাডিমির : আমাদের অভ্যেস আছে।

[টুপি তুলে নেয়, ভেতরে দেখে, ঝাঁকুনি দেয়, মাথায় চাপায়]

পোজো আমাকে কী রকম পেলে তোমরা? [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন অর্থহীন চোখে তার দিকে তাকায়] চমৎকার? ভালো? মাঝারি? মন্দ? রীতিমতো খারাপ?

ভ্লাডিমির [আগে বুঝতে পেরে] ওহ্, চমৎকার। খুব, খুব চমৎকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো : [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে] এবং আপনি, স্যার?

এস্ট্রাগন : ওহ্, ট্রে বঙ্, ট্রে ট্রে ট্রে বঙ্।

পোজো : [উচ্ছ্বসিত] ব্লেস ইউ, জেন্টলমেন, ব্লেস ইউ [থামে একটুক্ষণ] উৎসাহ লাভ করা আমার বড্ড দরকার। [থামে] শেষ দিকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি, লক্ষ করেছিলেন কি আপনারা?

ভ্লাডিমির : ওহ্, এই একরত্তি হয়ত।

এস্ট্রাগন : আমি ভেবেছিলাম সেটা বুঝি ইচ্ছাকৃত।

পোজো : ইয়ে, আমার স্মৃতিশক্তি বড় ত্রুটিপূর্ণ।
[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : এবং ইত্যবসরে কিছুই ঘটে না।

পোজো : আপনার তা ক্লান্তিকর মনে হয়?

এস্ট্রাগন : কিছুটা।

পোজো : [ভ্লাডিমিরকে লক্ষ করে] আর আপনার জনাব?

ভ্লাডিমির এর চাইতে অধিকতর আনন্দে আমার কাল কেটেছে।
[নীরবতা] পোজোর ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব চলে]

পোজো ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি...সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন।

এস্ট্রাগন না, না।

ভ্লাডিমির কী যেন বলছেন?

পোজো না, না, আপনাদের কথা একদম ঠিক। তাই আমি ভাবছি এই দুজন সৎ মানুষের জন্য, যাদের এমন ক্লান্তিকর সময় কেটেছে, তাদের জন্য আমার দিক থেকে আমি কিছু করতে পারি কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : এমনকি দশ ফ্রাংক হলেও তা ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

ভ্লাডিমির : আমরা ভিক্ষুক নই!

পোজো : আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি, ওদেরকে আনন্দ দেবার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি? সেইটেই আমার জিজ্ঞাস্য। অবশ্য আমি ওদের হাড় দিয়েছি, এটা ওটা নিয়ে আলাপ করেছি ওদের সঙ্গে, গোধূলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি তাদের কাছে, কিন্তু আমি যেজন্য যন্ত্রণাবিদ্ধ তা হল, এসব কি যথেষ্ট সেই প্রশ্ন।

এস্ট্রাগন : এমনকি পাঁচও।

ভ্লাডিমির [এস্ট্রাগনকে লক্ষ করে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] যথেষ্ট হয়েছে!

এস্ট্রাগন : এর চাইতে কম আমি নিতে পারব না।

পোজো : এটা কি যথেষ্ট? নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমি উদার। তাই আমার স্বভাব। আজ বিকেলে। আমারই ভোগান্তি। [দড়িতে টান দেয়। লাকি চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়] কারণ, কোনো সন্দেহ নেই যে, সে জন্য আমাকে কষ্ট পেতে হবে। [চাবুক হাতে তুলে নেয়] কী পছন্দ আপনাদের? ওকে দিয়ে নাচ করাব, না গান, না আবৃত্তি, না চিন্তা, না—

এস্ট্রাগন : কাকে দিয়ে?

পোজো কাকে! আপনারা দুজন চিন্তা করতে জানেন, অ্যাঁ?

ভ্লাডিমির : ও চিন্তা করে?

পোজো : নিশ্চয়। সরবে। একসময় অতি সুন্দর চিন্তা করত ও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি শুনতাম। এখন... [শিউরে ওঠে] আমারই ভোগান্তি। যাক, আমাদের জন্য ও কিছু চিন্তা করবে, কী বলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমি বলি তার চাইতে বরং নাচুক, সেইটেই বেশি মজার হবে নাকি?

পোজো : তেমন কোনো কথা নেই।

এস্ট্রাগন : তুমি কী বলো, ডিডি, সেইটেই বেশি মজার হবে না?

ভ্লাডিমির : ওর চিন্তা শুনতে আমার ভালোই লাগবে।

এস্ট্রাগন : বোধহয় আগে নাচ, তারপর চিন্তা করতে পারে, যদি তাতে করে ওর কাছে বেশি দাবি না করা হয়।

ভ্লাডিমির [পোজোকে লক্ষ করে] এ কি সম্ভব হবে?

পোজো : অবশ্যই। ওর চাইতে সহজ কিছুই হতে পারে না। সেইটেই স্বাভাবিক কার্যক্রম।
[সংক্ষেপে হাসি]

ভ্লাডিমির তাহলে নাচুক।
[নীরবতা]

পোজো শুনছিস, শুয়ার?

এস্ট্রাগন : ও কখনো আপত্তি করে না?

পোজো একবার করেছিল। [নীরবতা]

নাচ, হতভাগা!

[লাকি টুপি এবং বাস্কেট নামিয়ে রাখে, সামনের দিকে এগিয়ে আসে, পোজোর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। লাকি নাচে। নাচ থামায়]

এস্ট্রাগন : ব্যস?

পোজো এস্কোর?

[লাকি আবার পূর্বোক্ত ভঙ্গি করে, থামে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ছোঃ। এ রকম তো আমিও করতে পারি। [লাকির অনুকরণ করে, প্রায় পড়ে যায়] একটু প্র্যাকটিস করলেই পারব।

পোজো : একসময় ও নানান নাচ করতে পারত। ফ্যারানডোল, ফ্লিংগ, ব্রল, জিগ, ফ্যানডাঙ্গো, এমনকি হর্নপাইপও। কী সব কঠিন নাচ। খুশির প্রাবল্যে। আর এখন শুধু এইটুকু পারে। এর নাম ও কী দিয়েছে জানেন?

এস্ট্রাগন : স্কেপগোট্স্ অ্যাগনি।

ভ্লাডিমির : হার্ড স্টুল।

পোজো : দি নেট। জাল। ওর ধারণা ও একটা জালে আটকা পড়ে গেছে।

ভ্লাডিমির [নন্দনতাত্ত্বিকের মতো আঁকুপাঁকু করতে করতে] এর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে...
[লাকির শরীর ঋজু হয়ে আসে]

এস্ট্রাগন : ও যে একবার আপত্তি করেছিল তার কথা বলুন।

পোজো সানন্দে, সানন্দে। [পকেটে কী যেন হাতড়ায়] একটু দাঁড়ান। [আবার খোঁজে] আমার স্প্রে কী করলাম? [খোঁজে এলোপাতাড়ি] কি আশ্চর্য... [মুখ তোলে, সারা মুখে বিপর্যয়ের চিহ্ন। করুণ গলায়] আমার পালভারাইজার খুঁজে পাচ্ছি না!

এস্ট্রাগন : [দুর্বল কণ্ঠে] আমার বাঁ ফুসফুস বড় দুর্বল! মিহি করে কাশে। তারপর উদাত্ত গলায়] কিন্তু আমার ডান ফুসফুস একদম তরতাজা!

পোজো : [স্বাভাবিক কণ্ঠে] থাক গে! কী বলছিলাম। [চিন্তা করে] দাঁড়ান। [চিন্তা] বা রে—[মাথা তোলে] হেল্প মি!

এস্ট্রাগন : দাঁড়ান!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : দাঁড়ান!

পোজো : দাঁড়ান!

[তিনজনই একসঙ্গে মাথার টুপি খুলে ফেলে, কপাল চেপে ধরে, খুব মন দিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করে]

এস্ট্রাগন : [বিজয়ীর ভঙ্গিতে] আহ্!

ভ্লাডিমির : ও পেরেছে!

পোজো : [অসহিষ্ণু গলায়] কী?

এস্ট্রাগন : ও মালপত্রগুলো নামিয়ে রাখে না কেন?

ভ্লাডিমির : রাবিশ!

পোজো : তুমি ঠিক জানো?

ভ্লাডিমির : ড্যাম ইট, আপনি কি ইতিমধ্যেই আমাদের তা বলেননি?

পোজো : আমি সে কথা আপনাদের বলে দিয়েছি।

এস্ট্রাগন : সে কথা উনি আমাদের বলে দিয়েছেন?

ভ্লাডিমির : যাই হোক, ও নামিয়ে রেখেছে সেসব।

এস্ট্রাগন : [লাকির দিকে আড়চোখে তাকায়] তাই তো দেখছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

ভ্লাডিমির : মালপত্র যদি নামিয়েই রাখে, তাহলে কেন নামিয়ে রাখে না সে কথা জিজ্ঞেস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পোজো : অকাট্য যুক্তি!

এস্ট্রাগন : আর, কেন নামিয়ে রেখেছে?

পোজো উত্তর দিন।

ভ্লাডিমির নাচার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ঠিক!

পোজো : ঠিক!

[নীরবতা। সবাই টুপি মাথায় দেয়]

এস্ট্রাগন : কিছুই ঘটে না, কেউ আসে না, কেউ যায় না, অসহ্য।

ভ্লাডিমির : [পোজোকে উদ্দেশ করে] ওকে চিন্তা করতে বলুন।

পোজো : ওর টুপি দিন ওকে।

ভ্লাডিমির : ওর টুপি?

পোজো : টুপি ছাড়া ও চিন্তা করতে পারে না।

ভ্লাডিমির : [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] ওকে ওর টুপি দাও।

এস্ট্রাগন : আমি? আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তারপর! কক্ষনো না।

এস্ট্রাগন : আমি দেব।

[নড়ে না]

ভ্লাডিমির : [পোজোর উদ্দেশে] ওকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলুন।

পোজো : দিয়ে আসাই ভালো।

ভ্লাডিমির আমি দেব।

[টুপিটা তুলে দূর থেকে হাত লম্বা করে লাকির দিকে এগিয়ে ধরে, লাকি নড়ে না]

পোজো ওর মাথায় পরিয়ে দিতে হবে।

এস্ট্রাগন [পোজোর উদ্দেশে] ওকে নিতে বলুন।

পোজো : ওর মাথায় পরিয়ে দেয়াই ভালো।

ভ্লাডিমির : আমি দিচ্ছি।

[লাকির পিছন দিক দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে তার কাছে এগিয়ে যায়, ওর মাথায় টুপিটা বসায়, দ্রুত পিছনে সরে আসে। লাকি নড়ে না। নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : অপেক্ষা করছে। কী জন্যে?

পোজো : পিছনে সরে দাঁড়াও! [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন লাকির কাছ থেকে দূরে সরে যায়। পোজো দড়িতে টান দেয়। লাকি পোজোর দিকে তাকায়] চিন্তা কর, শুয়ার! [একটুক্ষণ চুপচাপ। লাকি নাচতে শুরু করে] থাম। [লাকি থামে] সামনে। [লাকি এগিয়ে আসে] থাম। [লাকি থামে] চিন্তা কর। [নীরবতা]

লাকি পক্ষান্তরে, এ সম্পর্কে—

পোজো থাম। [লাকি থামে] পিছনে। [লাকি পিছনে সরে] থাম। [লাকি থামে] ঘোর। [লাকি প্রেক্ষাগৃহের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়] চিন্তা কর।

[লাকির বক্তৃতাকালে অন্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হবে (১) ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, পোজো বিমর্ষ এবং বিরক্ত (২) ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন আপত্তি জানাতে আরম্ভ করে, পোজোর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় (৩) ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন আবার মনোযোগী, পোজো আরো উত্তেজিত, আরো বেদনার্ত (৪) ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে, পোজো লাফিয়ে উঠে দড়িতে টান দেয়। সবার চেঁচামেচি। লাকিও দড়ি ধরে টানে, প্রায় পড়ে যায়, চিৎকার করে নির্ধারিত বক্তব্য উচ্চারণ করতে থাকে। ওরা তিনজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাকি যুঝতে থাকে, চিৎকার করে বক্তৃতা চালিয়ে যায়]

লাকি : পুঞ্চার এবং ওয়াটম্যানের গ্রন্থাদিতে উচ্চারিত ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধরে নিলে কোয়া কোয়া কোয়া তাঁর সঙ্গে সফেদ শ্মশ্রু নিয়ে কোয়া কোয়া কায়া অন্তহীন সময়ের বৃত্তের বাইরে যিনি স্বর্গীয় নিষ্করুণতা স্বর্গীয় নিষ্করুণিয়া স্বর্গীয় নিষিয়ার চূড়া থেকে আমাদের গভীরভাবে ভালোবাসেন কিছু ব্যতিক্রমসহ কারণ অজ্ঞাত কিন্তু সময়ে জানা যাবে সব এবং কারণ অজ্ঞাত কিন্তু সময়ে জানা যাবে সব এমন কতিপয়ের সঙ্গে যারা চরম যন্ত্রণার গহ্বরে স্বর্গীয় মিরান্ডার মতো কষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহ্য করেন অগ্নিতে নিমজ্জিত যে অগ্নিরশ্মি যদি জ্বলতে থাকে এবং কে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ করতে পারে আকাশকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে অর্থাৎ নরককে বিস্ফোরণের মতো ঠেলে দেবে স্বর্গ পর্যন্ত এত নীল নিস্তব্ধ প্রশান্ত এত প্রশান্ত যদিও খণ্ডিত তবু কিছু নাই এর চাইতে শ্রেয় কিন্তু এত দ্রুত নয় এবং সবকিছু বিবেচনা করে যেটা আরো বড়ো কথা যে অসমাপ্ত পরিশ্রম যা নাকি সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে এককাকাডেমি অব অ্যানথ্রোপোপোমেট্রি অব ইসে-ইচ-পসি অব টেসটিউ অ্যান্ড কানার্ড যার ফলশ্রুতি হিসেবে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল রকম সন্দেহের বাইরে যে মানুষের পরিশ্রমে সঙ্গে যা যুক্ত যা টেসটিউ অ্যান্ড কানার্ডের অসমাপ্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা অতঃপর কিন্তু এত দ্রুত নয় কারণ অজ্ঞাত যা পুঞ্চার এবং ওয়াটম্যানের গ্রন্থাদির ফলশ্রুতি হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ফার্টভ এবং বেলচারের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে যা অসমাপ্ত রয়েছে অজ্ঞাত কারণে টেসটিউ অ্যান্ড কানার্ডের কাজ অসমাপ্ত কারণ অজ্ঞাত এটা প্রতিষ্ঠিত যে অনেকেই মেনে নিতে অসম্মত যে টেসটিউ অ্যান্ড কানার্ডের পসিতে মানুষ যে এসিতে মানুষ যে সংক্ষেপে মানুষ এক কথায় মানুষ এলিমেন্টেশন এবং ডেফিকেশনের অগ্রগতি সত্ত্বেও ক্ষয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং শুকিয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে যা আরো বড়ো কথা অজ্ঞাত কারণে শারীরিক ক্রীড়া ইত্যাদির অগ্রগতি সত্ত্বেও টেনিস ফুটবল দৌড়-ঝাঁপ সাইকেল চালনা সাঁতার ফ্লাইং ঘোড় দৌড় গ্লাইডিং কোনাটিং কামোগি স্কেটিং সব রকম টেনিস ডাইং ফ্লাইং সব রকম খেলাধুলা শরৎকালীন গ্রীষ্মকালীন শীতকালীন শীতকালীন টেনিস সব রকমের হকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেনিসিলিন এবং সুকাডানি এক কথায় আমি আবার বলছি এবং একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে অজ্ঞাত কারণে কুঁকড়ে যেতে থাকে ক্ষয়ে যেতে থাকে টেনিস সত্ত্বেও আবার আমি শুরু করি ফ্লাইং গ্লাইডিং নয় এবং আঠারো হোলের উপর গলফ সব রকমের টেনিস এক কথায় ফেকহাম পেকহাম ফুলহাম ক্ল্যাপহামের অজ্ঞাত কারণে অর্থাৎ একই সঙ্গে সমান্ত রাল যা কিনা আরো বড় কথা অজ্ঞাত কারণে কিন্তু সময়ে জানা যাবে সব কুঁকড়ে যাবে ক্ষয়ে যাবে আবার বলছি ফুলহাম ক্ল্যাপহাম এক কথায় নির্জলা ক্ষতি প্রতি কাপুটে বিশপ বার্কলের মৃত্যুর পর থেকে প্রতি কাপুটে প্রায় এক ইঞ্চি চার আউন্সের মতো মোটামুটি অল্প বিস্তর নিকটতম দশমিক পর্যন্ত পুরো সংখ্যায় সম্পূর্ণ নগ্ন কোনেমারায় শুধু মোজা পায়ে এক কথায় অজ্ঞাত কারণে যে জন্যই হোক না কেন কিছুই তাতে যায় আসে না তথ্য জাজ্বল্যমানভাবে উপস্থিত এবং যা কিনা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে স্টিনউইগ এবং পিটারম্যানের নিষ্ফল পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তরে পাহাড়ে সমুদ্রে নদীতে খালে বিলে অগ্নিতে বায়ুতে সব একই এবং তারপর পৃথিবীতে অর্থাৎ বায়ুতে এবং পৃথিবীতে প্রচণ্ড শীতে প্রচণ্ড অন্ধকার বায়ু আর পৃথিবী পাথরের বাসস্থল প্রচণ্ড শীতে হায় হায় ছয়শত এবং কতিপয় সালে বায়ু পৃথিবী সমুদ্র পৃথিবী পাথরে বাসস্থল অসীম মহাসমুদ্রে প্রচণ্ড শীতলতায় সমুদ্রবক্ষে মাটিতে আকাশে আমি আবার বলছি কারণ অজ্ঞাত টেনিস সত্ত্বেও জাজ্বল্যমান তথ্য কিন্তু সময়ে জানা যাবে সব আমি আবার বলছি হায় হায় সংক্ষেপে মোদ্দা কথা পাথরের বাসস্থলে বাসস্থলে কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারে এ সম্পর্কে আবার বলছি কিন্তু এত দ্রুত নয় আবার বলছি খুলিটা শুকিয়ে যাবে ক্ষয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে যা আরো বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা অজ্ঞতা কারণে টেনিস সত্ত্বেও শ্মশ্রুর উপরে আগুনের শিখা অশ্রুরাশি পাথর এত নীল এত প্রশান্ত হায় হায় খুলির উপর খুলি খুলি খুলি কোনেমারায় টেনিস সত্ত্বেও সব প্রয়াস বিসর্জিত, পরিত্যক্ত অসমাপ্ত আরো মারাত্মক পাথরের বাসস্থল এক কথায় আবার বলছি হায় হায় পরিত্যক্ত অসমাপ্ত খুলি খুলি কোনেমারায় টেনিস সত্ত্বেও খুলি হায় পাথর কানার্ড [ধস্তাধস্তি, শেষ চিৎকার] টেনিস...পাথর...এত প্রশান্ত ...কানার্ড...অসমাপ্ত....

পোজো : ওর টুপি!

[ভ্লাডিমির লাকির টুপি তুলে নেয়। লাকি নীরব। পড়ে যায়। সব চুপচাপ। বিজয়ীদের বড়ো বড়ো নিশ্বাস পড়তে থাকে]

এস্ট্রাগর্ন : শোধ নিলাম।

[ভ্লাডিমির টুপিটা পরীক্ষা করে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেতরটা দেখে]

পোজো : আমাকে দাও! [ভ্লাডিমিরের হাত থেকে কেড়ে নেয় টুপিটা, মাটিতে ছুঁড়ে মারে, পা দিয়ে মাড়ায়] ওর চিন্তা এবার চিরতরে খতম!

ভ্লাডিমির কিন্তু হাঁটতে পারবে তো?

এস্ট্রাগন : হাঁটুক কিম্বা হামাগুড়ি দিক! [লাকিকে পদাঘাত করে] ওঠ শুয়ার!

এস্ট্রাগন : বোধহয় মরে গেছে।

ভ্লাডিমির : আপনি ওকে মেরে ফেলবেন।

পোজো : ওঠ কুত্তার বাচ্চা!
[দড়ি ধরে টানে] হেল্প মি!

ভ্লাডিমির : কীভাবে?

পোজো ওকে তোলো।

[ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন লাকিকে তুলে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়, এক মুহূর্তের জন্য ধরে রাখে, তারপর ছেড়ে দেয়। লাকি পড়ে যায়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ইচ্ছে করে ও-রকম করছে ব্যাটা।

পোজো : ধরে রাখতে হবে। [একটু চুপচাপ] এসো, এসো, তুলে ধরো।

এস্ট্রাগন : জাহন্নামে যাক ও।

ভ্লাডিমির : এসো, আরেকবার।

এস্ট্রাগন : আমাদের ভেবেছে কী ও?
[ওরা লাকিকে ওঠায়, ধরে থাকে]

পোজো : ছেড়ে দিও না। [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন নড়বড় করতে থাকে] নোড়ো না। [পোজো ব্যাগ এবং বাস্কেট নিয়ে আসে, লাকির দিকে অগ্রসর হয়] শক্ত করে ধরো ওকে। [লাকির হাতে ব্যাগ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে লাকি তা ফেলে দেয়] ছেড়ে দিও না ওকে। [আবার লাকির হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দেয়। ক্রমে, ব্যাগের স্পর্শের প্রভাবে, লাকি সংবিত ফিরে পায়, ব্যাগের হাতলের উপর তার আঙুলগুলো এঁটে বসে] শক্ত করে ধরে রাখো ওকে! [বাস্কেট নিয়ে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া] ব্যস! এবার ছেড়ে দিতে পারো।

[ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন লাকির কাছ থেকে সরে আসে, ও টলমল করে, মাথা ঘুরে ওঠে ওর, পড়ে যাবার উপক্রম হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাগ আর বাস্কেট হাতে নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। পোজো পিছনে সরে আসে, চাবুকের শব্দ করে] সামনে! [লাকি টলমলে পায়ে সামনে এগোয়] পিছনে [লাকি টলমল পায়ে পিছনে হটে] ঘোর! [লাকি ঘুরে দাঁড়ায়] চমৎকার। ও হাঁটতে পারবে।

[ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে] ধন্যবাদ, ভদ্র-মহোদয়গণ, আর...দেখছি...[পকেট হাতড়ায়] আমি আপনাদের...[পকেট হাতড়ায়]....আপনাদের আমি... ...[পকেট হাতড়ায়]....আমার ঘড়িটা কী করলাম? ...[পকেট হাতড়ায়].... একটা খাঁটি হাফ-হান্টার, ভদ্রমহোদয়গণ...[ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দাদা দিয়েছিলেন। [মাটিতে খোঁজে। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনও। পোজো পা দিয়ে লাকির টুপির অবশিষ্টাংশটুকু উল্টে দেয়] কি আশ্চর্য—

ভ্লাডিমির : হয়ত আপনার পেটের মধ্যে রয়েছে।

পোজো : দাঁড়াও। [দুমড়ে মুচড়ে নিজের কান পেটের ওপর লাগাতে চেষ্টা করে, কান পেতে শোনে। নীরবতা] কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি। [ওদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করে। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন তার কাছে যায়, ওর পেটের উপর উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে] টিক টিক শব্দ শোনা উচিত।

ভ্লাডিমির : চুপ!
[সবাই ঝুঁকে পড়ে উবু হয়ে শোনে]

এস্ট্রাগন : আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

পোজো : কোথায়?

ভ্লাডিমির সে তো হৃৎপিণ্ড।

পোজো : [নিরাশ হয়ে] ছোঃ!

ভ্লাডিমির : চুপ!

এস্ট্রাগন : হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে।
[ওরা সোজা হয়ে দাঁড়ায়]

পোজো : তোমাদের মধ্যে কার মুখে এত দুর্গন্ধ?

এস্ট্রাগন : ওর মুখে পচা গন্ধ, আমার দেহে পচা পা।

পোজো আমাকে এবার যেতেই হবে।

এস্ট্রাগন : আপনার হাফ-হান্টার?

পোজো : নিশ্চয়ই কুঠিবাড়িতে ফেলে এসেছি।
[নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : তাহলে বিদায়।

পোজো : বিদায়।

ভ্লাডিমির : বিদায়।

পোজো : বিদায়।

[নীরবতা। কেউ নড়ে না]

ভ্লাডিমির : বিদায়

পোজো : বিদায়।

এস্ট্রাগন : বিদায়।

[নীরবতা]

পোজো : এবং ধন্যবাদ।

ভ্লাডিমির : আপনাকে ধন্যবাদ।

পোজো : না, না।

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

পোজো : না, না।

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এস্ট্রাগন : না, না।

[নীরবতা]

পোজো : আমি কিছুতেই যেন পারছি না...

[অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর]...বিদায় নিতে।

এস্ট্রাগন : জীবন এই রকমই।

[পোজো ঘুরে দাঁড়ায়, লাকির কাছ থেকে দূরে উইংসের দিকে সরে যায়, যেতে যেতে দড়ি শিথিল করতে থাকে]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আপনি উল্টো দিকে যাচ্ছেন।

পোজো : আমার রানিং স্টার্ট প্রয়োজন? [দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে অর্থাৎ মঞ্চের বাইরে এসে থামে, ঘুরে দাঁড়ায়, চেঁচিয়ে ওঠে] পেছনে সরে যাও! [ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন পিছনে সরে আসে, পোজোর দিকে তাকায়। চাবুকের তীব্র শব্দ] চল চল চল।
[লাকি চলতে শুরু করে]

এস্ট্রাগন : চল।

ভ্লাডিমির : চল।
[লাকি চলতে শুরু করে]

পোজো : আরো জোরে! [মঞ্চে প্রবেশ করে, সামনে লাকিকে নিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করে। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন টুপি খুলে নাড়তে থাকে। লাকির নিষ্ক্রমণ] চল চল চল। [মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়। দড়ি টান টান হয়ে ওঠে। লাকির পতনের শব্দ শোনা যায়] টুল!
[ভ্লাডিমির টুল এনে পোজোকে দেয়, পোজো লাকির দিকে ছুঁড়ে দেয়]
বিদায়!

ভ্লাডিমির :
এস্ট্রাগন : } [হাত নাড়তে নাড়তে] বিদায়! বিদায়!

পোজো : ওঠ শুয়ার! [লাকির উত্থানের শব্দ] চল। [পোজোর প্রস্থান]
আরো জোরে! চল চল। বিদায়! শুয়ার! ঈ-প্! বিদায়!
[দীর্ঘ নীরবতা]

ভ্লাডিমির : খানিকটা সময় কাটল।

এস্ট্রাগন : কোনো না কোনো রকমে কাটতই।

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, কিন্তু এত দ্রুত নয়।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ]

এস্ট্রাগন : এবার কী করব আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : জানি না।

এস্ট্রাগন : চলো যাই।

ভ্লাডিমির : না।

এস্ট্রাগন : কেন না?

ভ্লাডিমির : আমরা গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।

এস্ট্রাগন : [হতাশার সঙ্গে] ওহ্!

[কিছুক্ষণ চুপচাপ]

ভ্লাডিমির : কী রকম বদলে গেছে ওরা!

এস্ট্রাগন : কারা?

ভ্লাডিমির : ওরা দুজন।

এস্ট্রাগন : উত্তম। হ্যাঁ, একটু আলাপ করা যাক।

ভ্লাডিমির : তাই না?

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : বদলায়নি?

এস্ট্রাগন : খুব সম্ভব ওরা সবাই বদলায়। শুধু আমরা পারি না।

ভ্লাডিমির : সম্ভব! সুনিশ্চিত। কেন, তুমি দেখলে না ওদের?

এস্ট্রাগন : দেখেছি বোধহয়। কিন্তু আমি ওদের চিনি না।

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, তুমি ওদের চেনো।

এস্ট্রাগন : না আমি চিনি না।

ভ্লাডিমির আমি বলছি আমরা ওদের চিনি। তুমি সবকিছু ভুলে যাও। [একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিজের প্রতি] অবশ্য ওরা যদি তারা না হয়...

এস্ট্রাগন তাহলে ওরা আমাদের চিনল কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির তাতে কিছু বোঝা যায় না। আমিও তো তাদের না চেনার ভান করেছিলাম। তা ছাড়া আমাদের কেউ কখনো চেনে না।

এস্ট্রাগন : বাদ দাও। আমাদের যা দরকার—আউ! [ভ্লাডিমিরের কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় না] আউ!

ভ্লাডিমির [আপন মনে] অবশ্য ওরা যদি তারা না হয়...

এস্ট্রাগন : ডিডি! এবার অন্য পা!

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে টিবির দিকে চলে যায়]

ভ্লাডিমির : অবশ্য ওরা যদি তারা না হয়...

বালক : [মঞ্চের বাইরে থেকে] মিস্টার! [এস্ট্রাগন দাঁড়িয়ে পড়ে। দুজনই স্বরের পানে তাকায়]

এস্ট্রাগন : আবার শুরু হল।

ভ্লাডিমির : এসো খোকা।

[বালকের প্রবেশ, ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ায়]

বালক মিস্টার এলবার্ট...?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ।

এস্ট্রাগন : কী চাও তুমি?

ভ্লাডিমির : এগিয়ে এসো।

[বালক নড়ে না]

এস্ট্রাগন : [কঠিন গলায়] তোমাকে এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে, শুনতে পাচ্ছ না?

[ভয়ে ভয়ে বালক এগিয়ে আসে, থামে]

ভ্লাডিমির কী বলতে চাও?

বালক : মি. গডো...

ভ্লাডিমির সে তো বটেই...[একটুক্ষণ চুপ করে থাকে] এগিয়ে আসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : [হিংস্রভাবে] এগিয়ে আসবে তুমি! [বালকটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে] এত দেরি হল কেন তোমার?

ভ্লাডিমির : মি. গডোর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছ?

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

ভ্লাডিমির বেশ, কী সেটা?

এস্ট্রাগন এত দেরি হল কেন তোমার?
[বালকটি ওদের দুজনের দিকে পরপর তাকায়, কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে বুঝতে পারে না]

ভ্লাডিমির : [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] ওর পেছনে লেগো না তুমি।

এস্ট্রাগন : [হিংস্রভাবে] তুমি আমার পেছনে লেগো না! [বালকের উদ্দেশে, এগিয়ে গিয়ে] এখন কটা বাজে জানো?

বালক : [ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে] আমার কোনো দোষ নেই, স্যার।

এস্ট্রাগন কার দোষ তাহলে? আমার?

বালক আমার ভয় করছিল স্যার।

এস্ট্রাগন : কীসের ভয় করছিল? আমাদেরকে? [একটু থামে] জবাব দাও!

ভ্লাডিমির : আমি জানি। ওরা অন্যদেরকে ভয় করছিল।

এস্ট্রাগন : তুমি কতক্ষণ ধরে আছ আছো এখানে?

বালক : বেশ কিছুক্ষণ, স্যার।

ভ্লাডিমির চাবুকের ভয় করছিল তোমার।

বালক হ্যাঁ সার।

ভ্লাডিমির আর চিৎকারের।

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : তুমি এ অঞ্চলের লোক? তোমার দেশ এখানে? [নীরবতা] এখানে বাড়ি তোমার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক : হ্যাঁ স্যার।

এস্ট্রাগন : সব মিথ্যে কথা। [বাহু ধরে ঝাঁকুনি দেয়] সত্যি কথা বলো।

বালক : [কাঁপতে কাঁপতে] সত্যি কথাই বলছি, স্যার।

ভ্লাডিমির : আঃ, ওকে ছেড়ে দাও। তোমার হয়েছে কী? [এস্ট্রাগন বালকটিকে ছেড়ে দেয়, দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে সরে যায়। ভ্লাডিমির এবং বালকটি ওকে লক্ষ করে। এস্ট্রাগন মুখ থেকে হাত নামায়। মুখ ব্যথায় যন্ত্রণায় বিকৃত] কী হয়েছে তোমার?

এস্ট্রাগন : মন খারাপ আমার।

ভ্লাডিমির : না, না। সত্যি বলছ? কখন থেকে?

এস্ট্রাগন : ভুলে গেছি।

ভ্লাডিমির স্মৃতি মানুষের সঙ্গে কি যে অবিশ্বাস্য চালাকি করে! [এস্ট্রাগন কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে, চেষ্টা বিসর্জন দেয়, খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের জায়গায় যায়, বসে পড়ে, তারপর জুতো খুলতে আরম্ভ করে। বালকের প্রতি] তারপর?

বালক : মি. গডো—

ভ্লাদিমির তোমাকে আমি আগে দেখেছি, তাই না?

বালক : আমি বলতে পারব না, স্যার।

ভ্লাডিমির : তুমি আমাকে চেনো না?

বালক : না স্যার।

ভ্লাডিমির : তুমি গতকাল আসোনি?

বালক না স্যার।

ভ্লাডিমির : এই প্রথমবার তোমার?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির কথা, কেবল কথা! [একটু চুপ করে থাকে] বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক [এক নিঃশ্বাসে] মি. গডো আপনাদের বলতে বলেছেন যে তিনি আজ বিকেলে আসতে পারছেন না, কিন্তু কাল অবশ্যই আসবেন।

ভ্লাডিমির ব্যস, এই সব?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : তুমি মি. গডোর ওখানে কাজ করো?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : কী করো?

বালক ওঁর ছাগলের দেখাশোনা করি।

ভ্লাডিমির : তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন উনি?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : মারেন না তোমাকে?

বালক : না স্যার, আমাকে না।

ভ্লাডিমির : তবে কাকে মারেন?

বালক : আমার ভাইকে, স্যার।

ভ্লাডিমির : ও, তোমার ভাই আছে একটা?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : ও কী করে?

বালক : ও ভেড়াগুলো দেখাশোনা করে, স্যার।

ভ্লাডিমির : তা উনি তোমাকে মারেন না কেন?

বালক : জানি না, স্যার।

ভ্লাডিমির : তোমাকে নিশ্চয়ই ওঁর খুব পছন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক : জানি না, স্যার।
[নীরবতা]

ভ্লাডিমির তোমাকে যথেষ্ট খেতে দেন?
[বালকটি ইতস্তত করে] কী, তোমাকে ভালোমতো খাবার-দাবার দেন?

বালক : মোটামুটি ভালোই, স্যার।

ভ্লাডিমির : তুমি অসুখী নও, অ্যাঁ? [বালকটি ইতস্তত করে] শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : তাহলে?

বালক : আমি জানি না, স্যার।

ভ্লাডিমির : তুমি অসুখী না অসুখী নও তা জানো না?

বালক : না স্যার।

ভ্লাডিমির : তোমার অবস্থা দেখছি আমার মতোই। [নীরবতা] ঘুমাও কোথায় তুমি?

বালক : ওপরে, মাচায়।

ভ্লাডিমির : ভাইর সঙ্গে?

বালক : হ্যাঁ স্যার।

ভ্লাডিমির : খড়ের গাদায়?

বালক : হ্যাঁ স্যার।
[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

বালক : মি. গডোকে কী বলব, স্যার?

ভ্লাডিমির : তাঁকে বোলো...[ইতস্তত করে] ...তাঁকে বোলো যে আমাদের সঙ্গে তুমি দেখা করেছ। [একটু চুপ করে থাকে] আমাদের সঙ্গে তো তুমি দেখা করেছ, করোনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

[পিছু হটে, একটু ইতস্তত করে, ঘোরে, তারপর দৌড়ে প্রস্থান করে। হঠাৎ আলো মুছে যায়। এক মুহূর্তে রাত্রি নামে। পশ্চাতে চাঁদ ওঠে, আকাশে উঠতে থাকে, স্থির হয়ে দাঁড়ায়, সমস্ত দৃশ্যের উপর আলো ছড়াতে থাকে]

ভ্লাডিমির অবশেষে! [এস্ট্রাগন উঠে দাঁড়ায়, দু হাতে দুটো বুট নিয়ে ভ্লাডিমিরের দিকে এগিয়ে যায়। জুতোজোড়া মঞ্চের একেবারে একপ্রান্তে রাখে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চাঁদটাকে লক্ষ করে] কী করছ তুমি?

এস্ট্রাগন : ক্লান্তিতে বিবর্ণ।

ভ্লাডিমির : কী?

এস্ট্রাগন : আকাশে উঠতে গিয়ে, আমাদের মতো প্রাণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে।

ভ্লাডিমির তোমার জুতো। তোমার জুতো নিয়ে কী করছ তুমি?

এস্ট্রাগন : [জুতোর দিকে ঘুরে তাকিয়ে] ফেলে যাচ্ছি। [থামে] আরেকজন আসবে...একেবারে...একেবারে...একেবারে আমার... আমার মতো, কিন্তু একটু ছোটো পা, আর ওগুলো পেয়ে খুব খুশি হবে।

ভ্লাডিমির : কিন্তু খালি পায়ে তুমি পথ চলতে পারো না!

এস্ট্রাগন : যিশু পেরেছিলেন।

ভ্লাডিমির : যিশু! এর সঙ্গে যিশুর কী সম্পর্ক? তুমি নিজেকে যিশুখ্রিষ্টের সঙ্গে তুলনা করছ নাকি?

এস্ট্রাগন : সারা জীবন আমি নিজেকে যিশুখ্রিষ্টের সঙ্গে তুলনা করে এসেছি।

ভ্লাডিমির : কিন্তু তিনি যে দেশে ছিলেন তা ছিল উষ্ণ, শুষ্ক!

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ, আর খুব চটপট ওরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে ফেলেছিল। [নীরবতা]

ভ্লাডিমির আর আমাদের এখানে কিছু করার নেই।

এস্ট্রাগন এখানে নয়, কোথাও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আঃ গোগো, অমন করে বোলো না। কাল সবকিছু এর চাইতে ভালো হবে।

এস্ট্রাগন : এ সিদ্ধান্তের হেতু?

ভ্লাডিমির : ছেলেটা কী বলেছে শোনোনি?

এস্ট্রাগন : না।

ভ্লাডিমির বলেছে কাল গডো নিশ্চয়ই আসবেন। [চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ] এবার কী বলবে?

এস্ট্রাগন : তাহলে আমাদের শুধু এখানে বসে অপেক্ষা করলেই চলবে, আর কিছু করার দরকার নেই।

ভ্লাডিমির : পাগল নাকি তুমি? আমাদের এক্ষুনি লুকোতে হবে। [এস্ট্রাগনের হাত ধরে] চলো। [এস্ট্রাগনকে টেনে নিয়ে চলে। প্রথমে এস্ট্রাগন সঙ্গে আসে, তারপর বাধা দেয়। দুজনে দাঁড়ায়]

এস্ট্রাগন : [গাছের দিকে তাকিয়ে] দুর্ভাগ্য, সঙ্গে একটু দড়ি নেই।

ভ্লাডিমির : চলো। খুব ঠাণ্ডা।
[এস্ট্রাগনকে টেনে নিয়ে চলে। আগের মতোই]

এস্ট্রাগন : আমরা একসঙ্গে কত বছর ধরে আছি বলো তো?

ভ্লাডিমির জানি না। বোধহয় পঞ্চাশ বছর।

এস্ট্রাগন : আমি যেদিন রোন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?

ভ্লাডিমির ক্ষেত থেকে আঙ্গুর তুলছিলাম আমরা।

এস্ট্রাগন : তুমি আমাকে পানি থেকে টেনে তুলেছিলে।

ভ্লাডিমির সেসব মরে পচে হেজে গেছে।

এস্ট্রাগন আমার কাপড় রোদ্দুরে শুকিয়েছিল।

ভ্লাডিমির ওসব কথা মনে করে কোনো লাভ নেই। চলো।

[ওকে টেনে নিয়ে চলে। পূর্বানুবৃত্তি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : একটু দাঁড়াও।

ভ্লাডিমির : শীত করছে আমার।

এস্ট্রাগন : দাঁড়াও! [ভ্লাডিমিরের কাছ থেকে সরে যায়] ভাবছি আমরা যদি যে যার পথে আলাদা থাকতাম তাহলেই বোধহয় ভালো হত। [মঞ্চ পার হয়ে ঢিবির উপর গিয়ে বসে] আমরা দুজন ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্য তৈরি।

ভ্লাডিমির : [নিরুত্তাপ কণ্ঠে] তা নিশ্চিত নয়।

এস্ট্রাগন : না, কিছুই নিশ্চিত নয়।

[ভ্লাডিমির ধীরে ধীরে মঞ্চ পার হয়, এস্ট্রাগনের পাশে গিয়ে বসে]

ভ্লাডিমির : তুমি যদি ভালো মনে করো তাহলে এখনো আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি।

এস্ট্রাগন : এখন আর কিছুতে কিছু এসে যায় না।
[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : না, এখন আর কিছুতে কিছু এসে যায় না।
[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : কী? চলব এখন?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, চলো যাই।
[কেউ নড়ে না]

পর্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

পরদিন। একই সময়। একই জায়গা।

[মঞ্চের ঠিক মাঝখানে, সামনের দিকে, এস্ট্রাগনের বুটজোড়া, গোড়ালি গায়ে গায়ে লাগানো, আঙুলের দিকটা দু-পাশে ছড়ানো। লাকির টুপি একই জায়গায়।

গাছের তিন-চারটা পাতা আছে।

ভ্লাডিমিরের উত্তেজিত প্রবেশ। থামে, অনেকক্ষণ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ পাগলের মতো মঞ্চে ঘোরাফিরা করতে থাকে। জুতোর সামনে দাঁড়ায়, একপাটি হাতে তুলে নেয়, পরীক্ষা করে দেখে, গন্ধ শোঁকে, বিতৃষ্ণায় চোখমুখ কোঁচকায়, সন্তর্পণে নামিয়ে রাখে। আসে, যায়। একেবারে ডান প্রান্তে গিয়ে থামে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে সুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে। আসে, যায়। একেবারে বাঁ প্রান্তে গিয়ে থামে, আগের মতো করে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে গান গাইতে শুরু করে]

ভ্লাডিমির : এক কুকুর এক—

[খুব উঁচু পর্দায় আরম্ভ করেছে বুঝতে পেরে থামে, গলা পরিষ্কার করে, আবার শুরু করে]

এক কুকুর এক রান্নাঘরে ঢুকল
তারপর করল চুরি এক টুকরো রুটি।
বাবুর্চি খুন্তি দিয়ে তাকে পেটাল বেদম
কুকুরের দফা করল সে রফা॥

রাজ্যের কুকুর তখন দৌড়ে এল সেখানে
খুঁড়ল ওই কুকুরের জন্য একটি কবর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[থামে, চিন্তা করে, তারপর আবার শুরু করে]

রাজ্যের কুকুর তখন দৌড়ে এল সেখানে
খুঁড়ল ওই কুকুরের জন্য একটি কবর
আর লিখল কবর ফলকে এই কথা
অন্য সব কুকুর যেন পড়তে পারে

এক কুকুর এক রান্নাঘরে ঢুকল
তারপর করল চুরি এক টুকরো রুটি।
বাবুর্চি খুন্তি দিয়ে তাকে পেটাল বেদম
কুকুরের দফা করল সে রফা॥

রাজ্যের কুকুর তখন দৌড়ে এল সেখানে
খুঁড়ল ওই কুকুরের জন্য একটি কবর—
[থামে, চিন্তা করে, তারপর আবার শুরু করে]
রাজ্যের কুকুর তখন দৌড়ে এল সেখানে
কুকুরের জন্য একটি কবর...
[থামে, চিন্তা করে, তারপর আস্তে আস্তে কোমল কণ্ঠে]
খুঁড়ল ওই কুকুরের জন্য একটি কবর...

[এক মুহূর্ত নীরব নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরই পাগলের মতো মঞ্চে ঘোরাফিরা করে। গাছের সমনে দাঁড়ায়, আসে আর যায়, জুতোর সামনে দাঁড়ায়, আসে আর যায়, একেবারে ডান প্রান্তে গিয়ে থামে, দূরে তাকিয়ে থাকে, একেবারে বাঁয়ে যায়, দূরে তাকিয়ে থাকে। ডান দিক থেকে এস্ট্রাগনের প্রবেশ, নগ্ন পদযুগল, মাথা অনাবৃত। আস্তে আস্তে মঞ্চ পার হয়। ভ্লাডিমির ঘুরে দাঁড়ায়, তাকে দেখে]

ভ্লাডিমির আবার তুমি! [এস্ট্রাগন থামে, কিন্তু মাথা তোলে না। ভ্লাডিমির তার দিকে যায়] এখানে এসো, তোমাকে আলিঙ্গন করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ছুঁয়ো না আমাকে!

[ভ্লাডিমির থমকে দাঁড়ায়, বেদনাহত]

ভ্লাডিমির তুমি চাও যে আমি চলে যাই? [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ] গোগো! [চুপচাপ। ভ্লাডিমির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করে] তোমাকে কি ওরা মেরেছে? [চুপচাপ] গোগো! [এস্ট্রাগন নিরুত্তর, মাথা নিচু] কোথায় রাত কাটালে তুমি?

এস্ট্রাগন : ছুঁয়ো না আমাকে! প্রশ্ন কোরো না! কথা বোলো না আমার সঙ্গে! আমার কাছে থাকো!

ভ্লাডিমির : আমি কি কখনো তোমাকে ছেড়ে গেছি?

এস্ট্রাগন : তুমি আমাকে চলে যেতে দিয়েছিল।

ভ্লাডিমির : আমার দিকে তাকাও। [এস্ট্রাগন মুখ তোলে না। প্রচণ্ড জোরে] তাকাও আমার দিকে।

[এস্ট্রাগন মুখ তোলে। অনেকক্ষণ ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ আলিঙ্গন করে, একে অন্যের পিঠ চাপড়ায়। আলিঙ্গন শেষ হয়। এস্ট্রাগন সমর্থনশূন্য হয়ে প্রায় পড়ে যায়]

এস্ট্রাগন : কী দিন গেল!

ভ্লাডিমির : কারা মেরেছে তোমাকে? আমাকে বলো।

এস্ট্রাগন : আরেকটা দিন কাটল।

ভ্লাডিমির এখনো কাটেনি।

এস্ট্রাগন আর যাই ঘটুক না কেন আমার জন্য কেটে গেছে। [নীরবতা] আমি তোমাকে গান গাইতে শুনেছি।

ভ্লাডিমির ঠিক, মনে পড়ছে আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : তাই শেষ করেছে আমাকে। মনে মনে বলেছি, ও একেবারে একা, ভেবেছি আমি চিরকালের মতো চলে গেছি আর তাই গান করছে।

ভ্লাডিমির মনের উপর কি কারু পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে! আজ সারা দিন আমার মনে হয়েছে আমি প্রচণ্ড ফর্মে আছি। [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ] রাতে একবারও উঠিনি!

এস্ট্রাগন : [বিষণ্ন] দেখলে তো, আমি না থাকলে তোমার হিসিও ভালো হয়।

ভ্লাডিমির আমি তোমার অভাব বোধ করেছি খুব...আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখীও হয়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার না?

এস্ট্রাগন : [স্তম্ভিত] সুখী?

ভ্লাডিমির ওটা বোধহয় যথার্থ শব্দ হল না।

এস্ট্রাগন : আর এখন?

ভ্লাডিমির : এখন?...[উল্লসিত] আবার তুমি এসেছ...[উদাসীন] আবার আমরা একসঙ্গে...[তমসাচ্ছন্ন] আবার আমি এখানে।

এস্ট্রাগন : দেখলে, আমি সঙ্গে থাকলেই তোমার খারাপ লাগে। আমারও একা একাই ভালো লাগে।

ভ্লাডিমির : [বিরক্ত] তাহলে সব সময় হামাগুড়ি দিতে দিতে আবার ফিরে আসো কেন?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির না, কিন্তু আমি জানি। তার কারণ কেমন করে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তা তুমি জানো না। আমি থাকলে ওদের তোমাকে মারতে দিতাম না কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : তুমি ওদের বাধা দিতে পারতে না।

ভ্লাডিমির কেন পারতাম না?

এস্ট্রাগন : ওরা সংখ্যায় ছিল দশজন।

ভ্লাডিমির : না, মানে ওরা তোমাকে পিটুনি দেবার আগে, তুমি যা করেছিলে সেটা করার আগেই আমি তোমাকে থামিয়ে দিতাম।

এস্ট্রাগন : আমি কিছুই করিনি।

ভ্লাডিমির : তাহলে ওরা তোমাকে মারল কেন?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির না, না, গোগো। সত্যি কথা হল এই যে অনেক জিনিস তোমার চোখ এড়িয়ে যায় যা আমার চোখ এড়াতে পারে না। তুমি নিজেই এটা বুঝতে পারো।

এস্ট্রাগন : বলছি আমি কিছুই করিনি।

ভ্লাডিমির : হয়ত করোনি। কিন্তু যদি বেঁচে থাকতে চাও তবে করার পদ্ধতিটা, বুঝলে, পদ্ধতিটাই মূল্যবান।

এস্ট্রাগন : আমি কিছুই করিনি।

ভ্লাডিমির : তুমি বুঝতে পারছ না, নইলে তুমিও নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে খুশি হয়েছ।

এস্ট্রাগন : কীসের জন্য খুশি হব?

ভ্লাডিমির : আবার আমার কাছে ফিরে আসতে পেরেছ বলে।

এস্ট্রাগন : তোমার তাই মনে হয়?

ভ্লাডিমির : বলো, সত্যি না হলেও বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : কী বলতে হবে আমাকে?

ভ্লাডিমির বলো, আমি সুখী হয়েছি।

এস্ট্রাগন : আমি সুখী হয়েছি।

ভ্লাডিমির : আমিও।

এস্ট্রাগন : আমিও।

ভ্লাডিমির : আমরা সুখী।

এস্ট্রাগন : আমরা সুখী। [নীরবতা] আমরা তো সুখী, এবার কী করব?

ভ্লাডিমির : গডোর জন্য অপেক্ষা করব। [এস্ট্রাগন কঁকিয়ে ওঠে। নীরবতা] কালকের পর থেকে পরিস্থিতি বদলে গেছে।

এস্ট্রাগন : আর উনি যদি না আসেন?

ভ্লাডিমির : [এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থাকবার পর] সে তখন দেখা যাবে। [চুপচাপ] বলছিলাম যে কালকের পর থেকে পরিস্থিতি বদলে গেছে।

এস্ট্রাগন : সবকিছু থেকেই ঝরছে।

ভ্লাডিমির : গাছটার দিকে দেখো।

এস্ট্রাগন : কখনোই এক পূঁজ নয়, এই এখানে তো তারপর মুহূর্তেই অন্য কোনোখান থেকে।

ভ্লাডিমির : গাছটা, গাছটার দিকে দেখো।

[এস্ট্রাগন গাছের দিকে তাকায়]

এস্ট্রাগন : কাল, এখানে গাছটা ছিল না?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। তোমার মনে পড়ছে না? ওখান থেকে আমরা গলায় দড়ি দিয়ে প্রায় ঝুলে পড়ছিলাম। কিন্তু তুমি রাজি হওনি। মনে নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন স্বপ্ন দেখছ তুমি

ভ্লাডিমির এ কি সম্ভব যে তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেছ?

এস্ট্রাগন আমি ওই রকমই। হয় তক্ষুনি ভুলে যাই, নয়ত জীবনে ভুলি না।

ভ্লাডিমির আর পোজো এবং লাকি, তাদের কথাও ভুলে গেছ?

এস্ট্রাগন পোজো এবং লাকি?

ভ্লাডিমির সব ভুলে গেছে!

এস্ট্রাগন একটা উন্মাদের কথা মনে পড়ছে, লাথি মেরে আমার পায়ের চামড়া তুলে দিয়েছিল, তারপর ভাঁড়ামি করেছে।

ভ্লাডিমির ওই তো লাকি।

এস্ট্রাগন : মনে পড়ছে। কিন্তু কখন ঘটেছে ওসব?

ভ্লাডিমির : আর ওর রক্ষক, তার কথা মনে নেই?

এস্ট্রাগন : আমাকে একটা হাড় দিয়েছিল।

ভ্লাডিমির : ওই তো পোজো।

এস্ট্রাগন : আর তুমি বলছ, এই সবই গতকালের ঘটনা?

ভ্লাডিমির এই সবই গতকালের ঘটনা।

এস্ট্রাগন : এবং এইখানে, এখন আমরা যেখানে?

ভ্লাডিমির তোমার ধারণা কোথায়? তুমি জায়গাটা চিনতে পারছ না?

এস্ট্রাগন : [হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে] চিনব! চিনবার কী আছে? চিরটা কাল আমার এই জঘন্য জীবনে আমি শুধু কাদার ভেতর কিলবিল করেছি। আর তুমি আমার কাছে সিনারির গল্প করছ! [উন্মাদের মতো চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] এই আবর্জনার স্তূপের দিকে তাকিয়ে দেখো একবার। আমি কোনো দিন এখান থেকে এক পা-ও নড়িনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির শান্ত হও! শান্ত হও!

এস্ট্রাগন : তুমি আর তোমার দৃশ্যাবলি! কেঁচোর কথা বলো বরং আমাকে!

ভ্লাডিমির তবু তুমি নিশ্চয়ই এ কথা বলবে না যে এই জায়গার [ইঙ্গিতে দেখায়] সঙ্গে...[ইতস্তত করে] এই ধরো, মাকোন অঞ্চলের কোনো সাদৃশ্য আছে? এদের মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে সে কথা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।

এস্ট্রাগন : মাকোন অঞ্চল! মাকোন অঞ্চলের কথা কে তোমাকে বলেছে?

ভ্লাডিমির : কিন্তু তুমি নিজেই তো ছিলে মাকোন অঞ্চলে।

এস্ট্রাগন : না, আমি কোনো দিন মাকোন অঞ্চলে থাকিনি। তোমাকে বলছি, আমার কেন্নোর জীবন। কেন্নোর মতো চিরকাল আমি এখানেই কাটিয়েছি। এইখানে! এই কাকোন অঞ্চলে!

ভ্লাডিমির : কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি আমরা দুজন একত্রে ওখানে ছিলাম। একজনের ক্ষেতে আঙ্গুর তুলেছি আমরা, লোকটির নাম...[আঙুল মটকায়]...লোকটির নাম মনে করতে পারছি না, জায়গাটা হল গিয়ে...[আঙুল মটকায়]...জায়গাটার নাম মনে করতে পারছি না... তোমার মনে নেই?

এস্ট্রাগন : [একটু শান্ত] তা সম্ভব। আমি কিছু লক্ষ করিনি।
[নীরবতা। ভ্লাডিমির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে]

ভ্লাডিমির : তোমার সঙ্গে চলা বড়ো শক্ত, গোগো।

এস্ট্রাগন : আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।

ভ্লাডিমির সব সময়ই ও কথা বলো তুমি, তারপর সুড়সুড় করে আবার ফিরে আসো।

এস্ট্রাগন : আমাকে মেরে ফেললেই সব চাইতে ভালো হয়, অন্যদের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির কোন অন্যদের মতো?

এস্ট্রাগন : লক্ষ লক্ষ অন্যদের মতো।

ভ্লাডিমির : [ভারিক্কি ভঙ্গিতে] সবাইকে নিজের নিজের বোঝা বইতে হবে। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যু হয়। [দ্বিতীয় চিন্তার পর] এবং সবাই তাকে ভুলে যায়।

এস্ট্রাগন : কিন্তু যেহেতু আমরা নীরব থাকতে অসমর্থ, অতএব ইতিমধ্যে একটু শান্তভাবে আলাপ করার চেষ্টা করা যাক।

ভ্লাডিমির : ঠিক বলেছ, আমরা অফুরন্ত।

এস্ট্রাগন : যেন চিন্তা করতে না হয় সেজন্য।

ভ্লাডিমির : সে অজুহাত আমাদের আছে।

এস্ট্রাগন : যেন আমাদের শুনতে না হয় সেজন্য।

ভ্লাডিমির : যুক্তি আছে আমাদের।

এস্ট্রাগন : সমস্ত মৃত কণ্ঠস্বরগুলি।

ভ্লাডিমির : পাখার মতো শব্দ করে তারা।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

ভ্লাডিমির : বালির মতো।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ওরা সবাই, একসঙ্গে কথা বলে।

এস্ট্রাগন : প্রত্যেকে নিজের নিজের সঙ্গে।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ওরা ফিসফিস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন শন শন করে।

ভ্লাডিমির গুনগুন করে।

এস্ট্রাগন শনশন করে।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির কী বলে ওরা?

এস্ট্রাগন : তাদের জীবনের কথা।

ভ্লাডিমির বেঁচে থেকে তাদের তৃপ্তি হয়নি।

এস্ট্রাগন তা নিয়ে তাদের কথা বলতে হবে।

ভ্লাডিমির মরে গিয়ে তাদের তৃপ্তি হয়নি।

এস্ট্রাগন তা যথেষ্ট নয়।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির পালকের মতো শব্দ করে তারা।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

ভ্লাডিমির : ছাইয়ের মতো।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

[দীর্ঘ নীরবতা]

ভ্লাডিমির : কিছু বলো!

এস্ট্রাগন : চেষ্টা করছি।

[দীর্ঘ নীরবতা]

ভ্লাডিমির [যন্ত্রণাক্লিষ্ট] একটা যা কিছু বলো!

এস্ট্রাগন এখন কী করি আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা।

এস্ট্রাগন : ওহ্!

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির এ অসহ্য!

এস্ট্রাগন একটা গান করো।

ভ্লাডিমির না, না। [চিন্তা করে] আবার বোধহয় গোড়া থেকে শুরু করতে পারি।

এস্ট্রাগন : তা সহজ হওয়া উচিত।

ভ্লাডিমির শুরুটাই কঠিন।

এস্ট্রাগন যেকোনো জায়গা থেকে তুমি শুরু করতে পারো।

ভ্লাডিমির হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে স্থির করতে হবে তো।

এস্ট্রাগন সত্যি।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির একটু সাহায্য করো!

এস্ট্রাগন : চেষ্টা করছি।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির খুঁজলে পর শোনা যায়।

এস্ট্রাগন যায়।

ভ্লাডিমির সেটা পাওয়া থেকে রক্ষা করে।

এস্ট্রাগন করে।

ভ্লাডিমির চিন্তা করা থেকে রক্ষা করে।

এস্ট্রাগন তবু চিন্তা তুমি করোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির না, না, অসম্ভব।

এস্ট্রাগন : এই তো! এসো, পরস্পরের কথার প্রতিবাদ করা যাক।

ভ্লাডিমির : অসম্ভব।

এস্ট্রাগন তাই মনে হয় তোমার?

ভ্লাডিমির আর আমাদের চিন্তা করবার বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না।

এস্ট্রাগন : তাহলে অভিযোগ করছি কী জন্য?

ভ্লাডিমির : চিন্তা করাটাই সবচাইতে খারাপ ব্যাপার নয়।

এস্ট্রাগন হয়ত নয়। কিন্তু সে ব্যাপারটা তো রয়েইছে।

ভ্লাডিমির : কোন ব্যাপারটা?

এস্ট্রাগন : বাঃ। এসো, পরস্পরকে প্রশ্ন করা যাক।

ভ্লাডিমির কী বলতে চাও তুমি, অন্তত সে ব্যাপারটা তো রয়েছে?

এস্ট্রাগন : অন্তত অতটুকু কম দুঃখ।

ভ্লাডিমির ঠিক।

এস্ট্রাগন তারপর? যদি দাক্ষিণ্য লাভের জন্য ধন্যবাদ দিই?

ভ্লাডিমির : চিন্তাভাবনা যে করেছি তাই ভয়ংকর।

এস্ট্রাগন : কিন্তু ওসব কি আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে কখনো?

ভ্লাডিমির এইসব মৃতদেহ এল কোথা থেকে?

এস্ট্রাগন এই কঙ্কালগুলি?

ভ্লাডিমির : আমাকে বলো সে কথা?

এস্ট্রাগন ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির কিছু চিন্তাভাবনা আমরা নিশ্চয়ই করেছি।

এস্ট্রাগন : একেবারে গোড়াতে।

ভ্লাডিমির : শব-ঘর! শব-ঘর!

এস্ট্রাগন : তোমাকে দেখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ভ্লাডিমির : না দেখে তোমার উপায় নেই।

এস্ট্রাগন : ঠিক।

ভ্লাডিমির : যতই তুমি চেষ্টা করো না কেন।

এস্ট্রাগন : কী বললে?

ভ্লাডিমির : যতই তুমি চেষ্টা করো না কেন।

এস্ট্রাগন : আমাদের দৃঢ়চিত্তে প্রকৃতির পানে চোখ ফেরানো উচিত।

ভ্লাডিমির : আমরা সে চেষ্টা করে দেখেছি।

এস্ট্রাগন : ঠিক।

ভ্লাডিমির : ওহ্, আমি জানি সেটাই সবচাইতে খারাপ ব্যাপার নয়।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : চিন্তাভাবনা করে ফেলাটা।

এস্ট্রাগন : স্পষ্টতই।

ভ্লাডিমির : তবে না করলেও পারতাম।

এস্ট্রাগন : Que Voulez-vouz?

ভ্লাডিমির : কী বললে?

এস্ট্রাগন : Que Voulez-vouz?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির আহ্! Que Voulez-vouz?
একজ্যাকটলি।
[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : এটা খুব মন্দ হয়নি।

ভ্লাডিমির হ্যাঁ, কিন্তু এখন আবার অন্য কিছু একটা খুঁজে বার করতে হবে।

এস্ট্রাগন : দাঁড়াও, দেখি।

[মাথার টুপি খোলে, গভীরভাবে চিন্তা করে]

ভ্লাডিমির দাঁড়াও, দেখি।
[মাথার টুপি খোলে, গভীরভাবে চিন্তা করে। দীর্ঘ নীরবতা] আহ্।
[ওরা টুপি পরে, তৃপ্তির ভঙ্গি করে]

এস্ট্রাগন : তারপর?

ভ্লাডিমির : আমি বলছিলাম কি, ওখান থেকে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

এস্ট্রাগন কখন তুমি কী বলছিলে?

ভ্লাডিমির একেবারে গোড়াতে।

এস্ট্রাগন কীসের গোড়াতে?

ভ্লাডিমির আজ বিকেলে...আমি বলছিলাম...আমি বলছিলাম...

এস্ট্রাগন আমি ঐতিহাসিক নই।

ভ্লাডিমির দাঁড়াও...আমরা কোলাকুলি করেছিলাম...সুখী হয়েছিলাম...সুখী...এখন যখন সুখী এরপর কী করি...অপেক্ষা করে থাকা... অপেক্ষা...দাঁড়াও, মনে করি...মনে পড়ছে...অপেক্ষা করে থাকা...এখন যখন সুখী...দাঁড়াও...আহ্! গাছটা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন গাছটা?

ভ্লাডিমির মনে পড়ছে না তোমার?

এস্ট্রাগন : আমি ক্লান্ত।

ভ্লাডিমির : ওদিকে তাকাও।
[ওরা গাছের দিকে দেখে]

এস্ট্রাগন : আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

ভ্লাডিমির : কিন্তু কাল বিকেলে এটা ছিল সম্পূর্ণ কালো আর নিষ্পত্র। আর এখন পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে।

এস্ট্রাগন : পাতা?

ভ্লাডিমির এক রাতের মধ্যে।

এস্ট্রাগন নিশ্চয়ই বসন্তের কীর্তি।

ভ্লাডিমির কিন্তু এক রাতের মধ্যে!

এস্ট্রাগন : আমি তোমাকে বলছি আমরা গতকাল এখানে ছিলাম না। ওটা তোমার আরেকটা দুঃস্বপ্ন।

ভ্লাডিমির তাহলে আপনার মতে কাল বিকেলে আমরা কোথায় ছিলাম?

এস্ট্রাগন : আমি কী জানি? অন্য কোনো প্রকোষ্ঠে। শূন্যস্থানের কোনো ঘাটতি পড়েনি।

ভ্লাডিমির [আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে] উত্তম। আমরা কাল বিকেলে এখানে ছিলাম না। কাল বিকেলে আমরা কী করেছি?

এস্ট্রাগন করেছি?

ভ্লাডিমির চেষ্টা করে মনে করো।

এস্ট্রাগন করেছি...বোধহয় বকবক করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : [আত্মসংবরণ করে] কী নিয়ে?

এস্ট্রাগন : ওহ্...এটা ওটা নিয়ে। আমার মনে হয় বিশেষ কোনো কিছু নিয়ে নয়। [দৃঢ়তার সঙ্গে] হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, কাল বিকেলে আমরা বকবক করেছি বিশেষ কোনো কিছু নিয়ে নয়। আজ অর্ধ-শতাব্দী ধরে তাই চলেছে।

ভ্লাডিমির তোমার কোনো ঘটনা, কোনো পরিস্থিতির কথাই মনে পড়ছে না?

এস্ট্রাগন : [ক্লান্ত] আমাকে কষ্ট দিও না, ডিডি।

ভ্লাডিমির সূর্য। চাঁদ। তোমার মনে নেই?

এস্ট্রাগন : ছিল নিশ্চয়ই। যেমন থাকে।

ভ্লাডিমির : অসাধারণ কিছুই তুমি লক্ষ করোনি?

এস্ট্রাগন : হায়!

ভ্লাডিমির আর পোজো? আর লাকি?

এস্ট্রাগন পোজো?

ভ্লাডিমির : হাড়।

এস্ট্রাগন : মাছের কাঁটার মতো।

ভ্লাডিমির ওগুলি পোজো তোমাকে দিয়েছিল।

এস্ট্রাগন আমি জানি না।

ভ্লাডিমির আর লাথি।

এস্ট্রাগন : ঠিক, কে একজন আমাকে লাথি মেরেছিল।

ভ্লাডিমির : লাকি।

এস্ট্রাগন এ সবই কালকের ব্যাপার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির তোমার পা দেখাও।

এস্ট্রাগন : কোনটা?

ভ্লাডিমির দুটোই। প্যান্ট তোলো [এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরকে একটা পা দেয়, টলমল করে। ভ্লাডিমির পা নেয়। দুজনেই টলমল করে] প্যান্ট তোলো।

এস্ট্রাগন পারছি না।

[ভ্লাডিমির ওর প্যান্ট ওঠায়, পা দেখে ছেড়ে দেয়। এস্ট্রাগন প্রায় পড়ে যায়]

ভ্লাডিমির : অন্যটা। [এস্ট্রাগন একই পা এগিয়ে দেয়] অন্যটা, শুয়ার! [এস্ট্রাগন অন্য পা দেয়। জয়োল্লাসের সঙ্গে] এই তো আঘাতের চিহ্ন! ঘা হতে শুরু করেছে!

এস্ট্রাগন : এতে হলটা কী?

ভ্লাডিমির [পা ছেড়ে দিয়ে] তোমার জুতো কোথায়?

এস্ট্রাগন : নিশ্চয় ফেলে দিয়েছি।

ভ্লাডিমির কখন?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির কেন?

এস্ট্রাগন : [ক্ষিপ্ত হয়ে] আমি জানি না কেন আমি জানি না।

ভ্লাডিমির না, আমি বলছিলাম ফেলে দিয়েছ কেন?

এস্ট্রাগন [ক্ষিপ্ত] কারণ ব্যথা পাচ্ছিলাম খুব।

ভ্লাডিমির [জয়োল্লাসের সঙ্গে, জুতোর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে] ওই যে ওখানে! [এস্ট্রাগনের জুতোর দিকে দেখে] কাল যেখানে রেখেছিলে ঠিক সেইখানেই আছে!

[এস্ট্রাগন জুতোর দিকে এগিয়ে যায়, খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন এগুলি আমার নয়।

ভ্লাডিমির [স্তম্ভিত] তোমার নয়!

এস্ট্রাগন আমার জুতো ছিল কালো। এগুলি লাল।

ভ্লাডিমির তুমি ঠিক জানো তোমার জুতো কালো ছিল?

এস্ট্রাগন ইয়ে, একটু ধূসরমতো ছিল।

ভ্লাডিমির আর এগুলি লাল? দেখাও।

এস্ট্রাগন : [একটা জুতো তুলে] ইয়ে এগুলি একটু সবুজমতো।

ভ্লাডিমির দেখাও। [এস্ট্রাগন জুতোটা ওর হাতে দেয়। ভ্লাডিমির ভালো করে দেখে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে] যত্তসব—

এস্ট্রাগন দেখলে তো, যত্তসব—

ভ্লাডিমির ওহ্, বুঝেছি। হ্যাঁ, কী হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি।

এস্ট্রাগন যত্তসব—

ভ্লাডিমির খুব সোজা! কেউ একজন এসেছিল। তোমারটা নিয়ে তারটা রেখে গেছে।

এস্ট্রাগন কেন?

ভ্লাডিমির তারটা খুব টাইট হত, তাই তোমারটা নিয়ে গেছে।

এস্ট্রাগন কিন্তু আমার তো খুব টাইট হত।

ভ্লাডিমির তোমার জন্যে, তার জন্যে নয়।

এস্ট্রাগন [মর্মোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টার পর] আমি ক্লান্ত! [চুপচাপ] চলো, যাওয়া যাক।

ভ্লাডিমির আমরা যেতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন কেন পারি না?

ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।

এস্ট্রাগন আহ্! [চুপচাপ। হতাশ ভঙ্গিতে] কী করব আমরা! কী করব!

ভ্লাডিমির কিছু করবার নেই আমাদের।

এস্ট্রাগন : কিন্তু আমি যে আর পারছি না এভাবে!

ভ্লাডিমির একটা মূলা খাবে?

এস্ট্রাগন আর কিছু নেই?

ভ্লাডিমির মূলা আর ওলকপি আছে।

এস্ট্রাগন গাজর নেই?

ভ্লাডিমির না। তা ছাড়া তুমি গাজর নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করো।

এস্ট্রাগন তাহলে মূলাই দাও।

[ভ্লাডিমির পকেট হাতড়ায়, ওলকপি ছাড়া কিছু পায় না, অবশেষে একটা মূলা বার করে আনে, এস্ট্রাগনকে দেয়, সে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে, গন্ধ শোঁকে]

এই তো কালো!

ভ্লাডিমির মূলা।

এস্ট্রাগন কিন্তু তুমি জানো আমি শুধু লালগুলি পছন্দ করি।

ভ্লাডিমির তাহলে তোমার এটার দরকার নেই?

এস্ট্রাগন : আমি লালগুলি পছন্দ করি!

ভ্লাডিমির তবে ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

[এস্ট্রাগন ফিরিয়ে দেয় সেটা]

এস্ট্রাগন যাই, একটা গাজর নিয়ে আসি।

[সে নড়ে না]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির এটা সত্যি তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে পড়ছে।

এস্ট্রাগন : যথেষ্ট নয়।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির ওগুলি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

এস্ট্রাগন আমি সবকিছু চেষ্টা করে দেখেছি।

ভ্লাডিমির না, আমি ওই জুতোজোড়ার কথা বলছিলাম।

এস্ট্রাগন : সেটা কি ভালো কাজ হবে?

ভ্লাডিমির সময়টা কাটত। [এস্ট্রাগন ইতস্তত করে] আমি বলছি, ওর ফলে একটা কাজ করা হবে।

এস্ট্রাগন : একটু বিশ্রাম।

ভ্লাডিমির একটু চিত্তবিনোদন।

এস্ট্রাগন একটু বিশ্রাম।

ভ্লাডিমির চেষ্টা করে দেখো।

এস্ট্রাগন : তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

ভ্লাডিমির অবশ্যই।

এস্ট্রাগন : আমরা দুজনে মিলে নেহাৎ একটা খারাপ করছি না, ডিডি, কী বলো?

ভ্লাডিমির হ্যাঁ হ্যাঁ। এসো, আগে বাঁ পা।

এস্ট্রাগন আমরা টিকে আছি, সে ধারণা জন্মাবার মতো একটা না একটা কিছু আমরা সব সময় পেয়েই যাই, না ডিডি?

ভ্লাডিমির [অসহিষ্ণু কণ্ঠে] হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ম্যাজিশিয়ান। কিন্তু ভুলে যাবার আগে সিদ্ধান্তটা আমাদের কাজে পরিণত করা দরকার। [একটা জুতো হাতে তুলে নেয়] এসো, তোমার পা-টা দাও। [এস্ট্রাগন পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁচু করে] অন্যটা, শুয়ার! [এস্ট্রাগন অন্য পা তোলে] আরো উঁচু! [জড়াজড়ি করে টলমল পায়ে দুজনে মঞ্চের উপর ঘোরে। ভ্লাডিমির অবশেষে ওর পায়ে জুতোটা পরাতে সক্ষম হয়।] হেঁটে দেখো। [এস্ট্রাগন হাঁটে] কী?

এস্ট্রাগন : ফিট করেছে।

ভ্লাডিমির : [পকেট থেকে ফিতা বার করে] দাঁড়াও, ফিতা লাগিয়ে দিই।

এস্ট্রাগন : [তীব্র কণ্ঠে] না, না, ফিতা না, ফিতা না!

ভ্লাডিমির : পরে দুঃখ করবে। দেখি এবার অন্য পা-টা। [পূর্বের মতো] কী?

এস্ট্রাগন : [অনিচ্ছুক গলায়] এটাও ফিট করেছে।

ভ্লাডিমির : ব্যথা লাগছে না?

এস্ট্রাগন : এখন পর্যন্ত না।

ভ্লাডিমির : তাহলে রেখে দিতে পারো।

এস্ট্রাগন : বেশি বড়ো।

ভ্লাডিমির : হয়ত একদিন মোজা পেয়ে যাবে তুমি।

এস্ট্রাগন : ঠিক।

ভ্লাডিমির : তাহলে রাখছ।

এস্ট্রাগন : ব্যস, জুতো নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে।

ভ্লাডিমির হ্যাঁ, কিন্তু–

এস্ট্রাগন [তীব্র কণ্ঠে] ব্যস! [নীরবতা] এবার একটু বসলে পারি। [কোথায় বসবে তাকিয়ে দেখে, তারপর ঢিবির উপর গিয়ে বসে]

ভ্লাডিমির কাল বিকেলে তুমি ওইখানে গিয়েই বসেছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন শুধু যদি ঘুমুতে পারতাম।

ভ্লাডিমির কাল তুমি ঘুমিয়েছিলে।

এস্ট্রাগন আমি চেষ্টা করব।

[গর্ভস্থ ভ্রূণের ভঙ্গিতে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়]

ভ্লাডিমির দাঁড়াও। [এস্ট্রাগনের কাছে গিয়ে তার পাশে বসে, উঁচু গলায় গান গাইতে আরম্ভ করে]

বাই বাই বাই বাই
বাই বাই বাই বাই
বাই বাই বাই বাই
বাই বাই.....

[এস্ট্রাগন ঘুমিয়ে পড়ে। ভ্লাডিমির সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়, নিজের কোট খুলে এস্ট্রাগনের পিঠের উপর বিছিয়ে দেয়, তারপর নিজের শরীর গরম রাখার জন্য হাত দুটো জোরে নাড়তে নাড়তে পায়চারি করতে থাকে। এস্ট্রাগন হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে, লাফ দেয়, অস্থিরভাবে এদিক ওদিক দেখে। ভ্লাডিমির ওর কাছে ছুটে আসে, দু বাহু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে]

এই যে...এই যে...এই যে...এই যে ডিডি এখানে...ভয় নেই কোনো...

এস্ট্রাগন আহ্!

ভ্লাডিমির : এই তো...এই তো...এই তো সব চুকে গেছে।

এস্ট্রাগন : আমি পড়ে যাচ্ছিলাম।

ভ্লাডিমির : সব শেষ হয়ে গেছে, সব।

এস্ট্রাগন : আমি ছিলাম একেবারে চূড়ায়।

ভ্লাডিমির চলো, একটু হাঁটি আমরা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[এস্ট্রাগনকে জড়িয়ে ধরে সে পায়চারি করে। একসময় এস্ট্রাগন আর হাঁটতে অস্বীকৃতি জানায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আমি ক্লান্ত।

ভ্লাডিমির : তুমি ওইখানে থাকবে, ওই রকমভাবে? কিচ্ছু না করে?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ।

ভ্লাডিমির : বেশ, তোমার যা খুশি তাই করো।
[এস্ট্রাগনকে ছেড়ে দেয়, নিজের কোট তুলে নিয়ে গায়ে পরে]

এস্ট্রাগন : চলো যাওয়া যাক।

ভ্লাডিমির : যেতে আমরা পারি না।

এস্ট্রাগন : কেন না?

ভ্লাডিমির : আমরা গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।

এস্ট্রাগন : আহ্! [ভ্লাডিমির পায়চারি করে] একটু স্থির হয়ে থাকতে পারো না?

ভ্লাডিমির : আমার শীত করছে।

এস্ট্রাগন : আমরা বেশি আগে এসে পড়েছি।

ভ্লাডিমির : সব সময়ই তো ঠিক রাত নামবার মুহূর্তে হয়।

এস্ট্রাগন : কিন্তু রাত তো নামে না।

ভ্লাডিমির : হঠাৎ নামবে, কালকের মতো।

এস্ট্রাগন : তাহলে রাত হবে।

ভ্লাডিমির : এবং আমরা যেতে পারব।

এস্ট্রাগন : তারপর আবার দিন হবে। [চুপচাপ। হতাশ কণ্ঠে] কী করব, আমরা কী করব!

ভ্লাডিমির : [দাঁড়িয়ে পড়ে, হিংস্র গলায়] তোমার প্যানপ্যানানি বন্ধ করবে! তোমার কাঁদুনি আর সহ্য হয় না আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমি যাচ্ছি।

ভ্লাডিমির : [লাকির টুপিটা দেখতে পায়] আ রে!

এস্ট্রাগন : বিদায়।

ভ্লাডিমির : লাকির টুপি! [সেদিকে এগিয়ে যায়] এক ঘণ্টা ধরে এখানে আছি অথচ এতক্ষণ একবারও চোখে পড়েনি। [ভীষণ খুশি] চমৎকার!

এস্ট্রাগন : আর তুমি আমাকে কখনো দেখবে না।

ভ্লাডিমির : আমি জানতাম ঠিক জায়গা এটা। এবার আমাদের সব দুঃখকষ্টের অবসান হবে। [টুপিটা তুলে নেয়, মন দিয়ে দেখে, সোজা করে] খুব সুন্দর ছিল একসময়। [নিজের টুপির বদলে এটা পরে, নিজেরটা এস্ট্রাগনের হাতে দেয়] নাও।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : এটা ধরো।

[এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের টুপি হাতে নেয়। ভ্লাডিমির লাকির টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। এস্ট্রাগন নিজের টুপির বদলে ভ্লাডিমিরেরটা তার মাথায় পরে, নিজেরটা ভ্লাডিমিরকে দেয়। ভ্লাডিমির এস্ট্রাগনের টুপি নেয়। এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। ভ্লাডিমির লাকির টুপির বদলে এস্ট্রাগনেরটা নিজের মাথায় পরে, লাকিরটা এস্ট্রাগনকে দেয়। এস্ট্রাগন লাকির টুপি নেয়। ভ্লাডিমির এস্ট্রাগনের টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের টুপির বদলে লাকির টুপি নিজের মাথায় পরে, নিজেরটা ভ্লাডিমিরকে দেয়। ভ্লাডিমির তার টুপি নেয়। এস্ট্রাগন লাকির টুপি নিজের মাথায় দেয়। এস্ট্রাগন এস্ট্রাগনের টুপির বদলে লাকির টুপি পরে এবং এস্ট্রাগনেরটা এস্ট্রাগনকে দেয়। এস্ট্রাগন তার টুপি নেয়। ভ্লাডিমির তার টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। এস্ট্রাগন লাকির টুপির বদলে নিজের টুপি পরে এবং লাকিরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমিরকে দেয়। ভ্লাডিমির লাকির টুপি নেয়। এস্ট্রাগন তার টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। ভ্লাডিমির নিজের টুপির বদলে লাকির টুপি পরে এবং নিজেরটা এস্ট্রাগনকে দেয়। এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের টুপি নেয়। ভ্লাডিমির লাকির টুপি নিজের মাথায় ঠিক করে বসায়। এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরের টুপি ভ্লাডিমিরকে ফেরত দেয়, ভ্লাডিমির সেটা হাতে নেয়, আবার এস্ট্রাগনকে ফিরিয়ে দেয়, সে হাতে নেয়, আবার ভ্লাডিমিরের কাছে ফেরত দেয়, সে হাতে নেয়, তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

কী রকম ফিট করেছে আমাকে?

এস্ট্রাগন : আমি কী জানি তার?

ভ্লাডিমির : না, মানে আমাকে এটা পরে কী রকম দেখাচ্ছে?
[খুব ছিনালি ভঙ্গি করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে]

এস্ট্রাগন : জঘন্য।

ভ্লাডিমির : কিন্তু সচরাচরের চাইতে বেশি নয়?

এস্ট্রাগন : বেশিও নয়, কমও নয়।

ভ্লাডিমির : তাহলে এটা আমি রেখে দিতে পারি। আমারটা খারাপ লাগত। [একটুক্ষণ চুপ করে থাকে] কী করে প্রকাশ করব? ওটা কুটুকুট করত। [লাকির টুপিটা মাথা থেকে নামায়, উঁকি মেরে ভেতরটা দেখে, নাড়ে, চাঁদিতে চাপড় মারে, আবার মাথায় দেয়]

এস্ট্রাগন : আমি চললাম।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : খেলবে না?

এস্ট্রাগন : কী খেলব?

ভ্লাডিমির : আমরা পোজো-লাকি খেলতে পারি।

এস্ট্রাগন : কোনো দিন নাম শুনিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আমি লাকি হব, তুমি পোজো।

[বোঝার ভারে নুয়ে পড়া লাকির অনুকরণ করে। এস্ট্রাগন স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে]

এস্ট্রাগন : কী করতে হবে আমাকে?

ভ্লাডিমির : গালাগাল করো আমাকে।

এস্ট্রাগন : [বেশ ভেবেচিন্তে] দুষ্ট!

ভ্লাডিমির : আরো কড়া!

এস্ট্রাগন : গোনে কক্কাস! স্পিরোকিট!

[ভ্লাডিমির দেহকে প্রায় দু-ভাঁজে ভেঙে দুলতে থাকে সামনে পেছনে]

ভ্লাডিমির : আমাকে চিন্তা করতে বলো।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : বল, চিন্তা কর, শুয়ার!

এস্ট্রাগন : চিন্তা কর, শুয়ার!

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : পারছি না আমি!

এস্ট্রাগন : ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে।

ভ্লাডিমির : আমাকে নাচতে বলো।

এস্ট্রাগন : আমি চললাম।

ভ্লাডিমির : নাচ, শুয়ার। [সে দেহ বাঁকায়, আঁকুপাঁকু করে। এস্ট্রাগন হঠাৎ দ্রুত বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়] পারছি না। [মুখ তুলে এস্ট্রাগনকে দেখতে পায় না] গোগো! [পাগলের মতো মঞ্চে ঘোরে। এস্ট্রাগন হাঁফাতে হাঁফাতে প্রবেশ করে, বাঁ দিক দিয়ে। দ্রুত পায়ে ভ্লাডিমিরের দিকে যায়, তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে] এই যে, আবার এলে তুমি অবশেষে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমি অভিশপ্ত!

ভ্লাডিমির : কোথায় ছিলে তুমি? আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি চিরদিনের মতো চলে গেলে।

এস্ট্রাগন : ওরা আসছে!

ভ্লাডিমির : কারা?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির : ক-জন?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির : [জয়োল্লাসের সঙ্গে] গডো! অবশেষে! গোগো, গডো আসছেন! এবার রক্ষা পেলাম আমরা! চলে যাই, ওঁর সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। [এস্ট্রাগনকে উইংসের দিকে টেনে নিয়ে চলে। এস্ট্রাগন বাধা দেয়, নিজেকে মুক্ত করে, ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়] গোগো! ফিরে এসো! [ভ্লাডিমির একেবারে বাঁ প্রান্তে ছুটে যায়, দিগন্তের পানে চোখ বুলায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এস্ট্রাগন ডান দিক দিয়ে প্রবেশ করে, দ্রুত ভ্লাডিমিরের দিকে এগিয়ে যায়, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে] এই যে, তুমি আবার এলে, আবার!

এস্ট্রাগন : আমি জাহান্নামে!

ভ্লাডিমির : কোথায় গিয়েছিলে?

এস্ট্রাগন : সেখানেও ওরা আসছে!

ভ্লাডিমির আমাদের ঘিরে ফেলেছে! [এস্ট্রাগন পিছন দিকে ছুটে যায়] পাগল! ওদিকে পালাবার কোনো পথ নেই। [এস্ট্রাগনকে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসে। সামনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়] ওই দিকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না! পালাও তুমি! জলদি করো! [এস্ট্রাগনকে প্রেক্ষাগৃহের দিকে ঠেলে দেয়। এস্ট্রাগন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতঙ্কে শিউরে পিছনে সরে আসে] যাবে না? [প্রেক্ষাগৃহের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে] হুঁ, এটা অবশ্য বুঝতে পারি। দাঁড়াও, একটা উপায় বার করতে দাও। [চিন্তা করে] তোমার একমাত্র ভরসা হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

এস্ট্রাগন : কোথায় যাব?

ভ্লাডিমির : ওই গাছের পিছনে। [এস্ট্রাগন ইতস্তত করে] জলদি করো। গাছটার পিছনে। [এস্ট্রাগন গাছের পিছনে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে, উপলব্ধি করে যে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে] এই গাছ নিঃসন্দেহে আমাদের সামান্যতম কাজে আসবে না।

এস্ট্রাগন : [অপেক্ষাকৃত শান্ত] আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। মাপ করো। আর কখনো এমন হবে না। বলো কী করতে হবে আমাকে।

ভ্লাডিমির : কিছুই করতে হবে না।

এস্ট্রাগন : তুমি ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। [ভ্লাডিমিরকে একেবারে ডান প্রান্তে নিয়ে যায়, মঞ্চের দিকে পিঠ করে সেখানে দাঁড় করিয়ে দেয়] ব্যস, নোড়ো না। আর পাহারা দাও। [ভ্লাডিমির হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্তের পানে খুঁটিয়ে দেখে। এস্ট্রাগন দৌড়ে গিয়ে একেবারে বাঁ প্রান্তে এসে একই অবস্থান গ্রহণ করে। মাথা ঘুরিয়ে তারা দুজন পরস্পরের দিকে তাকায়] আনন্দময় অতীত দিনের মতো আবার সেই পিঠাপিঠি! [মুহূর্তের জন্য পরস্পরের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার প্রহরায় মনোনিবেশ করে। দীর্ঘ নীরবতা।] কিছু আসতে দেখছ তুমি?

ভ্লাডিমির : [মাথা ঘুরিয়ে] কী?

এস্ট্রাগন : [আরেকটু গলা তুলে] কিছু আসতে দেখছ তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : না।

এস্ট্রাগন : আমিও না।

[আবার প্রহরায় নিযুক্ত। নীরবতা]

ভ্লাডিমির : নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো দর্শন লাভ করেছ তুমি।

এস্ট্রাগন : [মাথা ঘুরিয়ে] কী?

ভ্লাডিমির : [আরেকটু গলা তুলে] নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো দর্শন লাভ করেছ তুমি!

এস্ট্রাগন : চিৎকার করবার প্রয়োজন নেই।

[আবার প্রহরায় নিযুক্ত। নীরবতা]

ভ্লাডিমির :
এস্ট্রাগন : } [একই সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে] তুমি কি—

ভ্লাডিমির : ওহ্, পার্ডন!

এস্ট্রাগন : বলে ফেলো।

ভ্লাডিমির : না, না, তোমার পরে।

এস্ট্রাগন : না, না, তুমি আগে।

ভ্লাডিমির : আমি তোমাকে বাধা দিয়েছি।

এস্ট্রাগন : ঠিক উল্টো।

[পরস্পরের দিকে তারা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়]

ভ্লাডিমির : শারাফতের শিম্পাজি!

এস্ট্রাগন : সৌজন্যের শুয়োর!

ভ্লাডিমির : বলছি, তোমার কথাটা শেষ করো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : তোমার নিজেরটা শেষ করো!

ভ্লাডিমির : পাঁঠা!

এস্ট্রাগন : চমৎকার! এসো, পরস্পরকে গালাগাল করা যাক।

[দুজনেই ঘুরে দাঁড়ায়, দূরে সরে যায়, পরস্পরের দিকে মুখ করে আবার ঘুরে দাঁড়ায়]

ভ্লাডিমির : পাঁঠা!

এস্ট্রাগন : উকুন!

ভ্লাডিমির : গর্ভস্রাব!

এস্ট্রাগন : মরপিয়ন!

ভ্লাডিমির : ড্রেনের ছুঁচো!

এস্ট্রাগন : সহকারী পাদরি।

ভ্লাডিমির শুশুক!

এস্ট্রাগন : [চরম আঘাত হানার সুরে] স্-সমালোচক!

ভ্লাডিমির : ওহ্!

[মুষড়ে পড়ে, পরাজিত, মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

এস্ট্রাগন : এসো, এবার ভাব করে ফেলি।

ভ্লাডিমির গোগো!

এস্ট্রাগন : ডিডি!

ভ্লাডিমির হাত বাড়াও!

এস্ট্রাগন এই নাও!

ভ্লাডিমির বাহুপাশে এসো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : বাহুপাশে?

ভ্লাডিমির : বুকে।

এস্ট্রাগন : কেয়া বাত!

[পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সরে আসে। নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ফুর্তির মধ্যে থাকলে কী দ্রুত যে সময় কেটে যায়!

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : এবার আমরা কী করব?

ভ্লাডিমির : অপেক্ষা করতে থাকার সময়টুকুতে।

এস্ট্রাগন : অপেক্ষা করতে থাকার সময়টুকুতে।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : আমরা আমাদের ব্যায়ামগুলি করতে পারি।

এস্ট্রাগন : আমাদের মুভমেন্টগুলি।

ভ্লাডিমির : আমাদের এলিভেশনগুলি।

এস্ট্রাগন : আমাদের রিলাক্সেশনগুলি।

ভ্লাডিমির : আমাদের এলাঙ্গেশনগুলি

এস্ট্রাগন : আমাদের রিলাক্সেশনগুলি।

ভ্লাডিমির : গরম করে তোলার জন্য।

এস্ট্রাগন : ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য।

ভ্লাডিমির কেয়া বাত! চালাও।

[ভ্লাডিমির প্রথমে এক পায়ে তারপর অন্য পায়ে লাফায়। এস্ট্রাগন তার অনুকরণ করে]

এস্ট্রাগন [থেমে] অনেক হয়েছে। আমি ক্লান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : [থেমে] আমরা ফর্মে নেই। একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিলে কেমন হয়?

এস্ট্রাগন : নিশ্বাস নিতে নিতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

ভ্লাডিমির : ঠিক বলেছ তুমি। [একটুক্ষণ চুপচাপ] চলো, গাছ হওয়া যাক। ব্যালান্সের জন্য।

এস্ট্রাগন : তোমার কি মনে হয় ঈশ্বর আমাকে দেখছেন?

ভ্লাডিমির : তোমাকে চোখ বন্ধ করতে হবে।

এস্ট্রাগন : [থেমে, মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে, প্রাণপণে চিৎকার করে বলে ওঠে] ঈশ্বর, দয়া করো আমাকে!

ভ্লাডিমির : [বিরক্ত হয়ে] আর আমাকে?

এস্ট্রাগন : আমাকে! আমাকে! দয়া করো! আমাকে!

[পোজো এবং লাকির প্রবেশ। পোজো অন্ধ। লাকির পিঠে আগের মতোই মালপত্র। দড়িও আছে, তবে অনেক খাটো, পোজো যেন সহজে অনুগমন করতে পারে। লাকির মাথায় অন্য একটি টুপি। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। পোজো চলতে থাকে, ওর গায়ে এসে ধাক্কা খায়]

ভ্লাডিমির : গোগো!

পোজো : [লাকিকে জড়িয়ে ধরে, লাকি টলমল করে] কী হল? কী হল?

[লাকি পড়ে যায়, সব মালপত্র পড়ে যায়, পোজোকে নিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে। ছত্রবিচ্ছিন্ন মালপত্রের মধ্যে ওরা অসহায়ের মতো পড়ে থাকে]

এস্ট্রাগন : গডো এলেন কি?

ভ্লাডিমির : অবশেষে! [স্তূপের দিকে এগিয়ে যায়] অবশেষে সাহায্যকারী দল এসে পৌঁছাল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো : বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : গডো কি?

ভ্লাডিমির : আমরা মুষড়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে সাফল্যের সঙ্গে আমরা বিকেলটা পার করে দিতে পারব।

পোজো : বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : শুনতে পাচ্ছ?

ভ্লাডিমির আর আমরা নিঃসঙ্গ নই, রাত্রির জন্য প্রতীক্ষারত, গডোর জন্য প্রতীক্ষারত, প্রতীক্ষা...রত...। সারা বিকেল আমরা একা একা ঘুরেছি। এখন তার অবসান ঘটেছে। আগামীকাল ইতিমধ্যে এসে গেছে।

পোজো : বাঁচাও!

ভ্লাডিমির : এর মধ্যেই আবার সময়ের স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। সূর্য উঠবে, চাঁদ উঠবে, আর আমরা এখান থেকে...চলে যাব।

পোজো : দয়া করো!

ভ্লাডিমির : বেচারা পোজো!

এস্ট্রাগন : আমি ঠিক জানতাম উনি।

ভ্লাডিমির : কে?

এস্ট্রাগন : গডো।

ভ্লাডিমির : কিন্তু ও তো গডো নয়।

এস্ট্রাগন : তবে কে ও?

ভ্লাডিমির : পোজো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো : এই যে এখানে! এখানে! আমাকে একটু তুলে ধরো!

ভ্লাডিমির : ও উঠতে পারছে না।

এস্ট্রাগন : চলো যাই।

ভ্লাডিমির : যেতে আমরা পারি না।

এস্ট্রাগন : কেন না?

ভ্লাডিমির : আমরা গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।

এস্ট্রাগন : আহ্।

ভ্লাডিমির : হয়ত তোমার জন্য ওর কাছে আরেকটা হাড় আছে।

এস্ট্রাগন : হাড়?

ভ্লাডিমির : মুরগির। তোমার মনে নেই?

এস্ট্রাগন : সেই লোক?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ।

এস্ট্রাগন : জিজ্ঞেস করো।

ভ্লাডিমির : আগে বোধহয় আমাদের ওকে সাহায্য করা উচিত।

এস্ট্রাগন : কী করতে?

ভ্লাডিমির : উঠে দাঁড়াতে।

এস্ট্রাগন : ও উঠতে পারছে না!

ভ্লাডিমির : সে উঠতে চায়।

এস্ট্রাগন তবে উঠুক।

ভ্লাডিমির : পারছে না।

এস্ট্রাগন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আমি জানি না।

[পোজো আঁকুপাঁকু করে, গোঙায়, মাটির উপর ঘুষি মারে]

এস্ট্রাগন : আগে আমাদের ওর কাছে হাড়টা চাওয়া উচিত। না দিলে ওকে ওখানেই ফেলে রেখে চলে যাব।

ভ্লাডিমির : তুমি বলতে চাও ওকে এখন আমরা বাগে পেয়েছি?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ।

ভ্লাডিমির : এবং আমাদের সাহায্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে করা উচিত।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : বেশ বুদ্ধিসম্মত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা ভয় আছে।

পোজো বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : লাকিটা হঠাৎ আবার তেড়ে উঠতে পারে। তাহলে আমরা গেছি!

এস্ট্রাগন : লাকি?

ভ্লাডিমির : কাল যে তোমার পিছু লেগেছিল।

এস্ট্রাগন : বলছি কাল ওরা দশজন ছিল।

ভ্লাডিমির : না, তার আগে, যে তোমাকে লাথি মেরেছিল।

এস্ট্রাগন : ও এখানে আছে নাকি?

ভ্লাডিমির : সশরীরে। জলজ্যান্ত। [লাকির দিকে ইঙ্গিত করে] আপাতত অসাড়, কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে ক্ষেপে উঠতে পারে।

পোজো বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : আর আমরা দুজন মিলে যদি এখন ওকে বেদম পিটুনি দিই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : অর্থাৎ যদি ঘুমের মধ্যে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ।

ভ্লাডিমির : কথাটা ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি তা করতে পারব? ও কি সত্যিই ঘুমুচ্ছে? [একটুক্ষণ চুপ করে থাকে] না, সবচাইতে ভালো হবে যদি আমরা পোজোর সাহায্যের আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ করি–

পোজো : বাঁচাও!

ভ্লাডিমির : ওকে সাহায্য করলে–

এস্ট্রাগন : আমরা সাহায্য করব ওকে?

ভ্লাডিমির : কিছু সুস্পষ্ট প্রতিদানের প্রত্যাশায়।

এস্ট্রাগন : আর সে যদি–

ভ্লাডিমির : আঃ, বাজে তর্কে সময় নষ্ট করে কাজ নেই! [চুপচাপ তীব্র কণ্ঠে] চলো, সুযোগ থাকতে একটা কিছু করি! এমন তো নয় যে রোজ আমাদের দরকার পড়ে। অবশ্য এখনো ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দরকার পড়েনি। অন্যদের দিয়েও সমানভাবে এই প্রয়োজন মিটতে পারত, হয়ত আমাদের চাইতে ভালোভাবেই। সাহায্যের জন্য ওই আবেদন, যা আমাদের কানে তীব্রভাবে এখনো বাজছে, তা সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশে উচ্চারিত। কিন্তু এই স্থানে মহাকালের এই মূহূর্তে আমরাই সমগ্র মানবজাতি। আমরা তাই চাই বা না চাই। দেরি হয়ে যাবার আগে, চলো, এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি আমরা! নিষ্ঠুর নিয়তি আমাদের যে ক্লেদাক্ত প্রাণীতে পরিণত করেছে, এসো, অন্তত একবারের মতো হলেও তার মহৎ রূপটি আমরা প্রদর্শন করি। কী বলো তুমি? [এস্ট্রাগন কিছু বলে না] অবশ্য এ কথা সত্য যে বুকের উপর দু-হাত ন্যস্ত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যখন কোনো বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করি তখনো আমরা আমাদের প্রজাতি সম্পর্কে কম গৌরবের নিদর্শন দিই না। বাঘ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তার স্বজাতির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নয়ত সংগোপনে অরণ্যের গভীরে পালিয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। আমরা এখানে কী করছি সেইটেই প্রশ্ন। এবং আমাদের সৌভাগ্য এইখানে যে উত্তরটা আমাদের জানা। হ্যাঁ, এই বিশাল অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি জিনিসই সুস্পষ্ট। আমরা অপেক্ষা করে আছি গডো আসবেন—

এস্ট্রাগন : আহ!

এস্ট্রাগন : বাঁচাও!

ভ্লাডিমির : অথবা রাত্রি নামবে। [একটু চুপ করে থাকে] আমরা আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করেছি, ব্যস, এই পর্যন্ত। আমরা সেইন্ট নই, কিন্তু আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা রক্ষা করেছি। ক-জন লোক এইটুকু বলতে পারে বলো?

এস্ট্রাগন : লক্ষ কোটি?

ভ্লাডিমির : তাই মনে হয় তোমার?

এস্ট্রাগন : আমি জানি না।

ভ্লাডিমির : তোমার কথা ঠিক হতেও পারে।

এস্ট্রাগন : বাঁচাও!

ভ্লাডিমির : আমি শুধু এইটুকু জানি যে এই পরিস্থিতিতে সময় বড়ো দীর্ঘ মনে হয় এবং ফাঁকি দিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য আমাদের এমন সব কাণ্ডকারখানা করতে হয় যা প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলেও পরে শুধুই গতানুগতিক অভ্যাসে পরিণত হয়। তুমি বলতে পারো যে আমাদের যুক্তি যেন দিশেহারা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে রাত্রির সীমাহীন অতল গহ্বরে দীর্ঘকাল ধরে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়নি? আমি মাঝে মাঝে সে কথাই ভাবি। তুমি আমার যুক্তি অনুসরণ করতে পারছ?

এস্ট্রাগন : [একবারের মতো অন্তত অতিসংক্ষিপ্ত আশু বাক্যের ঢঙে] আমরা সবাই ভূমিষ্ঠ হই উন্মাদরূপে। কেউ কেউ তাই থেকে যাই।

পোজো : বাঁচাও! অর্থ দেব তোমাদের!

এস্ট্রাগন : কত?

পোজো : এক শ ফ্রাঙ্ক!

এস্ট্রাগন : উঁহু, যথেষ্ট নয়।

ভ্লাডিমির : আমি অতটা বলব না।

এস্ট্রাগন : তুমি ওটাই যথেষ্ট মনে করো?

ভ্লাডিমির : না, যখন এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই তখনই আমার মগজে কিছু ঘাটতি ছিল আমি জোর দিয়ে অতটা বলতে রাজি নই। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়।

পোজো : দু শ!

ভ্লাডিমির : আমরা অপেক্ষা করি। আমরা বোরড হই। [দু হাত তুলে] না, প্রতিবাদ কোরো না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে উই আর বোরড টু ডেথ। উত্তম। মনটা বিক্ষিপ্ত করার মতো কিছু একটার সাক্ষাৎ পেলাম আমরা আর তখন কী করি? সুযোগটা হেলায় হারাই। এসো! কাজে লেগে যাই! [স্তূপের দিকে এগিয়ে যায়, চলতে গিয়ে থেমে পড়ে] দেখতে দেখতে সবকিছু অপসৃত হবে, আর তখন আবার আমরা নিঃসঙ্গ পড়ে থাকব নীরন্ধ্র শূন্যতার মধ্যে!

[চিন্তামগ্ন]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো : দু শ!

ভ্লাডিমির : আমরা আসছি!

[পোজোকে টেনে তোলার চেষ্টা করে, পারে না, আবার চেষ্টা করে, হোঁচট খায়, নিজে পড়ে যায়, উঠতে চেষ্টা করে, পারে না]

এস্ট্রাগন : কী হল তোমাদের সবার?

ভ্লাডিমির : বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : আমি চললাম।

ভ্লাডিমির : আমাকে ফেলে যেও না! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

পোজো : আমি কোথায়?

ভ্লাডিমির : গোগো!

পোজো বাঁচাও!

ভ্লাডিমির : বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : চললাম।

ভ্লাডিমির : আগে আমাকে ধরে তোলো। তারপর দুজনেই একসঙ্গে যাব।

এস্ট্রাগন : কথা দিচ্ছ?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

এস্ট্রাগন : আর আমরা কখনো ফিরে আসব না?

ভ্লাডিমির : আর কখনো না।

এস্ট্রাগন : আমরা পিরিনিসে চলে যাব।

ভ্লাডিমির : যেখানে তুমি যেতে চাও।

এস্ট্রাগন : আমি চিরটা কাল পিরিনিসে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছি।

ভ্লাডিমির সেখানেই তুমি ঘুরে বেড়াবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : [বিতৃষ্ণায় সিঁটিয়ে গিয়ে] কে পাদ দিল?

ভ্লাডিমির : পোজো।

পোজো : এইখানে! এইখানে! দয়া করো!

এস্ট্রাগন : ন্যক্কারজনক!

ভ্লাডিমির : জলদি করো! দাও, তোমার হাত দাও।

এস্ট্রাগন : আমি চললাম। [একটু চুপ করে থাকে। তারপর আরেকটু উচ্চ কণ্ঠে] আমি চললাম।

ভ্লাডিমির : বেশ। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টাতেই আমি উঠে দাঁড়াব। [চেষ্টা করে, পারে না] কাল পূর্ণ হলেই। ইন দি ফুলনেস অব টাইম।

এস্ট্রাগন : কী হলো তোমার?

ভ্লাডিমির : জাহান্নামে যাও।

এস্ট্রাগন : তুমি কি ওখানেই থাকছ নাকি?

ভ্লাডিমির : আপাতত।

এস্ট্রাগন : চলো, চলো, উঠে পড়ো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

ভ্লাডিমির : আমার জন্য ভেবো না।

এস্ট্রাগন : চলো, ডিডি, গোঁয়ার্তুমি কোরো না।

[হাত বাড়িয়ে দেয়, ভ্লাডিমির ক্ষিপ্র তৎপরতায় হাত আঁকড়ে ধরে]

ভ্লাডিমির টানো এবার।

[এস্ট্রাগন টানে, হোঁচট খায়, নিজেই পড়ে যায়। দীর্ঘ নীরবতা]

পোজো : বাঁচাও!

ভ্লাডিমির আমরা পৌঁছে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো তোমরা কে?

ভ্লাডিমির : আমরা মানুষ।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : মধুরা মা ধরিত্রী!

ভ্লাডিমির : তুমি উঠতে পারবে?

এস্ট্রাগন : জানি না।

ভ্লাডিমির : চেষ্টা করে দেখো।

এস্ট্রাগন : এখন না, এখন না।

[নীরবতা]

পোজো কী হয়েছে?

ভ্লাডিমির : [তীব্র কণ্ঠে] এই, এই, চুপ করবে তুমি! জঞ্জাল কোথাকার! নিজের কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই ওর।

এস্ট্রাগন : একটু চোখ বুজলে কেমন হয়?

ভ্লাডিমির কথা শুনলে ওর? কী হয়েছে সেটা জানতে চান উনি।

এস্ট্রাগন ওর কথা বাদ দাও। ঘুমাও।

[নীরবতা]

পোজো দয়া করো! দয়া করো!

এস্ট্রাগন : [চমকে উঠে] কী হল?

ভ্লাডিমির : তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

এস্ট্রাগন : তাই তো মনে হচ্ছে।

ভ্লাডিমির : এই হারামজাদা পোজোটা আবার শুরু করেছে।

এস্ট্রাগন বন্ধ করাও যে করে পারো। বীচিতে লাথি মারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : [পোজোকে আঘাত করে] বন্ধ করবি? ছুঁচোর বাচ্চা!

[পোজো ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে, ওর হাত ছাড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে দূরে সরে যায়, থামে, অন্ধের মতো বাতাসে হাত ছোঁড়ে, সাহায্যের জন্য চিৎকার করে। ভ্লাডিমির কনুইর ওপর ভর দিয়ে পোজোর পলায়ন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে] গেছে! [পোজো লুটিয়ে পড়ে] পড়ে গেছে!

এস্ট্রাগন : এখন কী করব আমরা?

ভ্লাডিমির : হামাগুড়ি দিতে দিতে আমি বোধহয় ওর কাছে পৌঁছাতে পারব।

এস্ট্রাগন : আমাকে ছেড়ে যেও না তুমি!

ভ্লাডিমির : ওকে ডাকতেও পারি।

এস্ট্রাগন : তাই ডাকো।

ভ্লাডিমির : পোজো! [নীরবতা] পোজো! [নীরবতা] কোনো জবাব নেই।

এস্ট্রাগন : দুজনে।

এস্ট্রাগন :
ভ্লাডিমির : } পোজো! পোজো!

ভ্লাডিমির : নড়ে উঠেছে।

এস্ট্রাগন : তুমি ঠিক জানো ওর নাম পোজো?

ভ্লাডিমির : [আতঙ্কিত] মি. পোজো! ফিরে আসুন! আমরা মারব না আপনাকে!

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : অন্য নামে ডেকে দেখলে পারি।

ভ্লাডিমির আমার মনে হয় মরে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : সে বেশ মজাই হবে।

ভ্লাডিমির : কী বেশ মজাই হবে?

এস্ট্রাগন : ভিন্ন ভিন্ন নামে ওকে ডেকে দেখলে। সময়টা কেটে যেত। তা ছাড়া একসময় না একসময় ঠিক নামটা লেগে যেতে বাধ্য।

ভ্লাডিমির আমি তোমাকে বলছি ওর নাম পোজো।

এস্ট্রাগন : এখনই দেখা যাবে। [চিন্তা করে] হাবিল! হাবিল!

পোজো : বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : প্রথমবারেই লেগে গেছে!

ভ্লাডিমির : নাঃ, আমি ক্লান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছি।

এস্ট্রাগন : বোধহয় অন্যটার নাম কাবিল। কাবিল! কাবিল!

পোজো বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : সমস্ত মানবতা ও। [নীরবতা] ওই ছোট্ট মেঘের টুকরোটার দিকে দেখো।

ভ্লাডিমির [চোখ তুলে] কোথায়?

এস্ট্রাগন : ওইখানে। একেবারে উপর দিকে।

ভ্লাডিমির আচ্ছা? [চুপচাপ] ওর মধ্যে এমন কী সাংঘাতিক বিস্ময়কর দেখলে? [নীরবতা]

এস্ট্রাগন : চলো, অন্য কিছু নেয়া যাক। আপত্তি আছে?

ভ্লাডিমির আমিও সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

এস্ট্রাগন : কিন্তু কী নেব?

ভ্লাডিমির আহ্!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : প্রথমে উঠে দাঁড়ানো যাক তো।

ভ্লাডিমির চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।

[ওরা উঠে দাঁড়ায়]

এস্ট্রাগন ছেলেখেলা।

ভ্লাডিমির : স্রেফ ইচ্ছাশক্তির প্রশ্ন।

এস্ট্রাগন : এবার?

পোজো বাঁচাও!

এস্ট্রাগন : চলো, যাওয়া যাক।

ভ্লাডিমির যেতে আমরা পারি না।

এস্ট্রাগন : কেন পারি না?

ভ্লাডিমির : আমরা গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।

এস্ট্রাগন আহ্ [হতাশার সঙ্গে] কী করব, কী করব আমরা!

পোজো বাঁচাও!

ভ্লাডিমির ওকে সাহায্য করলে কেমন হয়?

এস্ট্রাগন ও কী চায়?

ভ্লাডিমির উঠতে চায়?

এস্ট্রাগন তবে উঠছে না কেন?

ভ্লাডিমির ও চায় আমরা যেন ওকে উঠতে সাহায্য করি।

এস্ট্রাগন : তাহলে আমরা করছি না কেন? দাঁড়িয়ে আছি কী জন্য?

[ওরা পোজোকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে, ওর বাহু ছেড়ে দেয়, ও পড়ে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : ওকে আমাদের ধরে থাকতে হবে।

[ওরা আবার ওকে ধরে তোলে। পোজোর শরীর ভেঙে পড়ে, ওদের ঘাড়ের উপর দিয়ে তার দু হাত প্রসারিত] একটু ভালো বোধ করছ?

পোজো তোমরা কে?

এস্ট্রাগন : তুমি আমাদের চিনতে পারছ না?

ভ্লাডিমির : আমি অন্ধ।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : বোধহয় ও ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।

ভ্লাডিমির : কবে থেকে?

পোজো : কী চমৎকার দৃষ্টিশক্তি ছিল আমার– কিন্তু তোমরা কি বন্ধু?

এস্ট্রাগন : [শব্দ করে হেসে ওঠে] উনি জানতে চাইছেন আমরা বন্ধু কি না!

ভ্লাডিমির না, উনি জানতে চান ওর বন্ধু কি না।

এস্ট্রাগন : তুমি কী বলো?

ভ্লাডিমির : ওকে সাহায্য করে আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি।

এস্ট্রাগন : ঠিক। ওর বন্ধু না হলে কি আমরা ওকে সাহায্য করতাম?

ভ্লাডিমির : সম্ভবত।

এস্ট্রাগন : সত্য।

ভ্লাডিমির এখন এ নিয়ে আর সূক্ষ্ম বিতর্কে গিয়ে কাজ নেই।

পোজো তোমরা ডাকাত নও তো?

এস্ট্রাগন : ডাকাত? আমাদের কি ডাকাতের মতো দেখায়?

ভ্লাডিমির : ড্যাম ইট, দেখতে পাও না লোকটা অন্ধ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : ড্যাম ইট, তাই তো? [একটু থামে] ও তাই বলছে বটে।

পোজো : আমাকে ছেড়ে যেও না!

ভ্লাডিমির : সে প্রশ্নই ওঠে না!

এস্ট্রাগন : আপাতত।

পোজো : কটা বেজেছে এখন?

ভ্লাডিমির : [আকাশ পর্যবেক্ষণ করে] সাতটা...আটটা...

এস্ট্রাগন : এখন বছরের কোন সময় সেটা তার উপর নির্ভর করে।

পোজো : এখন কি বিকেল?

[নীরবতা। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূর্যাস্ত দেখে]

এস্ট্রাগন : উঠছে।

ভ্লাডিমির : অসম্ভব।

এস্ট্রাগন : বোধহয় উষালগ্ন।

ভ্লাডিমির : বুদ্ধুর মতো কোরো না। ওদিকটা তো পশ্চিম।

এস্ট্রাগন : কেমন করে জানলে?

পোজো : [বেদনার্ত] এখন কি বিকেল?

ভ্লাডিমির : যাই হোক, ওটা নড়েনি।

এস্ট্রাগন : আমি বলছি ওটা উঠছে।

পোজো : তোমরা আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

এস্ট্রাগন : সুযোগ তো দাও।

ভ্লাডিমির [আশ্বস্ত করার সুরে] এখন বিকেল, হুজুর, বিকেল। রাত্রি সন্নিকট। আমার এই বন্ধু আমাকে সে সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে চেয়েছিল এবং স্বীকার করি, মুহূর্তের জন্য আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি খামোখাই এই দীর্ঘকাল পার হয়ে আসিনি, এবং আপনাকে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি যে খেলা প্রায় খতম হয়ে এসেছে। [একটু থামে] এখন কেমন লাগছে?

এস্ট্রাগন : আর কতক্ষণ আমাদের ওকে এইভাবে বয়ে বেড়াতে হবে? [প্রায় ছেড়ে দেয় তাকে, পড়ার উপক্রম হতেই আবার ধরে ফেলে] আমরা কারইয়াটিড না!

ভ্লাডিমির : যদি ঠিক শুনে থাকি তাহলে তুমি বলছিলে যে এককালে তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো ছিল।

পোজো : চমৎকার! চমৎকার, চমৎকার! দৃষ্টিশক্তি!
[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : [বিরক্ত কণ্ঠে] বিশদ কর! বিশদ কর!

ভ্লাডিমির : ওকে জ্বালিও না। দেখছ না ও পুরনো সুখের দিনের কথা ভাবছে? [একটু থামে] মেমোরিয়া প্রিটেরিটোরাম বোনোরাম—সে নিশ্চয়ই খুব বিচ্ছিরি হবে।

এস্ট্রাগন : আমাদের জানার কথা নয়।

ভ্লাডিমির : আর অকস্মাৎ তোমার উপর এই দুর্যোগ নেমে এল?

পোজো : সত্যি চমৎকার!

ভ্লাডিমির : আমি জিজ্ঞেস করছি ঘটনাটা অকস্মাৎ ঘটেছিল কি না।

পোজো : এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আমি দেখলাম আমি ভাগ্যদেবীর মতো অন্ধ হয়ে গেছি! [একটু চুপ করে থাকে] মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমি কি এখনো ঘুমিয়ে আছি।

ভ্লাডিমির : কখন ঘটেছিল ব্যাপারটা?

পোজো : জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির কিন্তু গতকালকের আগে নয়—

পোজো জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে! অন্ধের কোনো সময়জ্ঞান নেই। সময়ের ঘটনাবলিও তার কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে।

ভ্লাডিমির : কী কাণ্ড! আমি খুব ভাবতাম যে তার উল্টোটাই বুঝি সত্যি।

এস্ট্রাগন : আমি চললাম।

পোজো : আমরা কোথায়?

ভ্লাডিমির বলতে পারব না।

এস্ট্রাগন বোর্ড নামে যে জায়গাটা পরিচিত এটা কোনোক্রমে সেটা নয়ত?

ভ্লাডিমির তার নামও শুনিনি কোনো দিন।

পোজো : জায়গাটা দেখতে কেমন?

ভ্লাডিমির [চারদিকে দেখে] অবর্ণনীয়। ইটস লাইক নাথিং। কোথাও কিচ্ছু নেই। একটা গাছ আছে।

পোজো তাহলে বোর্ড নয়।

এস্ট্রাগন : [ক্লান্ত, ভেঙে পড়ে] ডাইভার্সান বটে!

পোজো আমার চাকরটা কোথায়?

ভ্লাডিমির আছে কাছেপিঠে কোথাও।

পোজো ডাকলে সাড়া দেয় না কেন?

ভ্লাডিমির জানি না। মনে হয় ঘুমুচ্ছে। হয়ত মরে গেছে।

পোজো ঠিক ঘটেছিলটা কী?

এস্ট্রাগন : একদম ঠিক ঠিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির তোমাদের দুজনের পা হড়কে গিয়েছিল। [একটু থামে] তারপর পড়ে গিয়েছিলে।

পোজো যাও, ও ব্যথা পেয়েছে কি না দেখো।

ভ্লাডিমির তোমাকে ফেলে রেখে আমরা যেতে পারি না।

পোজো তোমাদের দুজনের যাবার দরকার নেই।

এস্ট্রাগন [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] তুমি যাও।

এস্ট্রাগন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তারপরে? কক্ষনো না।

পোজো হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বন্ধু যাক। যা গন্ধ ওর গাঁয়ে। [নীরবতা] অপেক্ষা করছ কী জন্য?

ভ্লাডিমির অপেক্ষা করছ কী জন্য?

এস্ট্রাগন আমি গডোর জন্য অপেক্ষা করছি।
[নীরবতা]

ভ্লাডিমির ঠিক কী করতে হবে ওকে?

পোজো ইয়ে, প্রথমে দড়িটা ধরে টানতে হবে, যত জোরে ওর খুশি, শুধু দেখতে হবে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়। তাতে কাজ না হলে লাথি মারতে থাকবে, মুখে, অণ্ডকোষে।

ভ্লাডিমির [এস্ট্রাগনের উদ্দেশে] দেখছ, তোমার ভয়ের কিচ্ছুই নেই। বরং প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ পাচ্ছ তুমি।

এস্ট্রাগন আর ও যদি আত্মরক্ষা করতে শুরু করে?

পোজো না, না, ও কখনো আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না।

ভ্লাডিমির আমি ছুটে যাব তোমার সাহায্যে।

এস্ট্রাগন এক মুহূর্তের জন্যও আমার উপর থেকে তোমার চোখ সরিও না।

[লাকির দিকে এগিয়ে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আগে ভালো করে দেখে নিও বেঁচে আছে কি না। মরে গিয়ে থাকলে খামোখা তোমার কষ্ট করার কোনো মানে নেই।

এস্ট্রাগন : [লাকির উপর নিচু হয়ে ঝুঁকে] নিশ্বাস পড়ছে।

ভ্লাডিমির : তাহলে লাগাও।

[হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে এস্ট্রাগন লাকিকে লাথি মারতে শুরু করে, সঙ্গে প্রচণ্ড গালাগাল। কিন্তু নিজের পায়েই ব্যথা পেয়ে গোঙাতে আরম্ভ করে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে আসে লাকির কাছ থেকে। লাকি নড়ে ওঠে]

এস্ট্রাগন : ব্যাটা জানোয়ার কাঁহাকা!

[ঢিবির উপর বসে, জুতো খুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটু পরেই সে চেষ্টা বাদ দিয়ে হাঁটুতে বাহু ন্যস্ত করে তার উপর মাথা গুঁজে ঘুমোবার আয়োজন করে]

পোজো আবার কী হল?

ভ্লাডিমির আমার বন্ধুর চোট লেগেছে।

পোজো : আর লাকি?

ভ্লাডিমির : তাহলে সে-ই?

পোজো : কী?

ভ্লাডিমির তাহলে সে-ই?

পোজো : কী?

ভ্লাডিমির ও লাকি?

পোজো কী বলছ বুঝতে পারছি না।

ভ্লাডিমির আর তুমি পোজো।

পোজো অবশ্যই আমি পোজো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : কালকের সেই লোক?

পোজো : কালকের?

ভ্লাডিমির কাল আমাদের দেখা হয়েছিল। [একটু চুপ করে থাকে] তোমার মনে নেই?

পোজো : গতকাল কারু সঙ্গে দেখা হবার কথা আমার মনে নেই। কিন্তু আজ যে কারু সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এ কথাও আগামী কাল আমার মনে থাকবে না। কাজেই এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কিছু জানার আশা কোরো না।

ভ্লাডিমির : কিন্তু...

পোজো : যথেষ্ট হয়েছে। ওঠ শুয়ার!

ভ্লাডিমির তুমি মেলাতে ওকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলে। আমাদের সঙ্গে কথা বলেছ তুমি। ও নেচেছিল, চিন্তা করেছিল। তোমার দৃষ্টিশক্তি ছিল।

পোজো : বেশ। এবার যেতে দাও। [ভ্লাডিমির সরে যায়]
[লাকি উঠে দাঁড়ায়, মালপত্র তুলে নেয়]

ভ্লাডিমির : এখন কোথায় যাবে?

পোজো : চলো। [লাকি মালপত্রসহ পোজোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়] চাবুক! [লাকি সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখে, চাবুক খোঁজে, পায়, পোজোর হাতে দেয়, আবার সব জিনিসপত্র তুলে নেয়] দড়ি! [লাকি সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখে, দড়ির প্রান্ত পোজোর হাতে দেয়, সব জিনিসপত্র আবার তুলে নেয়]

ভ্লাডিমির ওই ব্যাগের মধ্যে কী আছে?

পোজো বালি। [দড়ি ধরে টানে] চল।

ভ্লাডিমির আরেকটু থাকো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোজো আমি চললাম।

ভ্লাডিমির কাছেপিঠে সাহায্য করার মতো কেউ নেই এমন জায়গায় যখন পড়ে যাও তখন কী করো?

পোজো উঠতে না পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকি। তারপর আবার চলতে শুরু করি। চল।

ভ্লাডিমির যাবার আগে ওকে একটা গান গাইতে বলো।

পোজো : কাকে?

ভ্লাডিমির লাকিকে।

পোজো গান গাইতে?

ভ্লাডিমির হ্যাঁ। কিংবা চিন্তা করতে। কিংবা আবৃত্তি করতে।

পোজো : কিন্তু ও তো বোবা।

ভ্লাডিমির বোবা!

পোজো বোবা। গোঙাতে পর্যন্ত পারে না ও।

ভ্লাডিমির বোবা। কখন থেকে?

পোজো : [হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে] তোমার এই অভিশপ্ত সময়ের কথা বলে তুমি আর কত যন্ত্রণা দেবে আমাকে! অসহ্য! কখন! কখন! একদিন, তাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়, যেকোনো দিনের মতো একদিন, একদিন আমরা বধির হয়ে যাব, একদিন আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম, একদিন আমরা মরব, সেই একই দিন, একই ক্ষণ, তাই কি যথেষ্ট নয় তোমার জন্য? [অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে] কবরের উপরে তারা জন্ম দেয়, মুহূর্তের জন্য আলো ঝলমল করে, তারপর আবার রাত্রি। [দড়িতে টান দেয়] চল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[পোজো এবং লাকির প্রস্থান। ভ্লাডিমির মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পতনের শব্দ এবং ভ্লাডিমিরের অঙ্গভঙ্গি থেকে বোঝা যায় আবার ওরা পড়ে গেছে। নীরবতা। ভ্লাডিমির এস্ট্রাগনের দিকে এগিয়ে যায়, এক মুহূর্ত তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখে, তারপর তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়]

এস্ট্রাগন : [উদভ্রান্তের মতো হাত-পা ছোঁড়ে, অসম্বদ্ধ শব্দাবলি উচ্চারণ করে। [অবশেষে] কেন তুমি কখনো আমাকে ঘুমাতে দাও না?

ভ্লাডিমির : বড্ড একা একা লাগছিল আমার।

এস্ট্রাগন : আমি স্বপ্ন দেখছিলাম আমি সুখী।

ভ্লাডিমির : ওতে কিছুটা সময় কাটল।

এস্ট্রাগন : স্বপ্ন দেখলাম—

ভ্লাডিমির : [তীব্র কণ্ঠে] বলো না! [নীরবতা] আমি ভাবছি ও কি সত্যিই অন্ধ।

এস্ট্রাগন : অন্ধ? কে?

ভ্লাডিমির : পোজো।

এস্ট্রাগন : অন্ধ?

ভ্লাডিমির : বলল তো অন্ধ।

এস্ট্রাগন : তাতে হলটা কী?

ভ্লাডিমির : আমার মনে হচ্ছে ও দেখতে পাচ্ছিল।

এস্ট্রাগন : স্বপ্ন দেখছ তুমি। [একটু থামে] চলো, যাওয়া যাক। না, যেতে আমরা পারি না। আহ্! [একটু থামে] তুমি কি জানো যে ওটা উনি ছিলেন না?

ভ্লাডিমির : কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : গডো।

ভ্লাডিমির : কিন্তু কে?

এস্ট্রাগন : পোজো।

ভ্লাডিমির অসম্ভব। [একটু কম নিশ্চিত] অসম্ভব। [আরো কম নিশ্চিত] অসম্ভব।

এস্ট্রাগন : এখন বোধহয় উঠতে পারি। [কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ায়] আউ! ডিডি!

ভ্লাডিমির : আর আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

এস্ট্রাগন : আমার পা! [বসে পড়ে, পা থেকে জুতো খোলার চেষ্টা করে] আমাকে একটু সাহায্য করো!

ভ্লাডিমির অন্যরা যখন কষ্ট পাচ্ছিল আমি কি তখন ঘুমাচ্ছিলাম? আমি কি এখনো ঘুমন্ত? কাল যখন আমি জেগে উঠব, কিংবা ভাবব জেগে উঠেছি, তখন আজকের কথা কী বলব? যে বন্ধুবর এস্ট্রাগনের সঙ্গে এইখানে, রাত নেমে না আসা পর্যন্ত, আমি গডোর জন্য অপেক্ষা করেছিলাম? যে, পোজো তার বাহককে নিয়ে এই পথে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে? হয়ত। কিন্তু ওইসবের মধ্যে কতটুকু সত্য থাকবে?

[এস্ট্রাগন জুতো খোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আবার তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে। ভ্লাডিমির তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

ও কিছু জানবে না। কী রকম পিটুনি খেয়েছে সেই কথা বলবে আমাকে, আর আমি তাকে গাজর দেব। [একটু থামে] কবরের উপরে, আর কঠিন জন্ম। গর্তের মধ্যে, ধীরেসুস্থে, গোরখোদক ছুরি ধরে। সময় আছে আমাদের বুড়ো হবার। সারা আকাশ আমাদের ক্রন্দনে পূর্ণ। [কান পেতে শোনে] কিন্তু সময় সবকিছুকে অসাড় করে দেয়। [আবার এস্ট্রাগনের দিকে তাকায়] আমার দিকেও একজন কেউ তাকাচ্ছে, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কেও একজন কেউ বলছে, ও ঘুমাচ্ছে, ও কিছুই জানে না, ঘুমাক ও। [একটু থামে] আর আমি পারি না! [একটু চুপ করে থাকে] কী বলেছি আমি? [উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, তারপর একেবারে বাঁ ধারে এসে দাঁড়ায়, চিন্তা করে। ডান দিক দিয়ে বালকের প্রবেশ। দাঁড়িয়ে পড়ে। নীরবতা]

বালক : মিস্টার... [ভ্লাডিমির ঘুরে দাঁড়ায়] মিস্টার এলবার্ট...

ভ্লাডিমির : আবার শুরু হল। [একটু চুপ করে থাকে] তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

বালক : না, স্যার।

ভ্লাডিমির : গতকাল তুমি আসোনি?
[নীরবতা]

বালক : না, স্যার।
[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : এই তোমার প্রথমবার?

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : মিস্টার গডোর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছ?

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

ভ্লাডিমির : তিনি আজ বিকেলে আসবেন না?

বালক : না, স্যার।

ভ্লাডিমির : কিন্তু কাল আসবেন।

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

ভ্লাডিমির : অতি অবশ্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : আর কারু সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

বালক : না, স্যার।

ভ্লাডিমির : দুজন...[ইতস্তত করে] মানুষের সঙ্গে?

বালক : আমি কাউকে দেখিনি, স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : তিনি কী করেন? মি. গডো? [নীরবতা] আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

ভ্লাডিমির : তবে?

বালক : তিনি কিছুই করেন না, স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : তোমার ভাই কেমন আছে?

এস্ট্রাগন : অসুস্থ, স্যার।

ভ্লাডিমির : কাল বোধহয় সে-ই এসেছিল।

বালক : জানি না স্যার।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : [নিচু গলায়] তাঁর কি দাড়ি আছে? মি. গডোর?

বালক : হ্যাঁ, স্যার।

ভ্লাডিমির : সাদা, না...[ইতস্তত করে] না কালো?

বালক : আমার মনে হয় সাদা, স্যার।

[নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : আমাদের দয়া করো যিশু!

[নীরবতা]

বালক : মিস্টার গডোকে কী বলব, স্যার?

ভ্লাডিমির : তাঁকে বোলো...[ইতস্তত করে] তাঁকে বোলো যে তুমি আমার সাক্ষাৎ পেয়েছ, আর...[ইতস্তত করে]...আর তুমি আমার সাক্ষাৎ পেয়েছ। [চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। ভ্লাডিমির এগিয়ে আসে, বালকটি পিছিয়ে যায়। ভ্লাডিমির দাঁড়ায়, বালকটি দাঁড়ায়। হঠাৎ ভীষণ তীব্র কণ্ঠে] তুমি ঠিক জানো যে তুমি আমাকে দেখেছ কাল? আবার এসে বলবে না যে তুমি আমাকে কোনো দিন দেখোনি! নীরবতা] ভ্লাডিমির হঠাৎ লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে, বালকটি তাকে এড়িয়ে দৌড়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। [নীরবতা] সূর্য ডোবে, চাঁদ ওঠে। প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। ভ্লাডিমির মাথা নিচু করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এস্ট্রাগন জেগে ওঠে, জুতোজোড়া খুলে ফেলে, দু-হাতে দু-পাটি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, সামনে এগিয়ে আসে, ঠিক মাঝখানে জুতো দুটি নামিয়ে রাখে, তারপর ভ্লাডিমিরের দিকে এগিয়ে যায়]

এস্ট্রাগন : কী হয়েছে তোমার?

ভ্লাডিমির : কিছু না।

এস্ট্রাগন : আমি চললাম।

ভ্লাডিমির আমিও।

এস্ট্রাগন : আমি কি অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি?

ভ্লাডিমির : জানি না।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : কোথায় যাব আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্লাডিমির : বেশি দূরে না।

এস্ট্রাগন : ওঃ হ্যাঁ, চলো, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাই।

ভ্লাডিমির : তা আমরা পারি না।

এস্ট্রাগন : না কেন?

ভ্লাডিমির : কাল আমাদের এইখানে ফিরে আসতে হবে।

এস্ট্রাগন : কী জন্যে?

ভ্লাডিমির : গডোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এস্ট্রাগন : আহ্। [নীরবতা] উনি আসেননি?

ভ্লাডিমির : না।

এস্ট্রাগন : এবং এখন আর সময় নেই?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ, এখন রাত।

এস্ট্রাগন : আর আমরা যদি তাঁকে ছেড়ে দিই? [একটু থামে] তাঁকে যদি আমরা ছেড়ে দিই?

ভ্লাডিমির : তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন। [নীরবতা। সে গাছের দিকে তাকায়] সবকিছু মৃত, শুধু গাছটি ছাড়া।

এস্ট্রাগন : [গাছটার দিকে তাকিয়ে] কী ওটা?

ভ্লাডিমির : গাছ।

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ, কিন্তু কী জাতের?

ভ্লাডিমির : জানি না। উইলো।

[এস্ট্রাগন ভ্লাডিমিরকে গাছটার দিকে টেনে নিয়ে যায়। ওরা দুজন তার সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ি না কেন?

ভ্লাডিমির : কী দিয়ে?

এস্ট্রাগন : তোমার কাছে একটু দড়ি নেই?

ভ্লাডিমির : না।

এস্ট্রাগন : তবে হল না।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : চলো যাই।

এস্ট্রাগন : দাঁড়াও, আমার বেল্ট।

ভ্লাডিমির : খাটো হবে।

এস্ট্রাগন : তুমি আমার পা ধরে ঝুলে পড়তে পারো।

ভ্লাডিমির : আর আমার পা ধরে কে ঝুলবে?

এস্ট্রাগন : ঠিক।

ভ্লাডিমির : তবু দেখাও। [যে দড়ি দিয়ে তার প্যান্ট বাঁধা এস্ট্রাগন তা ঢিলা করে। অতিরিক্ত ঢোলা প্যান্টটি হড়হড় করে পায়ের গোড়ালি অবধি নেমে আসে। ওরা দড়িটার দিকে তাকায়] কোনো রকমে কাজ চলতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট মজবুত তো?

এস্ট্রাগন : এখনই দেখা যাবে। ধরো।

[দুজনে দড়ির দু-প্রান্ত ধরে টানে। দড়িটা ছিঁড়ে যায়। ওরা প্রায় প্রপাতধরণীতল]

ভ্লাডিমির : নট ওয়ার্থ এ কার্স।

[নীরবতা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : তুমি বলছ কাল আবার এখানে ফিরে আসতে হবে?

ভ্লাডিমির : হ্যাঁ।

এস্ট্রাগন : তখন একটা ভালো দড়ি দিয়ে নিয়ে আসা যাবে।

ভ্লাডিমির হ্যাঁ।

[নীরবতা]

এস্ট্রাগন : ডিডি।

ভ্লাডিমির : হুঁ।

এস্ট্রাগন : আর আমি পারছি না।

ভ্লাডিমির তুমি ভাবছ তাই।

এস্ট্রাগন : যদি আলাদা হয়ে যাই আমরা? তাহলে বোধহয় আমাদের দুজনের পক্ষেই ভালো হত।

ভ্লাডিমির : কাল আমরা গলায় ফাঁস দেব। [একটুক্ষণ চুপ করে থাকে] যদি গডো না আসেন।

এস্ট্রাগন : আর যদি আসেন?

ভ্লাডিমির : তাহলে আমরা রক্ষা পাব। [ভ্লাডিমির টুপিটা (লাকির) মাথা থেকে খোলে, উঁকি মেরে তার ভেতরটা দেখে, হাত দিয়ে ভালো করে ভেতরটা হাতড়ায়, নাড়ে, চাঁদিতে চাপড় মারে, আবার মাথায় চাপায়]

এস্ট্রাগন : কী? চলব এখন?

ভ্লাডিমির : প্যান্টটা তোলো।

এস্ট্রাগন : কী?

ভ্লাডিমির : তোমার প্যান্টটা তোলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস্ট্রাগন : আমার প্যান্টটা খুলে ফেলতে বলছ?

ভ্লাডিমির : তোমার প্যান্টটা তোলো।

এস্ট্রাগন : [প্যান্ট যে নিচে পড়ে গেছে তা উপলব্ধি করে।] ঠিক। [প্যান্ট তোলে]

ভ্লাডিমির : কী? চলব এখন?

এস্ট্রাগন : হ্যাঁ, চলে যাই।

[কেউ নড়ে না]

যবনিকা

AMARBOI.COM

আমাদের প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলি ও অনুবাদ সাহিত্য

সহায়ক গ্রন্থাবলি

01 ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ শীতল ঘোষ

02 ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

03 চিরায়ত পুরান-
খোন্দকার আশরাফ হোসেন

04 উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব
রাশিদ আসকারী

05 গ্রিসের অমর পৌরাণিক কাহিনী
ডঃ আহসানুল হক

06 অনুবীক্ষন: শিক্ষা সাহিত্য সমাজ
আমানুল্লাহ আহমেদ

07 উইলিয়াম শেকসপিয়ার
অনুবাদ- কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

08 প্লেটোর সাহিত্য দর্শন
কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

09 সেনোবিয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ
এবং অন্যান্য বিবেচনা
ড. শিরীন আখতার

10 তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
মোঃ আব্দুল আজিজ

11 ও, লেভেল বাংলা ভাষা পরিচয়
দেবব্রত চক্রবর্তী

অনুবাদ সাহিত্য

12 এ টেল অব টু সিটিজ- *চার্লস ডিকেন্স*
অনুবাদ- তানিয়া তাহমিনা

13 দি স্প্যানিশ ট্রাজেডী- *টমাস কীড*
অনুবাদ- খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ

14 দি ডাচেস অব মালফি- *জন ওয়েবস্টার*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

15 সানস অ্যান্ড লাভারস - *ডি এইচ লরেন্স*
অনুবাদ- অসিত সরকার

16 ডক্টর ফস্টাস- *ক্রিস্টোফার মার্লো*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

17 লুক ব্যাক ইন এ্যাংগার- *জন অসবর্ণ*
অনুবাদ- মোঃ নাজিম উদ্দিন

18 হার্ট অব ডার্কনেস- *জোসেফ কনরার্ড*
অনুবাদ- জীবতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

19 দি পিলগ্রিম'স প্রোগ্রেস- *জন ব্যানিয়ান*
অনুবাদ- জীবতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

20 সীজ দ্য ডে- *সল বেলো*
অনুবাদ- জীবতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

21 প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস- *জেন অস্টেন*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

22 ডব্লিউ বি ইয়েটস-এর নির্বাচিত কবিতা
অনুবাদ- সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

23 রাইডার্স টু দি সী- *জে এম সিঙ্গ*
অনুবাদ-আহমেদ আহসানুজ্জামান

24 ই.এম. ফরস্টার- *এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া*
রবিশেখর সেনগুপ্ত

25 পোয়েটিক্স- *অ্যারিস্টটলে*
অনুবাদ- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

26 এক সপ্তাহে সফল সৃজনশীলতা
মোঃ মামুনুর রহমান

27 টেস অভ দা ডারবারভিলস- *টমাস হার্ডি*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

28 গালিভারের ভ্রমনকথা- *জোনাথন সুইফট*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

39 পড়ো জমি- *টি এস এলিয়ট*
অনুবাদ- সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

30 ভলপোনি- *বেন জনসন*
অনুবাদ- তানিয়া তাহমিন

31 ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান- *জি. বি. শ*
অনুবাদ- মোঃ বিল্লাল হোসেন

32 সাইলাস মারনার- *জর্জ এলিয়ট*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

33 ডেথ অফ এ সেলসম্যান- *আর্থার মিলার*
অনবাদ- ফতেহ লোহানী

34 দি ওল্ডম্যান এ্যান্ড দি সী- *আর্নেস্ট হেমিংওয়ে*
অনবাদ- ফতেহ লোহানী

35 (প্রত্যাহৃত সময়) THINGS FALL APART-
চেনোয়া এচিবি
অনুবাদ- সামিয়া রুবাইয়াত হোসেন

36 নির্বাচিত প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোটগল্প
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

37 অ্যানিম্যাল ফার্ম- *জর্জ অরওয়েল*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

38 রবিনসন ক্রুস- *ড্যানিয়েল ডিফো*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

49 গ্রেট এক্সপেক্টেশনস- *চার্লস ডিকেন্স*
অনুবাদ- *খুররম হোসাইন*

40 জেন আয়ার- *শার্লোট ব্রনটি*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

41 জোসেফ অ্যান্ড্রুজ- *হেনরী ফিল্ডিং*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

42 ইস্ট ইন্ডিয়া বিল- *এডমান্ড বার্ক*
খন্দকার মেহবুব আলম

43 ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস- *আর্নেস্ট হেমিংওয়ে*
ভাষান্তর- অধীর দাশ

44 দি ওয়ে অব দি ওয়ার্ল্ড- *উইলিয়াম কনগ্রীভ*
অনুবাদ- তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

45 নির্বাচিত মার্কিন কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

46 হেয়ারী আপ- *ইউজিন ও'নীল*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

47 গডোর প্রতীক্ষায়- *স্যামুয়েল বেকেট*
অনুবাদ- কবীর চৌধুরী

48 ছায়া বাসনা- *ইউজিন ও'নীল*
অনুবাদ- কবীর চৌধুরী

49 চিড়িয়াখানার গল্প ও অন্যান্য চারটি নাটক
কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

50 রবিনসন ক্রুস- *ড্যানিয়েল ডিফো*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

51 ব্রেইভ নিউ ওয়াল- *অলডাস হাক্সলী*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

52 লর্ড অব দি ফ্লাইস- *উইলিয়াম গোল্ডিং*
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~